নেতানিয়াহুর পরিণতি হবে হিটলারের মতো: তুরস্ক

সারে-জমিন

সকাল ১১ টায় অফিস ফাঁকা ওন্দা ব্লকে!

সাধারণ

আন্তর্জাতিক বাঘ দিবসে বাঘেরা কেমন আছে

সম্পাদকীয়

হোমিওপ্যাথিতে ব্যথার অবসান

স্বাস্থ্যসাথী

ভারতীয় তারকার জয় বাতিল করে দিল অলিম্পিক কর্তৃপক্ষ

খেলতে খেলতে

আপনজন

APONZONE
Bengali Daily

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

মঙ্গলবার
৩০ জুলাই, ২০২৪
১৪ শ্রাবণ ১৪৩১
২৩ মুহাররম, ১৪৪৬ হিজরি
সম্পাদক
জাইদুল হক

Vol.: 19 ■ Issue: 205 ■ Daily APONZONE ■ 30 July 2024 ■ Tuesday ■ Kolkata ■ RNI: WBBEN/2004/14450 ■ Price: Rs. 5.00 ■ Pages: 8 ■ www.aponzonepatrika.com/epaper.php

প্রথম নজর

চক্রব্যূহে পিষে মরছে দেশের মানুষ: রাহুল

আপনজন ডেস্ক: লোকসভার বিরোধী নেতা রাহুল গান্ধি সোমবার বাজেট ভাষণে বলেছেন, দেশে এক চক্রব্যূহ তৈরি হয়েছে, যার মধ্যে পিষে মারা যাচ্ছে দেশবাসী। তিন শক্তি মিলে সেই চক্রব্যূহ রচিত। একচেটিয়া পুঁজিপতি, যেখানে রয়েছেন হাতে গোনা কিছু মানুষ, যাঁরা দেশের সিংহভাগ সম্পদ নিয়ন্ত্রণ করছেন। রয়েছে ইডি, সিবিআই, আয়করের মতো দেশের গুরুত্বপূর্ণ কিছু প্রতিষ্ঠান। আর তৃতীয় শক্তি হল দেশের রাজনীতির নেতৃত্ব। রাহুল বলেন, এবারের বাজেট সেই চক্রব্যূহর ফাঁস থেকে সাধারণ মানুষকে রক্ষা করবে ভাবা হয়েছিল। কৃষক, যুব সম্প্রদায়, শ্রমিক, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীরা স্বস্তির শ্বাস নিতে পারবে বলে মনে করা হয়েছিল। অথচ দেখা গেল, বাজেটে চক্রব্যূহর ফাঁস আরও মজবুত হয়েছে। একচেটিয়া কারবারিদের হাত আরও শক্ত হয়েছে। শিল্পপতি, রাজনীতিক ও প্রাতিষ্ঠানিক একচেটিয়া আরও শক্তিশালী হয়েছে। রাহুল বলেন, মহাভারতের যুদ্ধের সময় চক্রব্যূহর গঠন ছিল অনেকটা পদ্মফুলের মতো। এ কারণে তাকে পদ্মব্যূহও বলা হয়।

একদিনে সামশেরগঞ্জের ১০টি বাড়ি গঙ্গাগর্ভে তলিয়ে গেল

রাজু আনসারী ● সামশেরগঞ্জ

আপনজন: গঙ্গার জলস্তর বাড়তেই ফের গঙ্গা ভাঙন শুরু মুর্শিদাবাদের সামসেরগঞ্জে। সোমবার সকাল থেকে শামসেরগঞ্জের নতুন শিবপুর ভাঙ্গা লাইন এলাকায় গঙ্গা ভাঙনের আতঙ্ক লক্ষ্য করা যায়। সেই আতঙ্কের মধ্যে শিশুরা যখন স্কুলে যেতে ব্যস্ত, তখন বিপদ ঘনিয়ে আসে। ভাঙন শুরুর কথা চাউর হতেই গঙ্গা তীরে ভিড় জমান গ্রামবাসীরা। চোখের সামনেই একে একে গঙ্গা গর্ভে তলিয়ে যায় ভাঙনের শিকার হওয়া প্রায় ১০ টি বাড়ি। তলিয়ে যায় কৃষি জমি থেকে শুরু করে শৌচালয় এবং বাড়ির ফাঁকা অংশ। গঙ্গা ভাঙনের আতঙ্কে এলাকা ছেড়ে অন্যত্র চলে যেতে দেখা যায় গ্রামবাসীদের। যেকোনো মুহূর্তে প্রায় আরো ৫০টি বাড়ি তলিয়ে যেতে পারেই বলে অনুমান স্থানীয় বাসিন্দাদের। শুধু তাই নয় তলিয়ে যেতে পারে নতুন শিবপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়।
এদিকে গঙ্গা ভাঙনের খবর পেয়ে ভাঙন বিধ্বস্ত এলাকায় সকালেই ছুটে যান সামশেরগঞ্জ পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য রফিকুল আলম, চাচন্ড গ্রাম পঞ্চায়েত প্রতিনিধি গোলাপ হোসেন সহ অন্যান্য প্রশাসনিক কর্মকর্তারা। গোলাপ হোসেন সংবাদমাধ্যম কে জানান মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় একশো কোটি টাকার টেন্ডার করেছিল কিন্তু ভোটের জন্য কাজ বন্ধ হয়ে যাওয়ায় কাজটা আর হয়নি। প্রাথমিকভাবে ভাঙন কবলিত মানুষদের স্থানীয় শিবপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে থাকার ব্যবস্থা এবং খাওয়ার ব্যবস্থা করা হয় চাচন্ড গ্রাম পঞ্চায়েতের পক্ষ থেকে। শিবপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক ওকিল আহমেদ বলেন যেভাবে ভাঙন শুরু হয়েছে তাতে হয়তো কোনও দিন তাদের এই বিদ্যালয় ও ভেসে যাওয়ার আশঙ্কায় আছেন তারা। তিনি আরো বলেন, ইতিমধ্যেই বিদ্যালয়ে স্থানীয় মানুষের থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছে তাই ছাত্র ছাত্রীরা কেউ বিদ্যালয়ে আসেনি। প্রতি বছর একই ভাবে গঙ্গার ভাঙনের কারণে কত মানুষকে ঘর ছাড়া হতে হচ্ছে এবং এই সমস্যার কোনও সঠিক সমাধানের উপায় এখনো পর্যন্ত কার্যকরী না হওয়ায় স্থানীয় মানুষ ক্ষোভে ফুঁসছে। স্থানীয় প্রশাসনের আশ্বাস বাক্যে বা সাময়িক থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা নয় সামশেরগঞ্জ এর মানুষ এই ভাঙন রোধের সমস্যার পুরোপুরি সমাধান চাইছে যাতে মানুষকে আর ঘর ছাড়া না হতে হয়। এ বিষয়ে সামশেরগঞ্জের বিডিও সুজিত চন্দ্র লোধ সংবাদমাধ্যমকে জানান, যখন আমাদের কাছে এই গঙ্গা ভাঙনের খবর আসে সেই সময় থেকে একটি টিম পাঠানো হয়েছে। যাঁরা গৃহহীন তাঁদের থাকার, খাবার ব্যবস্থা করা হয়েছে। সকলকে কম্বল দেওয়া হয়েছে। মুর্শিদাবাদের জেলা প্রশাসক রাজশ্রী মিত্র বলেন, স্থানীয় প্রশাসনকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে গোটা বিষয়টির উপর নজর রাখতে। প্রয়োজনে ভাঙন রোধে উচ্চ পর্যায়ের বৈঠক ডাকা হবে। উল্লেখ্য, গত মে মাসে মুর্শিদাবাদে ভাঙন কবলিত এলাকা পরিদর্শন করে সামশেরগঞ্জে গঙ্গা ভাঙন রোধে বরাদ্দ ৫০ কোটি থেকে বাড়িয়ে ১০০ কোটি করার ঘোষণা করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী।
অন্যদিকে, দিন কয়েক আগে মালদা দক্ষিণের সাংসদ ঈশা খান চৌধুরি ভাঙ্গনের সমস্যার কথা লোকসভায় তুলে ধরেন। তিনি লোকসভায় বলেন, প্রতি বছর এই গঙ্গার ভাঙ্গনের কারণে এক লক্ষ মানুষ ঘর ছাড়া হয় এক প্রকার সর্বহারা হয় তারা। ভাঙ্গনে বেশ কয়েকটি স্কুল, বাড়ি, মন্দির মসজিদ সবই তলিয়ে গিয়েছে। তাই কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে তিনি অনুরোধ করেন, রাজ্য সরকারের সাথে আলোচনা করে গঙ্গা ভাঙন রোধে অবিলম্বে বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়া।

বিধানসভায় সাফ জানিয়ে দিলেন মুখ্যমন্ত্রী

তিস্তা চুক্তি বাস্তবায়নে বাংলার সঙ্গে কথা বলতে হবে কেন্দ্রকে

আপনজন ডেস্ক: সোমবার বিধানসভায় রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন, তিস্তা নদীর জল বণ্টন নিয়ে বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে যেকোনো চুক্তির বিরোধী সরকার। বাংলাদেশের মানুষকে ভালোবাসেন বলে দাবি করে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, তিস্তার জল বণ্টনের অর্থ হবে সেচের ব্যবস্থা তো দূরের কথা, উত্তরবঙ্গকে পানীয় জল থেকেও বঞ্চিত করা।
গত শনিবার পশ্চিমবঙ্গের সংসদীয় বিষয়ক মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় ভারত ও ভুটানের মধ্যে জল বণ্টনবিষয়ক চুক্তিটি বিধানসভায় আলোচনার জন্য তালিকায় রেখেছিলেন। ওই দিন শোভনদেব পরিষ্কার করে বলেন, কেন্দ্রীয় সরকার গঙ্গা ও তিস্তা চুক্তি চূড়ান্ত করার বিষয়ে এককভাবে বাংলাদেশের সঙ্গে কথাবার্তা বলছে। এ বিষয়ে রাজ্য সরকারের সঙ্গে কোনো কথাবার্তা বলা হচ্ছে না। বিষয়টি পশ্চিমবঙ্গের জন্য অত্যন্ত উদ্বেগের। তাই এটি নিয়ে এবারের বিধানসভা অধিবেশনে আলোচনা হবে। সেই প্রস্তাবের অংশ হিসেবে বিধানসভার অধিবেশনে সোমবার কথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।
পশ্চিমবঙ্গে ভাঙন নিয়ন্ত্রণ ও বন্যা প্রশমন সংক্রান্ত প্রস্তাব নিয়ে বিধানসভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, শীত ও গ্রীষ্ম মৌসুমে তিস্তা নদীতে খুব কম জল থাকে। মমতা আরও অভিযোগ করেন, ফারাক্কা চুক্তি পুনর্নবীকরণ নিয়ে ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে আলোচনায় রাজ্য সরকারকে আমন্ত্রণ জানানো হয়নি। অথচ তার রাজ্য এই ইস্যুতে অংশীদার, কারণ গঙ্গা নদী পশ্চিমবঙ্গ থেকে প্রতিবেশী দেশে প্রবাহিত হয়।
তিনি বলেন, নীতি আয়োগে গত সপ্তাহে আমি ভারত-ভুটান চুক্তি নিয়ে বলেছি। আমি তিস্তা চুক্তি নিয়েও কথা বলেছি। এ বিষয়ে বারবার কেন্দ্রকে চিঠিও দেওয়া হয়েছে। কিন্তু কেন্দ্র আমাদের সঙ্গে কোনো কথা বলেনি এবং বাজেটেও কোনো অর্থ বরাদ্দ করেনি। আমাদের প্রতিবেশীরা টাকা পেলেও আমরা পাইনি। আমরা কেন পাইনি, তা জানতে চেয়েছি এবং আবারও জানতে চাইব।
নীতি আয়োগের বৈঠক থেকে ফিরে রোববারই মমতা বিমানবন্দরে স্পষ্ট ভাষায় জানিয়েছিলেন, কেন্দ্রীয় সরকার পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে কথা না বলে এককভাবে যেসব চুক্তি এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে, তা তাঁর পক্ষে মেনে নেওয়া সম্ভব নয়।
তিস্তার জল বণ্টন ও ফারাক্কা চুক্তি নিয়ে বাংলাদেশের সঙ্গে আলোচনা থেকে পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে বাদ দেওয়ার বিষয়ে গত মাসে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে চিঠি লিখে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ‘তীব্র আপত্তি’ প্রকাশ করেছিলেন।
মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তিস্তা নদীর স্বাস্থ্যের অবনতির কারণ হিসাবে “সিকিমে একের পর এক জলবিদ্যুৎ প্রকল্প নির্মাণ, উঁচু অববাহিকায় বন উজাড় এবং জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবকে” দায়ী করেছিলেন। বাংলার দুটি জেলা এবং বিহারের কয়েকটি জেলা নিয়ে কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল তৈরি এবং উত্তরবঙ্গকে উত্তর-পূর্বের অংশ করার বিষয়ে কিছু বিজেপি নেতার দাবির বিরোধিতা করেন মুখ্যমন্ত্রী। মমতা বলেন, চার মন্ত্রী বলেছেন উত্তরবঙ্গ ভাগের কথা। আমি ধিক্কার জানাই। আসুক বাংলা ভাগ করতে, কী করে রুখতে হয় দেখিয়ে দেব।

বজবজ ইনস্টিটিউট অফ নার্সিং
চণ্ডীপুর মোড় ■ বিড়লাপুর রোড ■ কলকাতা-৭০০১৩৭
https://bbinursing.com
Project of Amanat Foundation
ছেলেদের জন্য

আশশিফা ইনস্টিটিউট অফ নার্সিং
সহরার হাট ■ ফলতা ■ দক্ষিণ ২৪ পরগনা
https://ashsheefahospital.com
Project of AshSheefa Group
মেয়েদের জন্য

স্কলারশিপ, স্টুডেন্ট ক্রেডিট কার্ডে সহায়তা

- অভিজ্ঞ প্রফেসর ডাক্তার দ্বারা পরিচালিত।
- আধুনিক সুসজ্জিত ল্যাবরেটরি, লাইব্রেরি।
- ১০০+ বেডের নিজস্ব হাসপাতালে এবং অতিরিক্ত আরও ২ টি ১০০+ বেডের হাসপাতালে (আরতি ও ইউনিপন) প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা।
- মেয়েদের জন্য হসপিটাল ক্যাম্পাসে নার্সিং স্কুল ও হোস্টেল এর সুযোগ।
- ছেলেদের পৃথক হোস্টেল।
- ভর্তির যোগ্যতা: সায়েন্স/আর্টস/কমার্স) যেকোনও শাখায় HS এ 40% মার্কস।

HS পাস ছেলে ও মেয়েদের জন্য নার্সিং এর অ্যাডমিশন শুরু হয়ে গেছে

GNM (3Years)
কোর্সে সরাসরি ভর্তি চলছে
ওয়েস্ট বেঙ্গল ও ইন্ডিয়ান নার্সিং কাউন্সিল অনুমোদিত

ডাঃ ফারুক উদ্দিন পুরকাইত
MBBS, MD, Dip. Card
(Director)

মুহাম্মদ শাহ আলম, চেয়ারম্যান
ডঃ মোশারফ হোসেন, ভাইস-চেয়ারম্যান

যোগাযোগ
6295 122937 / 93301 26912
9732 589 556

প্রথম নজর

বোলপুরে সিভিক পুলিশ রাস্তা পার করান বৃদ্ধাদের

আমীরুল ইসলাম ● বোলপুর

আপনজন: মানবিক ছবি দেখা গেলে শান্তিনিকেতন থানার বোলপুর সাব ট্রাফিকের কর্মরত এক সিভিক ভলেন্টিয়ারের। বোলপুর মহকুমা হাসপাতাল মোড় অত্যন্ত জনবহুল ও ব্যস্ত এলাকা। এখানে যে কোন সময় দুর্ঘটনা ঘটে যেতে পারে। তার একমাত্র কারণ যানজট । বীরভূম, বর্ধমান ও মুর্শিদাবাদ থেকে প্রচুর মানুষ সেখানে চিকিৎসার জন্য এখানে ছুটে আসেন। সে কারণে এখানে প্রশাসনের তরফ থেকে ট্রাফিক ব্যবস্থা করা হয়েছে। তাই সবসময়ই হাসপাতাল চত্বর ভীড়ে ঠাসা থাকে। হাসপাতালের সামনে রাস্তা পারাপার করতে গিয়ে রোগী এবং পরিবারের লোকজনদের অনেক সমস্যায় পড়তে হয়। কিন্তু আজ এই জনবহুল এলাকায় এক অন্য ছবি ধরা পরল। এক মধ্য বয়স্ক বৃদ্ধা দীর্ঘক্ষণ রাস্তা পারাপারের জন্য অপেক্ষা করছিলেন। কিছুতেই রাস্তার এপার থেকে ওপার যেতে পারছিলেন না। এই বিষয়টি বুঝতে পারার পরই শান্তিনিকেতন থানার বোলপুর সাব ট্রাফিকের নিয়ন্ত্রণে কর্মরত সিভিক পুলিশ বিকি শেখ ওই বৃদ্ধাকে নিরাপদে রাস্তা পারাপার করিয়ে দেন এবং সাধারণ মানুষের চোখে একটি স্বচ্ছ ভাব মূর্তি তৈরি হয়। এইভাবে সিভিকরা কাজ করলে পথ দুর্ঘটনা থেকে অনেক মানুষের প্রাণ বেঁচে যাবে।

বাস দুর্ঘটনা হাওড়ার অঙ্কুরহাটিতে

নিজস্ব প্রতিবেদক ● হাওড়া

আপনজন: বাস দুর্ঘটনা হাওড়ার অঙ্কুরহাটিতে, আহত কয়েকজন যাত্রী। নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা বাসের পিছনে ধাক্কা মারল আরেকটি বাস। দুর্ঘটনাটি ঘটেছে সোমবার সকালে হাওড়ার ১৬ নম্বর জাতীয় সড়কে অঙ্কুরহাটি মোড়ে। ঘটনায় দুটি বাসের বেশ কয়েকজন যাত্রী আহত হন। এদের মধ্যে দু'জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। জানা গেছে, শিয়ালদহ থেকে ধুলাগোড় যাওয়ার সময় একটি বাস যাত্রী ওঠানামার জন্য দাঁড়িয়েছিল। সেই সময় শ্যামবাজার থেকে বাগনান রুটের অপর একটি বাস দ্রুত গতিতে এসে দাঁড়িয়ে থাকা বাসের পিছনে ধাক্কা মারে। আহতরা ভর্তি ডোমজুড় গ্রামীণ হাসপাতালে।

বিজেপির সংখ্যালঘু মোর্চার সভাপতির ইস্তফা, যোগ তৃণমূলে

আরবাজ মোল্লা ● নদিয়া

আপনজন: নদিয়ায় শুভেন্দু অধিকারী সংখ্যালঘু মন্তব্য দলত্যাগ বিজেপির নদীয়া উত্তরের সংখ্যালঘু মোর্চার সভাপতির। চাপড়া ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস দলীয় কার্যালয় দলীয় পতাকা হাতে তুলে দিলেন কৃষ্ণনগর উত্তর তৃণমূল জেলা সাংগঠনিক চেয়ারম্যান রুকবানুর রহমান।বিজেপির সংখ্যালঘু মোর্চার সভাপতি রফিকুল শেখ জানান,রাজ্যে বিজেপির দলীয় বৈঠকে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী সংখ্যালঘু নিয়ে বলেছিল।জো হামারা সাথ হাম উনকা সাত এই মন্তব্যের জেরে,নো নিড সংখ্যালঘু মোর্চা।সংখ্যালঘুর মধ্যে প্রভাব ফেলবে বিজেপি সাম্প্রদায়িক দল বিভাজনের বিবৃতি দেয়।এবং তৃণমূল যে উন্নয়ন করছে তার জন্য আজ বিজেপি ছেড়ে তৃণমূল যোগাযোগ করলাম।বাংলায় লোকসভা ভোটে বিপর্যয়ের পরই শুভেন্দু অধিকারী মন্তব্যে বিতর্ক সংখ্যালঘু মোর্চার নেতৃত্বরা অস্তিত্ব সংকটে হতাশ হয়ে পড়েন। বিজেপির মিডিয়া কনভেন সন্দীপ মজুমদার বলেন, শুভেন্দু অধিকারী কি বলেছে আমার জানা নেই।সংখ্যালঘু ভাই-বোনেদের মন ভেঙে যাওয়ার জন্য তৃণমূল ভুল প্রচার করাচ্ছে বলে দাবি করেন।কৃষ্ণনগর উত্তর তৃণমূলের চেয়ারম্যান রুকবানুর রহমান জানান, রফিকুল বিজেপি সংখ্যালঘু মোর্চার সক্রিয় সদস্য ছিলেন উনি তৃণমূল যোগাযোগ করার পড়ে বহু মানুষ তৃণমূল কংগ্রেস যোগাযোগ করেন।শুভেন্দু অধিকারীর মন্তব্য জেরে বিজেপি সংখ্যালঘু মোর্চার নেতৃত্বরা আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করছে।

উত্তর দিনাজপুরে তৃণমূল ছাত্র পরিষদের নতুন সভাপতি ঘোষণা

মোহাম্মদ জাকারিয়া ● রায়গঞ্জ

আপনজন: উত্তর দিনাজপুর, ২৯ জুলাই ২০২৪: উত্তর দিনাজপুর জেলায় তৃণমূল ছাত্র পরিষদের সংগঠনকে আরও শক্তিশালী ও কার্যকর করতে জেলা তৃণমূল ছাত্র পরিষদের সভাপতি রন্তু দাস ৯ টি ব্লকের শহর ও ব্লক সভাপতি ঘোষণা করেছেন। নতুন নেতাদের দায়িত্বভার গ্রহণ অনুষ্ঠানে রন্তু দাস জানান, আগামী দিনে তৃণমূল ছাত্র পরিষদকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার এবং সংগঠনকে মজবুত করে তুলতে এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এই নবনিযুক্ত সভাপতি ও তাদের কর্মীদের লক্ষ্য থাকবে তৃণমূল ছাত্র পরিষদের প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে ২৮ আগস্ট কলকাতায় অনুষ্ঠিতব্য মুখ্যমন্ত্রীর বার্তা শোনার জন্য উত্তর দিনাজপুর থেকে বিপুল পরিমাণে ছাত্র পরিষদের কর্মীদের উপস্থিতি নিশ্চিত করা। তৃণমূল ছাত্র পরিষদের এই প্রতিষ্ঠা দিবসকে কেন্দ্র করে দলের মধ্যে নতুন উদ্দীপনা ও উৎসাহ সঞ্চারিত হয়েছে। জেলা তৃণমূল ছাত্র পরিষদের এই নতুন নেতৃত্বকে কেন্দ্র করে উত্তর দিনাজপুরে তৃণমূল ছাত্র পরিষদের কার্যক্রম আরও গতিশীল হবে এবং ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে তৃণমূল ছাত্র পরিষদের আদর্শ ও মূলনীতি পৌঁছে দেওয়া সহজ হবে বলে আশাবাদী রন্তু দাস। এছাড়া তিনি জানান, নতুন সভাপতিদের মাধ্যমে তৃণমূল ছাত্র পরিষদের বিভিন্ন কর্মসূচি ও উদ্যোগ আরও কার্যকরীভাবে বাস্তবায়িত হবে। উল্লেখ্য, তৃণমূল ছাত্র পরিষদের প্রতিষ্ঠা দিবস তৃণমূল কংগ্রেসের ছাত্র সংগঠনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দিন। এই দিনটি উপলক্ষে সংগঠনের সদস্যরা নানা কর্মসূচি গ্রহণ করেন এবং নতুন পরিকল্পনার মাধ্যমে সংগঠনের ভবিষ্যৎ লক্ষ্য নির্ধারণ করেন। নবনিযুক্ত সভাপতিরা তার জন্য কাজ করবেন।

মুখ্যমন্ত্রীর মাইক বন্ধ করে দেওয়া মানে বাংলার কণ্ঠ রোধ করে দেওয়া: ফিরহাদ

সুব্রত রায় ● কলকাতা

আপনজন: এটা একটা অসভ্য বর্বর মূর্খ দল। এরা মন কি বাত বলে,কিন্তু ভারতবাসীর মন কি বাত শোনার ধৈর্য নেই। একটা স্বৈরতন্ত্রের সরকার। যার এখন দুটো স্ক্র্যাচ নিয়ে হাঁটছে । একটা নীতিশ কুমার একটা চন্দ্রবাবু নাইডু। সোমবার ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের প্রয়াণ দিবসে যোগ দিয়ে সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে এভাবেই তোপ দাগেন ফিরহাদ হাকিম। তিনি বলেন,মুখ্যমন্ত্রীকে পাঁচ মিনিট বাদে মাইক বন্ধ করে দেওয়ার অর্থ বাংলার মানুষের কণ্ঠ রোধ করা। বাংলায় বিজেপি বারবার ধাক্কা খেয়েছে। এবারও শেষ হয়ে যাচ্ছিল। ইসবার ২০০ পার ; হয়ে গেছে পগার পার।
তাদের মনের মধ্যে যে অন্যায় বোধ.. বাংলাকে বঞ্চনার; বাংলা আবাসের টাকা আটকানোর; গরিব মানুষের ১০০ দিনের টাকা আটকানোর আবাসের টাকা আটকানো।
তারা এসব শুনে লজ্জিত হবে, তাই মুখ্যমন্ত্রীকে বলতে দেয়নি। আমরা বিধানসভায় নিন্দা প্রস্তাব পাস করেছি এর তীব্র প্রতিবাদ জানাই।
বিজেপির বাংলা ভাগ চায়। বঙ্গভঙ্গ করে দিয়ে যে অন্যায় বিজেপি করছে তার তীব্র প্রতিবাদ জানাই। ফিরহাদ আরো বলেন, তোকে বাংলার মানুষ দিচ্ছে না ভোট। তোদের সাম্প্রদায়িক রাজনীতিতে বাংলার মানুষ না বলে দিয়েছে। সেখানে বাংলার মানুষকে বঞ্চনা করা, কণ্ঠরোধ করে দেবে মুখ্যমন্ত্রীর? ক্ষমতা আছে? বাংলার মানুষ গর্জে উঠেছে বিজেপি হুশিয়ার বলে সতর্ক করেন ফিরহাদ।
অন্যদিকে, নীতি আয়োগের বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির মাইক বন্ধ করার অভিযোগ নিয়ে সোমবার বিধানসভায় বিশেষ নিন্দা প্রস্তাব এনে আলোচনাকে ঘিরে শাসক বিরোধী চাপান উতর তুঙ্গে ওঠে। বিধানসভার অধিবেশনের শুরুতে ওই প্রস্তাব এনে আলোচনার দাবি জানান মন্ত্রী মানস ভুঁইয়া। সেই দাবি মেনে অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় আলোচনার অনুমতি দিলে মানস বাবু বলেন, গত ২৭ তারিখ নীতি অযোগের বৈঠকে যে অগণতান্ত্রিক আচরণ করা হয়েছে গোটা দেশ তাঁর সাক্ষী। এদিকে প্রস্তাবের তীব্র বিরোধিতায় মুখর হন বিজেপির মুখ্য সচেতক শংকর ঘোষ। তিনি বলেন, মুখ্যমন্ত্রী যে অভিযোগ করছেন তা যথার্থ নয়। যদি সংবাদ পত্রের রিপোর্ট নিয়ে বিধানসভায় আলোচনা হয় তবে মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিমের ধর্ম সংক্রান্ত মন্তব্য নিয়ে আলোচনা হবে না কেন তা নিয়েও তিনি প্রশ্ন তোলেন। এর পর একে একে লাভলি মৈত্র, নির্মল ঘোষ, , চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য, ফিরহাদ হাকিম, শোভন দেব চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ প্রস্তাবের সমর্থন করে বক্তব্য রাখেন। প্রস্তাবের বিরোধিতায় বিজেপির মুখ্য সচেতক শঙ্কর ঘোষের নেতৃত্বে তাঁরা বিধানসভা থেকে ওয়াকআউট করেন। অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন মুখ্যমন্ত্রী নিজের সংসদীয় দ্বায়িত্ব পালন করতে নীতি আয়ুগের বৈঠকে গেছিলেন। সেখানে তাঁকে বক্তব্য রাখতে বাধা দেওয়া হয়েছে। যা অত্যন্ত নিন্দনীয়।

কদম্বগাছিতে পোস্ট অফিসে তালা, রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদক ● বারাসত

আপনজন: এবার চঞ্চল্যকর অভিযোগ বারাসত কদম্বগাছি পোস্ট অফিসের কর্মীদের বিরুদ্ধে। বারাসত কদম্বগাছি পঞ্চায়েত অফিস লাগোয়া পোস্ট অফিসে বিরুদ্ধে অভিযোগ সেখানকার স্থানীয় বাসিন্দাদের।
তাদের অভিযোগ পোস্ট অফিসে দীর্ঘদিন ধরে তাদের সঞ্চয় জমিয়ে এখন তারা টাকা ফেরত পাচ্ছেন না। সেখানে থেকে টাকা জমা করার কোন রশিদ ও তারা পায়নি। দীর্ঘ বার পোস্ট অফিসে এসে যোগাযোগ করার পরও পোস্ট অফিস কর্তৃপক্ষ তাদের ফিরিয়ে দিচ্ছিলেন।
তারপর তারা এসে খবর পান যে পোস্টমাস্টার কর্তব্যরত ছিলেন তিনি আত্মহত্যা করে মারা গিয়েছেন। এখন তারা আশঙ্কা করছেন হয়তো টাকা না ফেরত দিতে পারার কারণেই এবং টাকা জমা দেওয়ার কোনো রশিদ না দিতে পারায় পোস্টমাস্টার আত্মহত্যা করেছেন।
সোমবারও পোস্ট অফিসে এসে তারা দেখেন পোস্ট অফিস তলা দেওয়া।
এরপর তালা দেওয়া অবস্থা দেখে সেখানকার স্থানীয় বাসিন্দারা টাকি রোড অবরোধ করেন। প্রায় ১ ঘন্টা ১৫ মিনিট অবরুদ্ধ থাকার ফলে কদম্বগাছি থানার ওসি ঘটনাস্থলে এসে পৌঁছান এবং তাদের আশ্বস্ত করেন তাদের সঞ্জয়ের টাকা তারা ফেরত পাবেন।
থানার আশ্বাস পেয়ে স্থানীয় বাসিন্দারা অবরোধ তুলে নেন।

ওবিসি বাতিল নিয়ে প্রতিবাদ ওয়েল ফেয়ার পার্টির

দেবাশীষ পাল ● মালদা

আপনজন: ওবিসি সার্টিফিকেট বাতিলের প্রতিবাদে ওয়েল ফেয়ার পার্টি অফ ইন্ডিয়ার পশ্চমবঙ্গ শাখা মালদহ, মুর্শিদাবাদ, নদীয়া,উত্তর দিনাজপুরসহ কয়েকটি জেলা নিয়ে মালদহ কলেজ অডিটোরিয়ামে গণ কনভেনশনে রাজ্যসরকার কে চরম হুঁশিয়ারী দেওয়া হল। সোমবার দুপুরে ভিড়ে ঠাসা অডিটোরিয়ামে দলের সর্বভারতীয় সভাপতি বলেন,হাইকোর্টের সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করতে হবে। এর পাশাপাশি উনি বলেন রাজ্যসরকার ওবিসি সংরক্ষণ নিয়ে যে সিদ্ধান্ত নিয়েছে সেটা বিধানসভাতে বিল পাশ করিয়ে আনা উচিত ছিল। রাজ্যসরকারের কাছেও আমরা দলের পক্ষ থেকে এই দাবী রাখছি। দলের রাজ্য সম্পাদক বলেন, হাজার হাজার ওবিসি সার্টিফিকেট বাতিল করে দিয়েছে হাইকোর্ট। এটা রাজ্য সরকারের ভুলের জন্যে হয়েছে। সুপ্রিমকোর্টে আবেদন করলেও রাজ্য সরকার সেখানেও হারবে। অবিলম্বে এই সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করতে হবে। আজকে আমরা হল ঘরে সভা করলাম এরপর রাজ্যজুড়ে রাস্তাতে আন্দোলন করব। দলের সর্বভারতীয় সভাপতি বলেন বাংলাদেশে চাকরী ক্ষেত্রে সংরক্ষণ বাতিলের দাবীতে যে আন্দোলন হচ্ছে সেটার যুক্তি আছে। কিন্তু আমরা যে সংরক্ষণ পুনঃবহালের দাবী নিয়ে আন্দোলন করছি সেটার প্রেক্ষিত সম্পূর্ণ আলাদা।

বাম আমলে দেওয়া জমি এবার নিলাম করবে রাজ্য সরকার

সমীর দাস ● কলকাতা

আপনজন: লোকসভা নির্বাচনে ব্যাপক সাফল্যর পরে দলে সংশোধন যাত্রা শুরু করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। আর বিধানসভা উপ নির্বাচনে সবকটিতে জেতার পর এবার আসরে বাম আমালের দেওয়া জমি নিয়ে । নবান্ন সূত্রে জানা গিয়েছে, বাম আমলে ইএম বাইপাস, পাটুলি, কসবা প্রভৃতি এলাকায় প্রচুর মানুষকে জমি লিজ দেওয়া হয়েছিল। সবমিলিয়ে জমির পরিমাণ কয়েক হাজার একর। কিন্তু, দেখা যাচ্ছে অনেকে জমি লিজ নেওয়ার পর বসতি বাড়ি বা কলকারখানা কিছুই করেননি, উল্টে সেই সমস্ত জমি অন্যকে ভাড়া দিয়ে আয় করছেন। আবার অনেকেই পুরসভা থেকে বিল্ডিং প্ল্যানের জন্য অনুমতি নিলেও কোনও ধরনের নির্মাণ নির্মাণকাজ শুরু করেননি। অথচ এই নিয়ে সরকারের কাছে আগে কোনও তথ্যই ছিল না। এই সমস্ত জমিগুলিকে এবার শনাক্ত করে সংশ্লিষ্ট মালিকদের নোটিশ ধরাচ্ছে রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়ন দফতর। স্বাভাবিক কারণেই শঙ্কিত তারা যাদের জমি দেওয়া হয়েছিল। বাম আমলে বহু জমি কম দামে লিজ দেওয়া হয়েছিল। অফিস তৈরি, কারখানা তৈরি অথবা বাড়ি বানানোর জন্য এই সমস্ত জমি লিজ দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু, সরকারের কাছ থেকে জমি পাওয়ার পর অনেকেই সেই জমি বছরের পর বছর ধরে ফেলে রেখেছেন। কিছুই তৈরি করা হয়নি এই সমস্ত জমিতে। শুধু তাই নয়, অনেকেই আবার বেআইনিভাবে এই সমস্ত জমির হাত বদল করেছেন। নিয়ম অনুযায়ী, জমি নেওয়ার পর তিন বছরের মধ্যে নির্মাণ করতে হবে। তাই নিয়ম মেনেই রাজ্য সরকার এই জমিগুলি নিলামে তুলতে চায়ছে।
শুরু হতে চলেছে আবার এক নতুন সংগ্রাম।

ঘুমন্ত মায়ের কাছ থেকে উধাও শিশু

নিজস্ব প্রতিবেদক ● ডেবরা

আপনজন: রাতের অন্ধকারে ঘুমন্ত অবস্থায়বাবা-মায়ের কাজ থেকে উধাও হয়ে গেল এক শিশু। রবিবার রাতে চাঞ্চল্যকর এই ঘটনাটি ঘটেছে পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার ডেবরা থানার অন্তর্গত ডুয়াঁ এলাকায়। ঘটনাকে কেন্দ্র করে ইতিমধ্যে এলাকায় তীব্র আতঙ্ক ছড়িয়েছে। কিংকর সিংয়ের দাবি, রবিবার রাত্রে খাওয়া-দাওয়া শেষ করে দুই কন্যা সন্তান ও দেড় বছরের পুত্রকে নিয়ে বাড়িতে ঘুমাচ্ছিলেন তাঁরা। সেই সময় বাড়ির দরজা খোলা অবস্থায় ছিল। সোমবার সকালে ঘুম থেকে উঠে দেখেন পাশে ছেলে নেই।
এদিকে এই ঘটনার খবর ছড়িয়ে পড়তে এলাকা জুড়ে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। স্থানীয় মানুষজন গ্রাম জুড়ে খোঁজাখুঁজি শুরু করে। কিন্তু খোঁজ না পাওয়ায় নিখোঁজ ওই শিশুর বাবা ডেবরা থানায় একটি লিখিত অভিযোগে দায়ের করে। অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে বাড়ির কাছে একটি পুকুরে তল্লাশি চালায়। কিন্তু দুপুর পর্যন্ত কোনো খোঁজ পাওয়া যায়নি। পুরো ঘটনা তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকা জুড়ে তীব্র আতঙ্ক সৃষ্টি হয়েছে।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

ছদ্মবেশে অস্ত্র ব্যবসায়ীকে বমাল সহ ধরল পুলিশ

সেখ রিয়াজুদ্দিন ● বীরভূম

আপনজন: পুলিশ ছদ্মবেশে ক্রেতা সেজে এক অস্ত্র ব্যবসায়ীকে হাতেনাতে বমাল সহ গ্রেফতার করে শনিবার সন্ধ্যা রাত্রি নাগাদ। খয়রাশোল থানার ওসি সেখ কাবুল আলী গোপন সূত্র মারফত খবর পেয়ে তড়িঘড়ি পুলিশের জাল বিস্তার করে ফেলেন অস্ত্র ব্যাবসায়ীর গতিবিধি লক্ষ্য করে। পুলিশ ছদ্মবেশে ক্রেতা সেজে অস্ত্র ব্যাবসায়ীর সাথে কথোপকথন চলাকালীন ওসি সেখ কাবুল আলীর নেতৃত্বে পুলিশ বাহিনী অতর্কিতে হানা দেয় এবং আগ্নেয়াস্ত্র সহ এক ব্যাক্তিকে আটক করে। পুলিশ সূত্রে জানা যায় অস্ত্র ব্যাবসায়ীর নাম সেখ আলী হোসেন, বাড়ি স্থানীয় থানার পুরশুন্ডা গ্রামের নীচে পাড়ায়। রবিবার সন্ধ্যার সময় পাঁচড়া- সারি বাগান রাস্তার জোড়া বটতলায় মোটরসাইকেল ও ব্যাগ নিয়ে অপেক্ষারত অবস্থায় থাকাকালীন পুলিশের জালে আটকে পড়ে অস্ত্র ব্যাবসায়ী। ধৃতের ব্যাগ তল্লাশি করে কার্বাইন, দুটি ম্যাগাজিন ও দশটি গুলি উদ্ধার হয়। পাশাপাশি মোটরসাইকেলটি ও বাজেয়াপ্ত করে খয়রাশোল থানায় নিয়ে আসা হয়।

১৪ বাইক সহ পুলিশের জালে চুরির পাণ্ডা

সঞ্জীব মল্লিক ● বাঁকুড়া

আপনজন: কেঁচো খুড়তে কেউটে উঠে এল পুলিশের হাতে, একটি বাইক চুরির তদন্তে নেমে চুরি হওয়া ১৪ টি বাইক আটক, গ্রেফতার আন্ত:জেলা বাইক চুরি চক্রের পান্ডা সহ তিন।বাঁকুড়ার ইন্দাস থানার রোল গ্রাম থেকে খোয়া যাওয়া একটি বাইক চুরির ঘটনার তদন্তে নেমে চুরি যাওয়া মোট ১৪ টি বাইক উদ্ধার করল পুলিশ। বাইক চুরির সঙ্গে যুক্ত আন্ত:জেলা বাইক চুরি চক্রের পান্ডা সহ গ্রেফতার করা হয়েছে মোট ৩ জনকে। গত ২৩ জুলাই বাঁকুড়ার ইন্দাস থানার রোল গ্রামের এক বাসিন্দার বাড়ি থেকে চুরি যায় একটি বাইক। লিখিত অভিযোগ পেতেই ঘটনার তদন্তে নামে পুলিশ। সিসি ক্যামেরা র ছবি ও বিভিন্ন সূত্রের খবরের ভিত্তিতে পরের দিনই পুর্ব বর্ধমানের মেমারি এলাকা থেকে সজল মন্ডল নামের এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করে ইন্দাস থানার পুলিশ।

কেএলও আত্মসমর্পণকারীদের চাকরির দাবি, ধর্না ডিএম অফিসের সামনে

নিজস্ব প্রতিবেদক ● কোচবিহার

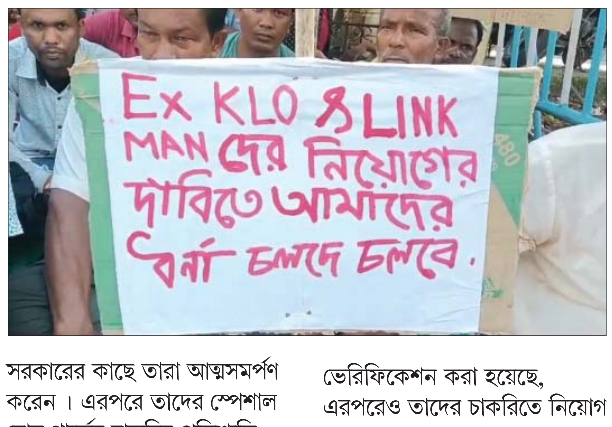

আপনজন: স্পেশাল হোম গার্ডের চাকরির দাবিতে কোচবিহার জেলাশাসক দপ্তরের সামনে ধর্নায় বসল আত্মসমর্পণকারী কেএলও ও কেএলও লিংক ম্যান সদস্যরা । সোমবার কোচবিহার জেলা শাসক দপ্তরের সামনে সারেন্ডার কে এল ও এন্ড কে এল ও লিঙ্ক ম্যান ওয়েলফেয়ার কমিটির ব্যানার কে সামনে রেখে তারা ধর্নায় বসেছেন। তাদের অভিযোগ দীর্ঘ চার বছর ধরে তাদের বিভিন্নভাবে ঘোরানো হচ্ছে।
প্রতিশ্রুতি দিয়েও তাদের স্পেশাল হোম গার্ডের চাকরিতে নিয়োগ করা হচ্ছে না । এর আগে দুটি ব্যাচ চাকরিতে যোগদান করানো হয়েছে । জানা যায় কেএলও জঙ্গি সংগঠন সাথে যুক্ত প্রাক্তন কেএলও ও কেএলও লিংক ম্যান বিভিন্ন সময় সরকারের কাছে তারা আত্মসমর্পণ করেন । এরপরে তাদের স্পেশাল হোম গার্ডের চাকরির প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল । সেইমতো দুটি ব্যাচের ইতিমধ্যে স্পেশাল হোম গার্ডে চাকরিতে নিয়োগ করা হয়েছে ।
তবে প্রায় ২০০ উপর বেশি এখনো অব্দি চাকরিতে নিয়োগ করা হয়নি । তাদের অভিযোগ তাদের ভেরিফিকেশন করা হয়েছে, এরপরেও তাদের চাকরিতে নিয়োগ করা হচ্ছে না । তারা বারবার বিভিন্ন নেতা থেকে শুরু করে জেলা প্রশাসনের দ্বারস্থ হয়েও কোন সুরাহা পাচ্ছেন না । তাই তারা বাধ্য হয়ে সোমবার ধর্নায় বসেছেন । এরপরও যদি সৎ উত্তর না পান তাহলে আগামী দিনে তারা আমরণ অনশনে বসবেন ।

কর্মী হেনস্থার বিরুদ্ধে বাস শ্রমিক সংগঠনের বিক্ষোভ

হাসান সেখ ● বহরমপুর

আপনজন: বহরমপুর থেকে সাগরপাড়াগামী বাসে ইসলামপুরের যাত্রীদের টিকিট না দেওয়ার অভিযোগ চাঞ্চল্য ছড়াল ইসলামপুরে। শনিবার, ২৭ জুলাই রাতে ঘটনাটি ঘটেছে, ইসলামপুর বাসস্ট্যান্ড এলাকায়। জানা গিয়েছে বহরমপুর থেকে ভায়া ইসলামপুর ডোমকল হয়ে সাগরপাড়া গামী বাসে ইসলামপুরের যাত্রীদের বাসে বসার টিকিট না দেওয়ার অভিযোগ। যাত্রীরা বিক্ষোভ দেখান। ঘটনায় দোষীদের শাস্তির দাবি তুলে রবিবার বিক্ষোভ সমাবেশ করল মুর্শিদাবাদ ডিস্ট্রিক্ট বাস ও ট্রাক ইউনিয়ন -কর্মীরা। সংস্থার সম্পাদক আনিসুর আম্বিয়া জানিয়েছেন, জেলার বিভিন্ন জায়গায় আমাদের কর্মীরা হেনস্থার শিকার হচ্ছেন। তাদের অবস্থা আশঙ্কা জনক। এর প্রতিবাদ জানাতে এই বিক্ষোভ। পুলিশের কাছে আমাদের দাবি, দোষীদের ধরতে হবে। যদি না ধরা হয় আগামীতে জেলা জুড়ে যানবাহন পরিষেবা বন্ধ করে দেওয়া হবে বলে জানান।

প্রথম নজর

তৃতীয় মেয়াদে ভেনিজুয়েলার প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত নিকোলাস মাদুরো

আপনজন ডেস্ক: লাতিন আমেরিকার দেশ ভেনেজুয়েলায় প্রেসিডেন্ট হিসেবে পুনর্নির্বাচিত হয়েছেন নিকোলাস মাদুরো। এ নির্বাচনের মধ্য দিয়ে আরো ছয় বছরের জন্য ক্ষমতা নিশ্চিত করছে তিনি। ২০১৩ সালে সাবেক প্রেসিডেন্ট হুগো শ্যাভেজের মৃত্যুর পর ক্ষমতায় আসেন তিনি।

স্থানীয় সময় রোববার (২৮ জুলাই) দিবাগত রাতে নিকোলাস মাদুরোকে তৃতীয় মেয়াদে জয়ী ঘোষণা করেছে দেশটির নির্বাচনী কর্তৃপক্ষ।

ভেনেজুয়েলার ন্যাশনাল ইলেক্টোরাল কাউন্সিলের প্রধান এলভিস আমরোসো বলেছেন, মাদুরো ৫১ শতাংশ ভোট পেয়ে বিরোধী প্রার্থী এডমুন্ডো গঞ্জালেজকে পরাজিত করেছেন। এডমুন্ডো ৪৪ শতাংশ ভোট পেয়েছেন।

এর আগে স্থানীয় সময় রোববার (২৮ জুলাই) সন্ধ্যা ৬টায় ভোটগ্রহণ শেষ হয়। তখন থেকে উৎসাহ-উদ্দীপনা নিয়ে ফলাফলের জন্য অপেক্ষা করেন কোটি কোটি ভোটার।

১১ বছর ধরে ক্ষমতা ভেনেজুয়েলার রাষ্ট্রপ্রধান নিকোলাস মাদুরো। এবারই বিরোধীদের তরফ থেকে সবচেয়ে কঠিন নির্বাচনী লড়াইয়ের মুখোমুখি হন তিনি। তাকে সরাতে সব বিরোধ-বিভেদ ভুলে এক হয়ে নির্বাচন করেছেন বিরোধী দলগুলোর নেতারা।

ভেনেজুয়েলায় এবারের নির্বাচনে ২ কোটি ১০ লাখ নিবন্ধিত ভোটার ছিল। তাদের ওপর ভর করেই নিকোলাস মাদুরোর ইউনাইটেড সোশ্যালিস্ট পার্টির ২৫ বছরের রাজত্বের অবসান ঘটাতে চাইছেন বিরোধীরা। মাদুরো ১১ বছর ধরে ক্ষমতায় থাকলেও তার দল ২৫ বছর ধরে দেশটি শাসন করছে।

প্রসঙ্গত, ভেনিজুয়েলায় মাদুরোর দীর্ঘমেয়াদি শাসনের মধ্যে দেশটির অর্থনীতিতে ব্যাপক সংকোচন দেখা গেছে। গত কয়েক বছরে সামান্য উন্নতি সত্ত্বেও এখনো লাখ লাখ মানুষের পর্যাপ্ত খাবার ও ওষুধ কেনার সামর্থ্য নেই।

দক্ষিণ আফ্রিকার সাবেক প্রেসিডেন্ট জ্যাকব জুমাকে বহিষ্কার

আপনজন ডেস্ক: দক্ষিণ আফ্রিকার ক্ষমতাসীন দল আফ্রিকান ন্যাশনাল কংগ্রেসের (এএনসি) শৃঙ্খলা কমিটি সাবেক প্রেসিডেন্ট জ্যাকব জুমাকে বহিষ্কারের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। রোববার (২৮ জুলাই) ফাঁস হওয়া নথির বরাত দিয়ে দেশটির একাধিক গণমাধ্যম এ খবর দিয়েছে। তবে সিদ্ধান্তটি এখনো আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করা হয়নি। চলতি মাসের শুরুর দিকে জ্যাকব জুমার বিষয়ে দলের শৃঙ্খলা কমিটির কার্যক্রম শুরু হয়। এর ধারাবাহিকতায় তার বিরুদ্ধে এমন সিদ্ধান্ত হয়।

এ সংক্রান্ত ফাঁস হওয়া নথিপত্র হাতে পেয়েছে বার্তা সংস্থা এএফপি। এতে লেখা আছে, 'অভিযুক্ত সদস্যকে এএনসি থেকে বহিষ্কার করা হলো। ২১ দিনের মধ্যে অভিযুক্ত সদস্যের ন্যাশনাল ডিসিপ্লিনারি কমিটিতে আপিল করার সুযোগ আছে।'

নথিতে ২৯ জুলাই তারিখ উল্লেখ করা আছে। গত বছরের ডিসেম্বরে নবগঠিত রাজনৈতিক দল উমখুনটো উই সিজকে (এমকে) সমর্থন দেন জ্যাকব জুমা। গত জানুয়ারিতে আফ্রিকান ন্যাশনাল কংগ্রেস জুমার সদস্যপদ স্থগিত করে।

গত ২৯ মে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে এএনসির কিছু ভোট এমকেতে চলে যায়। নির্বাচনে ১৪ দশমিক ৫ শতাংশ ভোট পেয়ে এমকে তৃতীয় হয়। জুমা এখন দলটিকে নেতৃত্ব দিচ্ছেন। দক্ষিণ আফ্রিকার ৪০০ আসনবিশিষ্ট জাতীয় পরিষদে জুমার দলের ৫৮টি আসন আছে। মে মাসে অনুষ্ঠিত ভোটে এএনসি ৪০ শতাংশ ভোট পেতে সক্ষম হয়। দক্ষিণ আফ্রিকায় বর্ণবাদী শাসনের অবসান ঘটিয়ে গত তিন দশক ধরে ক্ষমতায় থাকা দলটি এবারই সবচেয়ে কম ভোট পেয়েছে। ১৯৫৯ সালে কিশোর বয়সী জুমা এএনসির নবীনদের শাখায় যোগ দেওয়ার মধ্য দিয়ে দলটির সঙ্গে যুক্ত হন।

নেতানিয়াহুর পরিণতি হবে হিটলারের মতো : তুরস্ক

আপনজন ডেস্ক: গণহত্যাকারী নেতানিয়াহুর পরিণতি হিটলারের মতো হবে বলে মন্তব্য করেছে তুরস্কের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। সোমবার (২৯ জুলাই) সংবাদমাধ্যম আনাদোলু নিউজ এজেন্সির এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

ফিলিস্তিনের অবরুদ্ধ গাজা ভূখণ্ডে ইসরায়েলের প্রাণঘাতী আগ্রাসনের বিরুদ্ধে তুরস্ক বরাবরই কঠোর প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছে। সম্প্রতি তুরস্কের প্রেসিডেন্ট রিসেপ তাইয়েপ এরদোয়ান গাজায় ইসরায়েলি হামলাকে শতাব্দীর অন্যতম 'শ্রেষ্ঠ বর্বরতা' বলে আখ্যায়িত করেছেন।

তুরস্কের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, যেভাবে গণহত্যাকারী নাৎসিদের জবাবদিহি করা হয়েছিল, তেমনি যারা ফিলিস্তিনিদের ধ্বংস করতে চায় তাদেরও জবাবদিহি করতে হবে। প্রেসিডেন্ট এরদোয়ানও বলেছেন, নেতানিয়াহুর পরিণতি হিটলারের মতোই হবে।

তুরস্কের পররাষ্ট্রমন্ত্রী হাকান ফিদান এক্সে দেওয়া এক পোস্টে জানান, প্রেসিডেন্ট এরদোয়ান মানবতার কণ্ঠস্বর হয়ে উঠেছেন এবং যারা এই ন্যায়সঙ্গত কণ্ঠস্বরকে স্তব্ধ করতে চায়, তারা আতঙ্কিত।

ইসরায়েলের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ইসরায়েল কাটজ তুরস্কের প্রেসিডেন্টের বিরুদ্ধে মানহানিকর ও অপমানজনক মন্তব্য করার পর তুর্কি পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এই কঠোর প্রতিক্রিয়া জানিয়েছে।

গাজা উপত্যকায় ইসরায়েলের অবিরাম হামলায় এখন পর্যন্ত ৩৯ হাজারেরও বেশি ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছেন। প্রেসিডেন্ট এরদোয়ান ইসরায়েলের চলমান আগ্রাসনের তীব্র সমালোচনা করে আসছেন এবং তিনি বলেছেন, ইসরায়েলের নেতাদের অবশ্যই আন্তর্জাতিক আদালতে বিচারের মুখোমুখি করা উচিত।

ইসরায়েল-ফিলিস্তিন সংকটে দ্বি-রাষ্ট্র সমাধানের প্রতি সমর্থন জানিয়ে তুরস্ক বলেছে, ইসরায়েলি নেতাদের অবশ্যই যুদ্ধাপরাধের জন্য জবাবদিহি করতে হবে।

এরদোয়ান বলেছেন, পশ্চিমা দেশগুলোও ইসরায়েলের গাজা হামলায় সমর্থন করে যুদ্ধাপরাধ করছে।

গত বছরের ডিসেম্বরে প্রেসিডেন্ট এরদোয়ান ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহুর সাথে হিটলারের তুলনা করেন এবং বলেন, তাদের মাঝে কোনও পার্থক্য নেই। তিনি বলেন, ইসরায়েলি হামলায় হাজার হাজার ভবন ধ্বংস হয়েছে, যার মধ্যে হাসপাতাল, স্কুল, শরণার্থী শিবির, মসজিদ, গির্জাসহ অনেক গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা রয়েছে।

উত্তর কোরিয়ায় ভয়াবহ বন্যা, জরুরি অবস্থা ঘোষণা

আপনজন ডেস্ক: উত্তর কোরিয়ার উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে চীনের সীমান্তের কাছে ভয়াবহ বন্যা দেখা দিয়েছে। বন্যার কারণে দেশটিতে হাজার হাজার মানুষ আটকা পড়েছে বলে রাষ্ট্রীয় গণমাধ্যমের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে। এদিকে দেশটির সর্বোচ্চ নেতা কিম জং উন এই দুর্যোগ সামাল দিতে জরুরি অবস্থা ঘোষণা করেছেন।

সোমবার (২৯ জুলাই) উত্তর কোরিয়ায় ক্ষমতাসীন ওয়ার্কার্স পার্টির মুখপত্র রোদং সিনমুন এক প্রতিবেদনে নিশ্চিত করেছে এ তথ্য।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, দেশটির সিনুইজু শহর এবং উইজু জেলার বিভিন্ন এলাকা বন্যার পানিতে ডুবে গেছে। এতে পানিবন্দি হয়ে পড়েছেন ৪ হাজার ২০০'রও বেশি মানুষ, ভেসে গেছে হাজার হাজার একর জমির ফসল।

সামরিক বাহিনীর হেলিকপ্টার ও বিমানে করে উপদ্রুত এলাকাগুলো থেকে লোকজনকে সরিয়ে নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নেওয়া হচ্ছে বলে জানিয়েছে রোদং সিনমুন। সেনাবাহিনীর ১০টিরও বেশি হেলিকপ্টার এ কাজে ব্যবহার করা হয়েছে।

সেই সঙ্গে বন্যার ছবিও প্রকাশ করেছে রোদং সিনমুন। সেসব ছবিতে দেখা যাচ্ছে, বন্যার পানি ভেঙে এগিয়ে যাচ্ছে গাড়ির বহর। সেই বহরে সবার আগের কালো রঙের একটি লেক্সাস গাড়িতে বসে জানালা দিয়ে মুখ বের করে বন্যা দেখছেন কিম জং উন। এছাড়া হেলিকপ্টারের ওপর থেকে তোলা ছবিতে বন্যায় ডুবে যাওয়া জনপদের ছবিও ছেপেছে উত্তর কোরিয়ার এই সরকারি সংবাদপত্র।

বন্যায় কতজনের মৃত্যু হয়েছে, তা জানায়নি রোদং সিনমুন। এক প্রতিবেদনে বিবিসি জানিয়েছে যে সব অঞ্চলে বন্যা দেখা দিয়েছে, সেসবের মধ্যে চীনের সীমান্তবর্তী অঞ্চলও রয়েছে।

সেই সঙ্গে আরো বলা হয়েছে, বর্তমানে যে খাদ্য সংকটের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে উত্তর কোরিয়া, তাকে আরো তীব্র করবে এই বন্যা।

এদিকে সিঙ্গাপুরভিত্তিক থিংকট্যাঙ্ক সংস্থঅ এস. রাজারত্নম স্কুল অব ইন্টারন্যাশনাল স্টাডিজের উত্তর কোরিয়া বিষয়ক বিশেষজ্ঞ গর্ডন ক্যাং বিবিসিকে বলেছেন, বন্যা উত্তর কোরিয়ায় কোনো বিরল প্রাকৃতিক দুর্যোগ নয়, তবে বন্যা পরিস্থিতি পরিদর্শনে কিম জং উন সরেজমিনে গিয়েছেন– এই ব্যাপারটি বেশ বিরল। কারণ, আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডল থেকে প্রায় বিচ্ছিন্ন এই দেশটির সর্বোচ্চ নেতা সাধারণত প্রতিবেশী বিভিন্ন দেশ এবং যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বাধীন পশ্চিমা বিশ্বের প্রতি বিরূপ মন্তব্যের জন্যেই সংবাদের শিরোনাম হন। এর বাইরে অন্য কোনো ইস্যু বা কারণে তাকে সংবাদ শিরোনামে তেমন দেখা যায় না।

বিবিসিকে গর্ডন ক্যাং বলেন, 'আমার ধারণা, বন্যার পরিস্থিতি সরেজমিনে পরিদর্শন করছেন– এমন ছবি প্রকাশের মাধ্যমে কিম জং উন আসলে দেশবাসীকে বার্তা দিতে চাইছেন যে, বন্যার্ত মানুষকে সহায়তা প্রদানের মতো সক্ষমতা তার রাষ্ট্র রাখে।'

প্রসঙ্গত, উত্তর কোরিয়া বিশ্বের দরিদ্রতম দেশগুলোর মধ্যে একটি। যদিও বাইরের জগতে দেশের প্রায় কোনো তথ্যই প্রকাশ করে না কিম জং উনের নেতৃত্বাধীন সরকার, তবে সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের গোয়েন্দা সংস্থা সিআইএর ২০১৫ সালে প্রকাশিত নথি সিআইএ ওয়ার্ল্ড ফ্যাক্ট বুকে বলা হয়েছে, উত্তর কোরিয়ার জনগণের বাৎসরিক মাথাপিছু আয় মাত্র ১ হাজার ৭০০ ডলার।

ক্যাং বলেন, 'তবে আগের তুলনায় এখন সম্ভবত খানিকটা সুবিধাজনক অবস্থায় রয়েছে উত্তর কোরিয়া। এর প্রধান কারণ চীন ও রাশিয়ার সঙ্গে দেশটির সাম্প্রতিক বন্ধুত্ব।'

ইসরায়েল-হিজবুল্লাহর মধ্যে হঠাৎ করে বড় সংঘাতের আশঙ্কা

আপনজন ডেস্ক: ইসরায়েল অধিকৃত গোলান মালভূমিতে ফুটবল মাঠে ক্ষেপণাস্ত্র হামলায় অন্তত ১২ জন নিহত হয়েছে। পাশাপাশি ওই হামলাকে কেন্দ্র করে ইসরায়েল ও হেজবুল্লাহ সরাসরি যুদ্ধে জড়িয়ে পড়তে পারে, এই সম্ভাবনাও ক্রমশ জোরালো হচ্ছে। যদিও এই দাবি অস্বীকার করেছে হিজবুল্লাহ।

ইসরায়েলের মিত্র যুক্তরাষ্ট্র জানিয়েছে, ক্ষেপণাস্ত্রটি লেবানন থেকেই ছোড়া হয়েছে। তবে এই ক্ষেপণাস্ত্রটি ভুলবশত ফুটবল খেলারত শিশুদের উপর পড়তে পারে বলে সন্দেহ করছে তারা।

গত অক্টোবরে যখন ইসরায়েল ও হামাসের মধ্যে যুদ্ধ শুরু হয়, তখন থেকেই ইসরায়েল ও হেজবুল্লাহ-র মধ্যেও নিয়মিত গোলাগুলির বিনিময় চলছে। বিশ্লেষকরা আশঙ্কা করছেন ফুটবল মাঠে ক্ষেপণাস্ত্র হামলার ঘটনার পর অনেকদিন ধরে বিচ্ছিন্নভাবে সংঘাতে থাকা দুইপক্ষের মধ্যে নতুন করে বড় ধরনের যুদ্ধের সূচনা হতে পারে।

ইতিমধ্যে হিজবুল্লাহকে এই হামলার জন্য উপযুক্ত জবাব দেওয়ার ঘোষণাও দিয়েছেন ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু। বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু যুক্তরাষ্ট্র গিয়েছিলেন। সেখানে সফর সংক্ষিপ্ত করে ইসরায়েলে ফিরে আসছেন তিনি। যুদ্ধপরাধের দায়ে অভিযুক্ত নেতানিয়াহু হুমকি দিয়েছেন, তিনি ইসরায়েলে ফিরেই নিরাপত্তা কাউন্সিলের সঙ্গে বৈঠকে বসবেন এবং হিজবুল্লাহকে এই হামলার জন্য উপযুক্ত জবাব দেবেন। যদিও মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিঙ্কেন স্পষ্ট করে দিয়েছেন তারা চান না এই সংঘাত আরো বৃদ্ধি পাক।

গত বছরের ৭ অক্টোবর হামাসে যোদ্ধারা ইসরায়েলে হামলা চালিয়ে প্রায় ১ হাজার ২০০ ইসরায়েলিকে হত্যা করেন। ওই হামলার পর গতকালই ইসরায়েলে কোনো হামলায় একদিনে ১০ জন বা তারও বেশি মানুষের মৃত্যু হয়েছে।

কমলা হ্যারিসের প্রচারের জন্য এক সপ্তাহে উঠল ২০ কোটি ডলার

আপনজন ডেস্ক: মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের আর মাত্র একশ দিন বাকি। জো বাইডেন ডেমোক্র্যাট প্রার্থীপদ থেকে সরে দাঁড়ানোর পর এখনো কমলা হ্যারিসের নাম আনুষ্ঠানিকভাবে প্রার্থী হিসেবে ঘোষণা করা হয়নি। তবে তিনিই ডেমোক্র্যাটদের সম্ভাব্য প্রার্থী। এই অবস্থায় তার প্রচারের জন্য এক সপ্তাহে ২০ কোটি ডলার (প্রায় দুই হাজার ২৩৫ কোটি বাংলাদেশি টাকা) অনুদান জমা পড়েছে। হ্যারিসের ডেপুটি প্রচার ম্যানেজার রব প্ল্যাহার্টি সামাজিক মাধ্যম এক্সে পোস্ট করে বলেছেন, "আমরা গত এক সপ্তাহ ধরে প্রচার শুরু করেছি। এর মধ্যে কমলা হ্যারিস ২০ কোটি ডলার তুলে ফেলেছেন। ৬৬ শতাংশই হলেন নতুন ডোনার। আমরা ১৭ হাজার নতুন স্বেচ্ছাসেবীকেও সই করিয়েছি। এরই মধ্যেই বিল ক্লিন্টন, বারাক ওবামা, ন্যান্সি পেলোসির মতো নেতারা কমলা হ্যারিসকে সমর্থন করার কথা জানিয়েছেন। আগস্টে তার দল অনলাইন ভোটিং করবে। তারপরই সম্ভবত আনুষ্ঠানিকভাবে প্রেসিডেন্ট পদে প্রার্থী হিসেবে হ্যারিসের নাম জানাবে তারা।

সাম্প্রতিক সমীক্ষায় দেখা যাচ্ছে, হ্যারিস তার প্রতিদ্বন্দ্বী রিপাবলিকান ডোনাল্ড ট্রাম্পকে প্রায় ছুঁয়ে ফেলেছেন।

প্রশ্ন হলো, হোয়াইট হাউসের জন্য এই লড়াইয়ে হ্যারিস শেষ পর্যন্ত ট্রাম্পকে এইভাবে টক্কর দিতে পারবেন কিনা?

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

ব্রিটেনের অর্থনীতি ভেঙে পড়েছে, নতুন সরকারের ঘোষণা

আপনজন ডেস্ক: যুক্তরাজ্যের অর্থনীতি ভেঙে পড়েছে, বিপর্যস্ত হয়ে গেছে। এমন ঘোষণা দিয়েছে দেশটির নবনির্বাচিত লেবার পার্টির সরকার। সোমবার দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার মূল্যায়ন তুলে ধরার আগে প্রধানমন্ত্রী কিয়ার স্টারমারের কার্যালয় এক বিবৃতিতে এ তথ্য জানিয়েছে। স্টারমারের কার্যালয়ের বিবৃতিতে বলা হয়, মূল্যায়নে দেখা যাচ্ছে, জনবাদী রাজনীতি দেশের অর্থনীতি ও জনসেবায় জগাখিচুড়ি অবস্থা সৃষ্টি করেছে। কনজারভেটিভ পার্টির হাত থেকে ক্ষমতা পাওয়ার পর দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার চিত্র তুলে ধরে স্টারমার সরকার বলছে, অর্থনৈতিক পরিস্থিতি যতটুকু খারাপ ধারণা করা হয়েছিল, প্রকৃতপক্ষে তা আরো খারাপ। এ পরিস্থিতির জন্য বিগত কনজারভেটিভ পার্টির সরকারকে দায়ী করছে লেবার পার্টি সরকার। তবে কনজারভেটিভ পার্টি এ দায় অস্বীকার করেছে। দলটির বক্তব্য, কর বাড়ানোর অজুহাত খুঁজছে সরকার। এজন্য ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে অর্থনৈতিক দুর্দশার কথা বলা হচ্ছে। জানা গেছে, দেশে ২ হাজার কোটি পাউন্ডের ঘাটতি থাকার কথা সোমবার পার্লামেন্টের নিম্নকক্ষ হাউজ অব কমন্সের ভাষণে তুলে ধরবেন অর্থমন্ত্রী রাচেল রিভস। গত ৪ জুলাইয়ে যুক্তরাজ্যে সাধারণ নির্বাচনে লেবার দলের জয়ের পরই রিভস সরকারি ব্যয় মূল্যায়ন করে দেখার নির্দেশ দিয়েছিলেন। তিন সপ্তাহের ওই মূল্যায়নের পর কনজারভেটিভ পার্টির ১৪ বছরের শাসনামল শেষে পাওয়া আর্থিক পরিস্থিতি নিয়ে বিপর্যস্ত অবস্থার কথাই ঘোষণা করল স্টারমার সরকার।

যুক্তরাষ্ট্রে গোলাগুলি, হতাহত ৭

আপনজন ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রে গোলাগুলির ঘটনায় একজন নিহত এবং আরো ৬ জন আহত হয়েছে। স্থানীয় সময় রোববার নিউইয়র্ক অঙ্গরাজ্যের রোচেস্টার সিটির একটি পার্কে এই ঘটনা ঘটেছে। রচেস্টার পুলিশ জানিয়েছে, স্থানীয় সময় রোববার সন্ধ্যা ৬টা ২০ মিনিটের দিকে হামলার খবর পেয়ে তারা ম্যাপলউড পার্কে পৌঁছান। সেখানে এলোপাতাড়ি গোলাগুলির ঘটনা ঘটেছে।

সেহেরী ও ইফতারের সময়

সেহেরী শেষ: ভোর ৩.৩৯মি.
ইফতার: সন্ধ্যা ৬.২৪ মি.

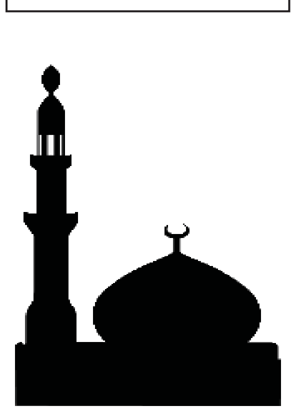

নামাজের সময় সূচি

ওয়াক্ত	শুরু	শেষ
ফজর	৩.৩৯	৫.০৭
যোহর	১১.৪৭	
আসর	৪.১৯	
মাগরিব	৬.২৪	
এশা	৭.৪০	
তাহাজ্জুদ	১১.০২	

ইথিওপিয়ায় নৌকাডুবিতে ১৯ জনের মৃত্যু

আপনজন ডেস্ক: পূর্ব আফ্রিকার দেশ ইথিওপিয়ায় আকস্মিক বন্যায় একটি নৌকা ডুবে যাওয়ার ঘটনায় অন্তত ১৯ জন প্রাণ হারিয়েছেন। রোববার রাতে বিবিসি জানিয়েছে, আমহারা অঞ্চলে এই দুর্ঘটনাটি ঘটে যখন একটি কাঠের নৌকা টেকেজ নদী পেরিয়ে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় যাওয়ার পথে ছিল। উত্তর ইথিওপিয়া থেকে পাওয়া খবরে বলা হয়েছে, আকস্মিক বন্যার কবলে পড়ে নৌকাটি শনিবার ডুবে যায়। ধারণা করা হচ্ছে, দুর্ঘটনার সময় নৌকাটিতে ২৬ জন যাত্রী ছিলেন।

ইউক্রেনের ৩৯টি ড্রোন ভূপাতিত করা হয়েছে, দাবি রাশিয়ার

আপনজন ডেস্ক: সীমান্তবর্তী কুরস্কসহ রাশিয়ার একাধিক অঞ্চলে ইউক্রেনের অন্তত ৩৯টি ড্রোন ভূপাতিত করেছে রাশিয়া। সোমবার রুশ প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের এক বিবৃতিতে এ দাবি করা হয়েছে।

বিবৃতিতে বলা হয়েছে, রাশিয়ার বিমান প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ইউক্রেন সীমান্তবর্তী কুরস্ক অঞ্চলে ১৯টি ড্রোন ভূপাতিত করেছে। এছাড়া বেলগোরোদ এবং ব্রায়ানস্কের সীমান্ত অঞ্চলে যথাক্রমে ৯টি এবং ৫টি ইউক্রেনিয় ড্রোন জব্দ করা হয়েছে।

অন্যদিকে লেনিনগ্রাদ এবং ভোরোনেজ অঞ্চলেও রুশ বিমান প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা তিনটি ড্রোন ভূপাতিত করেছে বলে উল্লেখ করা হয়েছে বিবৃতিতে।

কুরস্কে ড্রোন ধ্বংসের বিষয়টি নিশ্চিত করে গভর্নর আলেক্সি স্মিরনভ এক টেলিগ্রাম বার্তায় বলেছেন, অঞ্চলটির প্রশাসনিক রাজধানীর পাশাপাশি পনিরভস্কি, প্রিস্টেনস্কি, সোলন্টসেভস্কি, সুদজানস্কি এবং জোলোতুখিনস্কি জেলাগুলোতে ড্রোনের ধ্বংসাবশেষ ভেঙে পড়ার ঘটনা রেকর্ড করা হয়েছে।

স্মিরনভ বলেন, ড্রোনের ধ্বংসাবশেষ ভেঙে পড়ায় সুদজানস্কি জেলার একটি সড়ক সেতু এবং সোলন্টসেভস্কি জেলার বিদ্যুতের লাইনগুলো ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

পাকিস্তানে উপজাতিদের মধ্যে ভয়াবহ সংঘর্ষ, নিহত বেড়ে ৪২

আপনজন ডেস্ক: পাকিস্তানের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে উপজাতিদের মধ্যে জমি নিয়ে চলমান ভয়াবহ সংঘর্ষে নিহতের সংখ্যা বেড়ে ৪২ জনে দাঁড়িয়েছে।

সোমবার (২৯ জুলাই) দেশটির কর্মকর্তারা এ তথ্য জানিয়েছেন।

পাকিস্তানে আন্তঃপারিবারিক দ্বন্দ্ব সাধারণ, কিন্তু খাইবার পাখতুনখোয়া প্রদেশের পার্বত্য উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে এ ঘটনাগুলো সহিংস এবং দীর্ঘ হতে পারে। স্থানীয় পুলিশ কর্মকর্তা মুর্তাজা হুসেন বলেছেন, সুন্নি মুসলিম মাদাগি এবং শিয়া মালি খেল, এই দুই উপজাতি বুধবার থেকে লড়াই করে যাচ্ছে। ঘটনার প্রথমে একজন বন্দুকধারী কৃষিজমি নিয়ে কয়েক দশক ধরে চলে আসা বিরোধের আলোচনায় একটি কাউন্সিলে গুলি চালায়।

ওই হামলায় কেউ হতাহত হয়নি তবে হুসেন বলেছিলেন, এ হামলার কারনে আফগানিস্তানের সীমান্তে কুররাম জেলায় পাশাপাশি বসবাসকারী গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে দীর্ঘস্থায়ী ধর্মীয় উত্তেজনা পুনরুজ্জীবিত করেছে।

নাম প্রকাশ না করে খাইবার পাখতুনখওয়ার প্রাদেশিক স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের একজন সিনিয়র কর্মকর্তা বলেছেন, 'সরকারি প্রচেষ্টার মাধ্যমে কুর্রাম উপজাতি জেলায় পরিস্থিতি কিছুক্ষণের জন্য স্বাভাবিক হয়েছিল কিন্তু রাতে আবার গোলাগুলি শুরু হয়।'

আপনজন

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

১৯ বর্ষ, ২০৫ সংখ্যা, ১৪ শ্রাবণ ১৪৩১, ২৩ মুহাররম, ১৪৪৬ হিজরি

বাকস্বাধীনতা

‘আমার কর্ণধার আমি। আমার পথ দেখাইবে আমার সত্য।’ বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের এই অগ্নিবাণী আমরা কতটুকু ‘মেনে নিয়েছি’ আর কতটা ‘মনে নিয়েছি’, তাহা এক কঠিন প্রশ্ন বটে! কারণ, আজিকার সমাজেও প্রায়শ শুনিতে পাওয়া যায় সেই পুরাতন প্রবচন- ‘সত্য কথার ভাত নাই’। সত্য বলিবার পরও যখন কথার মারপ্যাঁচে পড়িয়া মিথ্যা জিতিয়া যায়, তখন আমরা দুঃখ ও খেদ প্রকাশ করিতে এই ধরনের নানা কথা ব্যবহার করিয়া থাকি। যদিও বিভিন্ন সমাজে সেই খেদ প্রকাশের সুযোগও নাই। কখনো-বা পরিস্থিতি এমনও হয়, খেদ প্রকাশ দূর কা বাত, সত্য যদি প্রভাবশালীদের বিপক্ষে যায়, তাহা হইলে আর রক্ষা নাই! দুঃখজনক হইলেও সত্য, এই কারণে শুভাকাঙ্ক্ষীরা প্রায় সময় উপদেশ দিয়া থাকেন, ‘সকল সময় সকল জায়গায় সত্য কথা বলিতে নাই।’ এহেন অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে প্রশ্ন উঠিতে পারে, আমরা কি তাহা হইলে আর সত্য বলিব না, সত্য সমাজ হইতে উঠিয়া যাইবে? অবশ্যই নহে। পৃথিবীতে যত সমৃদ্ধির ইতিহাস রহিয়াছে, যত অগ্রযাত্রার মহাকাব্য রচিত হইয়াছে, তাহা সত্যের উপর ভর করিয়াই হইয়াছে। সত্য সর্বদাই ‘সত্য’, সত্যের কোনো রকমফের নাই। সত্যের এই চর্চায় স্বভাবতই চলিয়া আসে মতপ্রকাশের স্বাধীনতা ও ব্যক্তিস্বাধীনতার প্রসঙ্গ। ইহার সহিত চলিয়া আসে মানবমর্যাদার বিষয়টিও।

এমন একটি পরিস্থিতির মধ্যেই সম্প্রতি বাকস্বাধীনতার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত আমরা প্রত্যক্ষ করিলাম বিশ্বের বৃহত্তম গণতান্ত্রিক দেশ ভারতে। পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা উপনির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেসের বিজয়ী প্রার্থীদের শপথবাক্য পাঠ করা লইয়া রাজ্যপাল সি ভি আনন্দ বোস ও মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির মধ্যে বাগযুদ্ধের অবতারণা ঘটে, যাহা গিয়া পৌঁছায় কলকাতা হাইকোর্ট পর্যন্ত। এই ঘটনায় মহামান্য হাইকোর্ট বলিয়াছেন, রাজ্যপাল সম্পর্কে যে কোনো মন্তব্য করা যাইবে, তবে তাহা যেন মানহানিসংক্রান্ত আইন লঙ্ঘন না করে। ইহার পাশাপাশি বিচারপতি ইহাও বলিয়া দিয়াছেন, ‘কারো বাকস্বাধীনতা খর্ব করা যায় না।’ যেই সকল দেশে গণতন্ত্রের চর্চা রহিয়াছে, কেবল সেই সকল দেশের জন্যই যে এই কথা প্রযোজ্য, তাহা বলাই বাহুল্য। কেননা গণতন্ত্র না থাকিলে মানুষের মানমর্যাদা যেমন থাকে না, তেমনি তাহার বাক্ ও চিন্তার স্বাধীনতাও থাকে না। এই দুইয়ের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করা কেবল একটি গণতান্ত্রিক দেশেই সম্ভব।

মন্তব্য করিবার স্বাধীনতা, কথা বলিবার স্বাধীনতা সকল সমাজের ডিকশনারিতেই থাকা উচিত। এবং মন্তব্য করিবার সময় যাহাতে অযাচিতভাবে অন্যের সম্মানহানি না ঘটে, তাহার প্রতিও লক্ষ রাখা বাঞ্ছনীয়। এবং এই ক্ষেত্রে আমরা যেন সত্য-মিথ্যার সংমিশ্রণ না ঘটাই, তাহাও দৃষ্টিপাতযোগ্য। আমাদের মনে রাখিতে হইবে প্রতিটি মানুষের মানসম্মান ও মর্যাদা পবিত্র বিষয়। আবার একমত না হইলেও অন্যের মতপ্রকাশের সুযোগ করিয়া দেওয়া প্রয়োজন। এই জন্য প্রয়োজনে সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকার করিতে হইবে। প্রত্যেক নাগরিক অন্যের মতামতের প্রতি শ্রদ্ধাশীল না হইলে গণতান্ত্রিক চেতনা বিকশিত হইবে না। আর যেই সমাজে মতপ্রকাশের স্বাধীনতা আছে, সেই সমাজ কখনো পিছাইয়া থাকিতে পারে না।

আজিকার দিনে মানুষের হাতে সত্য বিকৃত ও বিড়ম্বিত হইবার কারণেও বিঘ্নিত হইতেছে বাকস্বাধীনতা; কিন্তু উন্নয়ন বা অগ্রগতি অর্জনের যেই রকেটে আমরা সওয়ার হইয়াছি, তাহার কেন্দ্রবিন্দুতে সত্যকে অধিষ্ঠিত করিতে না পারিলে সভ্যতার বিনাশ অবশ্যম্ভাবী। অন্তত এই সত্যটা আমরা যেন ভুলিয়া না যাই। গণতন্ত্রের চর্চা সমুন্নত রাখিবার প্রশ্নেও ইহা অত্যাবশ্যকীয় বিষয়। মতপ্রকাশ ও সত্য উচ্চারণের পরিবেশ এবং একে অন্যের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের চর্চা অব্যাহত রাখিবার ব্যাপারে আমাদের সকলকে সচেষ্ট হইতে হইবে।

বিরোধী রাজনীতি দমনে পাকিস্তানে যা হচ্ছে

জনপ্রিয়তায় রাজনৈতিক ভিন্নমতাবলম্বী শক্তিশালী হলেও রাষ্ট্রযন্ত্র পক্ষে না থাকলে তাদের কোণঠাসা করে রাখা যায়, অন্তত ক্ষমতাসীনেরা মরিয়া হয়ে সেই চেষ্টা করে। কীভাবে, কতটা আত্মঘাতী পথে কাজটি হতে পারে এবং এর ফল কী দাঁড়ায়, তার একটা করুণ দৃশ্যায়ন চলছে এখন পাকিস্তানে। সেখানে ইমরান খানের দল তেহরিক-ই-ইনসাফ পাকিস্তান বা পিটিআইকে নিষিদ্ধ করতে চাইছে ক্ষমতাসীনেরা। অথচ জনসমর্থনে এটা এখন দেশটির প্রধান দল। লিখেছেন **আলতাফ পারভেজ**

জনপ্রিয়তায় রাজনৈতিক ভিন্নমতাবলম্বী শক্তিশালী হলেও রাষ্ট্রযন্ত্র পক্ষে না থাকলে তাদের কোণঠাসা করে রাখা যায়, অন্তত ক্ষমতাসীনেরা মরিয়া হয়ে সেই চেষ্টা করে। কীভাবে, কতটা আত্মঘাতী পথে কাজটি হতে পারে এবং এর ফল কী দাঁড়ায়, তার একটা করুণ দৃশ্যায়ন চলছে এখন পাকিস্তানে। সেখানে ইমরান খানের দল তেহরিক-ই-ইনসাফ পাকিস্তান বা পিটিআইকে নিষিদ্ধ করতে চাইছে ক্ষমতাসীনেরা। অথচ জনসমর্থনে এটা এখন দেশটির প্রধান দল।

ইমরানকে নির্মূল করার অভিযান যেভাবে শুরু

দক্ষিণ এশিয়ার দেশে দেশে রাজনৈতিক পরিভাষার নিজস্ব স্থানীয় চরিত্র আছে। যেমন ভারতে ক্ষমতাসীনেরা প্রতিপক্ষকে জনগণের সামনে ‘অ্যান্টি ন্যাশনাল’ বা ‘দেশদ্রোহী’ বলে সম্বোধন করে। বাংলাদেশে অনেক সময়ই বিরুদ্ধ মতাবলম্বীদের ‘পাকিস্তান চলে যেতে’ বলা হয়। আর পাকিস্তানে এখন বিরোধী মতগুলোকে তকমা দেওয়া হয় ‘ডিজিটাল সন্ত্রাসী’ বলে।

সেখানকার পরিভাষাকোষের সর্বমহলে ব্যবহৃত একটি শব্দ হলো ‘স্টাবলিশমেন্ট’। এই শব্দে সেখানকার সশস্ত্র বাহিনীকে বোঝানো হয়। পাকিস্তানের এই স্টাবলিশমেন্ট কয়েক বছর পরপরই রাজনীতিতে নতুন ‘পণ্য’ নিয়ে হাজির হয়।

সেই ধারাবাহিকতায় দুই থেকে তিন বছর আগেও পিটিআই ও তার প্রতিষ্ঠাতা ইমরান খান স্টাবলিশমেন্টের খুব পছন্দের ছিল। ২০২২-এ প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান দেশের মুখ্য গোয়েন্দা কর্মকর্তা নিয়োগের অধিকার চাইলে, সেই ‘মধুচন্দ্রিমা’ শেষ হয়।

স্টাবলিশমেন্ট একে বেয়াদবি হিসেবে শনাক্ত করে।

সেই থেকে ইমরানের কপাল পোড়া শুরু। প্রথমে ২০২২ সালের এপ্রিলে তাঁর বিরুদ্ধে বিরোধী দলগুলোকে একজোট করা হয়। রাতারাতি শরিফ বংশ ও ভুট্টো বংশ পাশাপাশি চলে আসে। পার্লামেন্টে আস্থা ভোটে ক্ষমতাচ্যুত হন ইমরান।

তবে তাতেও রেহাই মেলেনি তাঁর। একের পর এক নানান ধরনের মামলা হতে থাকে। এখন বলা হচ্ছে, খোদ পিটিআইকেই নিষিদ্ধ করা হবে এবং এ জন্য সরকার সর্বোচ্চ আদালতে আবেদন করবে।

সরকারের সর্বশেষ আক্রমণাত্মক উদ্যোগের একটা বড় কারণ, বহির্বিশ্বে পিটিআইয়ের প্রচারকাজের ব্যাপকতা পাওয়া। এ বছরের শুরুতে হয়ে যাওয়া জাতীয় নির্বাচনে স্টাবলিশমেন্ট ও শরিফ-ভুট্টোরা মিলেমিশে কীভাবে অনাচার করেছেন, তার অনেক চুম্বক তথ্য-উপাত্ত এ মাসে যুক্তরাজ্যের মানুষের সামনে তুলে ধরেছেন পিটিআইয়ের প্রচারকেরা। যুক্তরাজ্যের অন্তত ১২ জন এমপি এ রকম এক সভায় উপস্থিত ছিলেন। সেখানে পাকিস্তানি গবেষকদের উপস্থাপিত তথ্য-প্রমাণ এমন মোটাদাগের ছিল যে সেসবে বিশ্বাস স্থাপন না করে পারা যায় না।

এর আগে গত ২৫ জুন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধি পরিষদে রিপাবলিকান ও ডেমোক্রেটিক উভয় শিবিরের বিপুল ভোটে এমন একটা প্রস্তাব পাস হয়েছিল, যেখানে গত ৮ ফেব্রুয়ারির জাতীয় নির্বাচনে ঘটে যাওয়া অনিয়মের তদন্ত চাওয়া হয়।

ওয়াশিংটন ও লন্ডন থেকে এ রকম খবরাখবর ইসলামাবাদের জন্য নিঃসন্দেহে বিব্রতকর। ধারণা করা হচ্ছে, এরই প্রতিশোধ হিসেবে পিটিআই নিষিদ্ধের আওয়াজ তোলা।

এল ‘ফায়ারওয়াল’

কারাগারে ঢোকানোর আগে-পরে গত দুই বছরে ইমরানকে কলঙ্কিত করার এত সব উদ্যোগ নেওয়া হয় যে সেগুলো মিলিয়ে অনেক বই লেখা যাবে। ভোটের আগে আগে তাঁকে ‘ব্যভিচারী’ পুরুষ হিসেবে প্রচার করা হয়। নতুন বিয়ের সময় কখন সেটা করেছেন, পাত্রীর ইদ্দতকালের আগে না পরে, এসব নিয়েও ইমরানের বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে।

কিন্তু এসবেও কাজ হচ্ছে না দেখে নির্বাচন ক্রমাগত পেছানোর চেষ্টা চলে। শেষ পর্যন্ত যখন নির্বাচন দিতেই হয়, তখন পিটিআইয়ের প্রতীক ‘ক্রিকেট ব্যাটে’র ব্যবহার নিষিদ্ধ করা হয়। এ কারণে দলটির প্রার্থীদের স্বতন্ত্র হিসেবে নির্বাচন করতে হয়।

কিন্তু নির্বাচনে কথিত এই ‘স্বতন্ত্র’রা সংখ্যাগরিষ্ঠ আসন পেয়ে যান। এ সময় নিয়ম অনুযায়ী এই ‘স্বতন্ত্র দল’কে পার্লামেন্টে নারী ও সংখ্যালঘুদের জন্য সংরক্ষিত আসনের কোটা থেকে বঞ্চিত করে দেশটির নির্বাচন কমিশন।

স্টাবলিশমেন্টের ইচ্ছেমতো, এর পরপরই নির্বাচন কমিশন শরিফদের মুসলিম লীগ ও ভুট্টোদের পিপিপিকে দিয়ে সরকার গঠন করায় এবং সোশ্যাল মিডিয়ায় এসবের প্রতিবাদ বন্ধে ইন্টারনেট-ব্যবস্থায় ব্যয়বহুল ফায়ারওয়াল বসানো শুরু হয়। তারপর নিয়ন্ত্রণ আসে টুইটারে।

পাকিস্তানের রাজনৈতিক পরিসরে টুইটার খুব জনপ্রিয় ছিল। মূলত ভিন্নমতাবলম্বীদের জনবিচ্ছিন্ন করতে এসব নিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছে। বিদেশে থাকা রাজনৈতিক কণ্ঠস্বরগুলো দমনেরও নানান আয়োজন চলছে। অর্থনীতির নাজেহাল দশার মধ্যে জনমতকে ধামাচাপা দিতে গিয়ে কেবল ফায়ারওয়াল বসাতে কয়েক বিলিয়ন টাকা খরচ করা হচ্ছে দেশটিতে। বলা হচ্ছে, ‘ডিজিটাল সন্ত্রাস’ বন্ধে এসব উদ্যোগ।

সামরিক বাহিনীর মুখপাত্র লেফটেন্যান্ট জেনারেল আহমেদ শরিফ চৌধুরী আনুষ্ঠানিক এক সংবাদ সম্মেলনে ‘ডিজিটাল সন্ত্রাস’কে দেশের ‘নিরাপত্তার জন্য প্রধান হুমকি’ হিসেবে অভিহিত করেছেন। তাঁর কথায়, শাহবাজ শরিফ সরকার খুবই খুশি হয়েছে। কিন্তু বাস্তবে মানুষ ‘আর্থিক সন্ত্রাসে’ বিপর্যস্ত। বিদ্যুতের ক্যাপাসিটি চার্জ দিতে দিতে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প প্রতিযোগিতার সক্ষমতা হারিয়ে ফেলছে।

উচ্চ আদালতে পিটিআইয়ের পক্ষে রায়, জরুরি অবস্থার গুঞ্জন

স্টাবলিশমেন্টের সমর্থন, সহযোগিতা ও ইচ্ছায় যাবতীয় পদক্ষেপ নিলেও মুসলিম লীগ-পিপিপি জোট মোটেই ভালোভাবে দেশ চালাতে পারছে না। কোটি কোটি দরিদ্র মানুষের একটা দেশে অজনপ্রিয় হয়ে দীর্ঘকাল একটা সরকার চালানো কঠিন। এ বছরের শেষ নাগাদ পাকিস্তানের জনসংখ্যা হবে ২৫ কোটি।

এত বিশাল মানুষের একটা অর্থনীতি এখন প্রায় দেউলিয়া অবস্থায় রয়েছে। আমেরিকার সবুজসংকেতে আইএমএফ কিছু ঋণ দিয়ে বৈদেশিক মুদ্রার ভারসাম্য কোনোমতে ঠেকা দিয়ে রেখেছে। কিন্তু এর মধ্যে সুপ্রিম কোর্ট হঠাৎ এক রায়ে বলেছেন, পিটিআইকে সংসদে সংরক্ষিত আসনের কোটা থেকে বঞ্চিত রাখা অবৈধ। এ রকম একটা রায় দেশটির রাজনীতিতে ভূমিকম্প হয়ে দেখা দিয়েছে।

উচ্চ আদালতের রায়ের পর এখন পিটিআইকে যদি সাধারণ নির্বাচনে বিজয়ী আসনের হিসাবে ‘সংরক্ষিত আসন’গুলোও দেওয়া হয়, তাহলে সরকার গঠনের এখতিয়ার দাঁড়ায় তাদেরই। সেই সম্ভাবনা থামাতে এ মুহূর্তে কারাগারের বাইরে থাকা পিটিআইয়ের অন্য নেতা-কর্মীদেরও গ্রেপ্তারের নতুন তৎপরতা শুরু হয়েছে।

দলটির মুখপাত্র হয়ে যিনিই মিডিয়ার সামনে কথা বলতে যাচ্ছেন, তাঁকেই আটক করা হচ্ছে। সর্বশেষ গ্রেপ্তার হয়েছেন দলীয় নেতা রউফ হাসান। ইমরানের তিন বোনের বিরুদ্ধেও সামরিক বাহিনীর বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শনের দায়ে অভিযোগ তোলা হয়েছে।

তারপরও স্টাবলিশমেন্ট সন্তুষ্ট নয়। তারা মুসলিম লীগ ও পিপিপিকে পরামর্শ দিচ্ছে ইমরানের দলকে নিষিদ্ধ করতে। কিন্তু তাতে দেশব্যাপী ব্যাপক বিক্ষোভের শঙ্কা রয়েছে এবং ক্ষমতাসীন দল দুটি আরও বেশি অজনপ্রিয় হয়ে পড়বে এতে।

তাহলে এর বিকল্প কী? বিকল্প হলো জরুরি অবস্থা বা সামরিক শাসন। বহুদিন পর আবারও পাকিস্তানে এই দুই বিকল্প নিয়ে কথাবার্তা হচ্ছে। সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি আতাহার মিনাল্লাহ সম্প্রতি টিভি চ্যানেলগুলোকে সামরিক শাসনের পক্ষে প্রচারণার দায়ে অভিযোগ তুলেছেন।

রাজনৈতিক দমবন্ধ অবস্থার পার্শ্বফল হিসেবে অর্থনৈতিক সংকট ও সশস্ত্রতা

পাকিস্তানের দুই মিত্র যুক্তরাষ্ট্র ও চীন গত দুই বছর চলমান সব রাজনৈতিক অনাচার দেখেও না দেখার ভান করে চুপ করে আছে। তারা উভয়ে স্টাবলিশমেন্টকে হাতে রাখতে চায়। বেলুচিস্তান অঞ্চলে চীনের যে বিপুল বিনিয়োগ রয়েছে, সেটার নিরাপত্তার জন্য চীন যেকোনো মূল্যে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর সহযোগিতা পেতে আগ্রহী।

অন্যদিকে দেশের ভেতর স্বৈরতন্ত্র রক্ষায় সমর্থনের বিনিময়ে এখানকার স্টাবলিশমেন্ট যুক্তরাষ্ট্রও পাকিস্তানে ভূকৌশলগত কিছু জায়গা দিতে প্রস্তুত। ২০২১-এর আগস্টে আফগানিস্তান ছাড়তে বাধ্য হয়ে ওয়াশিংটন পাকিস্তান সেনাবাহিনীর ওপর ক্ষুব্ধ হলেও কোনোভাবে পাকিস্তানে চূড়ান্ত প্রভাব হারাতে চাইছে না। এর ফল হিসেবে ইমরান খানের অপসারণের পর থেকে পাকিস্তানের ব্যাপারে বাইডেন প্রশাসনের আগ্রহ ক্রমাগত বাড়ছে।

‘ঠান্ডা যুদ্ধের’ কালে ছোট দেশগুলোকে হাতে রাখতে আমেরিকা-চীন-ভারত যেভাবে দক্ষিণ এশিয়ায় মানবাধিকার ও গণতন্ত্রের প্রশ্নে উদাসীন থাকার নীতি নিয়েছে, পাকিস্তানকে তার জীবন্ত এক নজির বলা যায় এখন। এটা যদিও একমাত্র নজির নয়, তবে এ রকম ক্ষেত্রে ছোট দেশগুলোর শাসকদের পক্ষে দীর্ঘসময় ভারসাম্য রক্ষা করা কঠিন। চীন বা যুক্তরাষ্ট্র, কাকে বেশি গুরুত্ব দেওয়া উচিত, তা নিয়ে পাকিস্তানের স্টাবলিশমেন্টে ক্রমে মতদ্বৈধতা বাড়ছে।

তবে পাকিস্তানে ইতিমধ্যে চলতি অবস্থার মোটাদাগের দুটি পার্শ্বফল দেখা দিয়েছে। একটা হলো অর্থনৈতিক বিপর্যয়, অপরটি সশস্ত্র রাজনীতির বিস্তার। শেষের সমস্যাটি পাকিস্তানে এত গুরুতর আকার নিয়েছে যে সেখানে সশস্ত্র বাহিনীকে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশজুড়ে ‘টিটিপি’ নামে পরিচিত তেহরিক-ই-তালেবানের বিরুদ্ধে ‘আজমে ইজতেকাম’ (স্থিতিশীলতার অঙ্গীকার) নামে যুদ্ধাভিযানে নামতে হচ্ছে এবং ইতিমধ্যে ওই অঞ্চলের সংঘাতে প্রায় প্রতিদিন নিরাপত্তা বাহিনীর জওয়ানেরা মরছে।

মুসলিম লীগ, পিপিপি ও স্টাবলিশমেন্ট অনেক দিন থেকে টিটিপি সমস্যার ব্যাপকতার জন্য আফগান তালেবানদের দোষারোপ করছে। এখন অবশ্য বলা হচ্ছে, ইমরানের দলও টিটিপিকে আশ্রয়-প্রশ্রয় দিচ্ছে।

তালেবান সশস্ত্রতার জন্য ক্রমাগত কাবুলকে অভিযুক্ত করা কূটনীতির ক্ষেত্রে ইতিমধ্যে আত্মঘাতী প্রমাণিত হয়েছে। ইসলামাবাদের দিক থেকে ক্রমাগত অভিযোগ শুনতে শুনতে বিরক্ত আফগান সরকার ক্রমে তার ব্যবসা-বাণিজ্যের বিষয়ে ইরান ও ভারতের দিকে ঝুঁকে পড়েছে। এই কৌশলে তারা পাকিস্তান-নির্ভরতা অনেকখানি কমিয়ে ফেলেছে গত তিন বছরে।

এটা এখন বেশ কৌতুককর এক অবস্থা যে যুদ্ধবিধ্বস্ত আফগান অর্থনীতি যখন একটু একটু করে সবল হচ্ছে, পাকিস্তান তখন বিদেশি দেনায় হাবুডুবু খাচ্ছে। এ ক্ষেত্রে মূল সমস্যাটা ঋণ নয়, ঋণের অনুৎপাদনমূলক ব্যবহার। জবাবদিহিহীন সরকার হলে সচরাচর এ রকমই ঘটে। এর একটি পার্শ্বফল হলো ঋণ পরিশোধে যত ব্যর্থতা বাড়ে, তত সমাজে দমন-পীড়ন বাড়িয়ে দেয় সরকার।

আইএমএফ বলছে, আগামী বছর থেকে পাকিস্তানকে কর হিসেবে অভ্যন্তরীণ উৎস থেকে সংগ্রহ এখনকার চেয়ে দ্বিগুণ করতে হবে। দমন-পীড়ন ছাড়া এ রকম কর্মসূচি চালু করা কঠিন। তার জন্য সবচেয়ে শক্তিশালী বিরোধী দলকে দমিয়ে রাখা ছাড়া অন্য কোনো উপায়ও হয়তো অজনপ্রিয় সরকারের হাতে নেই।

এদিকে আইএমএফের পরামর্শগুলোর যেকোনো সমালোচনাকেও রাষ্ট্রবিরোধী ‘স্যাবোটাজ’ হিসেবে প্রচার করছেন মন্ত্রীরা। অর্থাৎ জনজীবনের অর্থনৈতিক সংকটের দায়ভারও বিরোধী দলের কাঁধে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে। সারসহ কিছু কিছু পণ্যে রাষ্ট্রীয় ভর্তুকি প্রায় পুরোটা তুলে নিতে হবে শিগগির। রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর অনেকগুলো বিক্রি হবে বলে শোনা যাচ্ছে।

গায়ের জোরে ও প্রচারমাধ্যমের জোরে রাজনৈতিক

ভিন্নমতাবলম্বীদের কোণঠাসা রেখে লাগাতার কর্তৃত্ব করে যাওয়ার যে নজির পাকিস্তানের স্টাবলিশমেন্ট রাখছে, সেটা দক্ষিণ এশিয়ায় মোটেই অভিনব নয়। তবে যেটা নতুন উপাদান দেখা যাচ্ছে, সেটা হলো, এ রকম শাসনে অর্থনৈতিক বিপর্যয় ঠেকানোর মতো বৈশ্বিক সহায়তা এখন আর কারও কাছে থেকে আগের মতো শর্তহীনভাবে পাওয়া যায় না। শ্রীলঙ্কার মানুষ বিপুল দুঃখ-কষ্টের ভেতর দিয়ে যেসব দিন পার করেছে, পাকিস্তানে এখন সেই অধ্যায় শুরু হয়েছে। অন্য নজিরগুলোর বেলায়ও ভিন্ন কিছু ঘটনার সম্ভাবনা কম। এসবই হলো কার্যত ভিন্নমতকে ছাড় দেওয়ার ন্যূনতম গণতান্ত্রিক সংস্কৃতির ঘাটতি থেকে সৃষ্ট ‘রোগবালাই’। মুশকিল হলো, এ রকম অবস্থায় বিদেশি বিনিয়োগও মোটাদাগে কমে যায়। দেশটিতে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ এখন ৯ বিলিয়ন ডলারমাত্র; অথচ বৈদেশিক দেনা প্রায় ১২৫ বিলিয়ন ডলার, যা জিডিপির ৪০ ভাগ হয়ে গেছে। সম্ভবত এ তথ্যই জানিয়ে দিচ্ছে পাকিস্তানের সমস্যা বিরোধী দল নয়, ক্ষমতাসীনেরা।

আলতাফ পারভেজ ইতিহাস বিষয়ে গবেষক

সৌ: প্র: আ:

আন্তর্জাতিক বাঘ দিবসে বাঘেরা কেমন আছে

সজল মজুমদার

‘হীরক রাজার দেশে’ সিনেমার “ পায়ে পড়ি বাঘ মামা, করো নাতো রাগ মামা” গানটির কথা নিশ্চয়ই এখনো সকলের মনে আছে। দেশের জাতীয় পশু বাঘ। বাঘের নাম শুনলেই আমাদের মন যেমন করে উদ্যোগে আতঙ্কিত হয়, ঠিক তেমনি বর্তমানে এই পশুটির সংখ্যাও সারা বিশ্বে বিপদাপন্ন অবস্থায় রয়েছে। পৃথিবীর প্রায় ১৩ টি দেশে বাঘের অস্তিত্ব বর্তমানে আছে। Global Tiger Forum এর দেওয়া তথ্য অনুযায়ী ২০২৩ অবধি পৃথিবীতে বাঘের সংখ্যা বর্তমানে ৫৫৭৪ টির মত । পাশাপাশি আমাদের দেশে অনেক অভয়ারণ্য, বনাঞ্চল রয়েছে। তথাপি দেশের ৫৪ টি বাঘ সংরক্ষণ অঞ্চল বর্তমান। কিন্তু মূল বিষয় হচ্ছে প্রতিবছর ২৯ শে জুলাই বাঘ সংরক্ষণ নিয়ে সচেতনতা বাড়ানোর উদ্দেশ্যে আন্তর্জাতিক বাঘ দিবস পালন করা হয়ে থাকে, ভারতের এই জাতীয় পশুটির বর্তমান পরিস্থিতি কিরূপ!!! বাঘেরা কেমন অবস্থায় রয়েছে!!!? এইসব বিষয় নিয়েই বিশদে কথা হচ্ছিল উত্তরবঙ্গের বিশিষ্ট বন্যপ্রাণবিদ, বর্তমানে কালিম্পং কলেজের অধ্যাপক ড:রাজা রাউথ মহাশয়ের সাথে, তিনি বিস্তারিত জানালেন, “ ২০১৮ সালের Ministry of Forest, Environment,and Climate change এর দেওয়া টাইগার সেন্সাস তথ্য অনুযায়ী ভারতে মোট ২৯৬৭ টি বাঘ বর্তমানে রয়েছে। প্রসঙ্গত, উত্তরবঙ্গের বক্সা বাঘ প্রকল্পে এখন বাঘের সংখ্যা ঠিক কত!!এটা বলা খুবই দুষ্কর। কারণ সাম্প্রতিক অতীতে বাঘকে সেভাবে এখানে দেখা যায়নি। ২০২১-২২ সালে সম্ভবত একটি বাঘকে ক্যামেরায় দেখা গিয়েছে জয়ন্তী রিভার বেড়ে, কোথাও কোথাও Pugmark চোখে পড়েছে। মেরে কেটে বক্সা টাইগার রিজার্ভ বর্তমানে ৫ এর বেশী বাঘ নেই বললেই চলে। ২০১৮ সালের সরকারি রিপোর্টে এখানে বাঘের সংখ্যা শূন্য ধরা হয়েছে। অন্যদিকে UNO এর অন্যতম শাখা IUCN বা International Union for the Conservation of Nature and Natural Resources প্রতিবছর যে Red data Book এবং Green Data Book প্রকাশ করে থাকে, সেখানে বাঘকে এখনো বিপন্ন বা তীব্রভাবে বিপন্ন বা Critically Endangered প্রাণী হিসাবে রাখা হয়েছে। পাশাপাশি ১৯৭৩ সালে ভারতে প্রথম বাঘ সংরক্ষণ প্রকল্প ঘোষিত হয়েছিল। তারপর থেকে ভারত সরকারের National Tiger Conservation Authority বা NTCA এর অধীনে টাইগার রিজার্ভ গুলির দেখাশোনা করা হয়ে থাকে, সাথে সাথে NTCA এর মূল উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য হলো জাতীয় পশু বাঘকে রক্ষা করা। বাঘ যেসব অঞ্চলে রয়েছে সেসব অঞ্চল সংলগ্ন ফরেস্ট ভিলেজ বা কোর এরিয়ার বাসিন্দাদের প্রাণ হানির হাত থেকে রক্ষার জন্য উপযুক্ত আর্থিক ক্ষতিপূরণ দিয়ে পুনর্বাসন করা হচ্ছে। উত্তরবঙ্গের জয়ন্তীতেও এটি রূপায়িত হয়েছে।” অন্যদিকে জাতীয় পশু বাঘের বর্তমান হাল হকিকত নিয়ে আলোচনা হচ্ছিল ম্যানগ্রোভম্যান উমাশঙ্কর মন্ডল এর সাথে। তিনি সুন্দরবনের ভূমিপুত্র। সুন্দরবনের অর্থ সামাজিক এবং পরিবেশগত পরিস্থিতি নিয়ে যথেষ্টই তিনি ওয়াকিবহাল। তিনি জানালেন, “ সুন্দরবনের রয়েল বেঙ্গল টাইগারের অবস্থা এখন যথেষ্ট ভালো। সরকারি রিপোর্ট অনুযায়ী এখানে বর্তমানে ১০০ টির মত বাঘ রয়েছে। তবে আমার নিজের ধারণা অনুযায়ী সাম্প্রতিক সময়ে ১২০-১২৫ টির মত পূর্ণবয়স্ক বাঘ এবং বাঘের বাচ্চা রয়েছে। তথাপি কেন্দ্রীয় সরকারের NTCA সংস্থার তত্ত্বাবধানে বাঘের দেখভালের জন্য এখানে নানা প্রকল্প বিভিন্ন সময়ে রূপায়িত হচ্ছে। যা আগামীর বাঘ সংরক্ষণের জন্য যথেষ্ট ইতিবাচক পদক্ষেপ।” পাশাপাশি ‘ প্রজেক্ট টাইগার’ নামক প্রকল্পের মাধ্যমে ভারতীয় বাঘেদের ‘ বাসস্থান সংরক্ষণ’ এবং ‘ চোরা শিকার’ বন্ধের জন্য নানারকম উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। সবশেষে বলা যায়, দেশের জাতীয় পশু ‘ বাঘ ‘ যেন আগামী কয়েক প্রজন্মেও স্বমহিমায় বিরাজমান থাকে, সেই নীতিতেই সরকারি এবং বেসরকারি তরফ থেকে কাজ চালিয়ে যেতে হবে।

প্রথম নজর

যে জনগণকে বিভক্ত করে সে দেশের প্রতি অনুগত নয়: জমিয়ত

জাকির সেখ ● নয়াদিল্লি

আপনজন: জমিয়তে উলেমায়ে হিন্দের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে “জমিয়ত সদ্ভাবনা সংসদ” অনুষ্ঠান আয়োজিত হল রবিবার। জমিয়তে উলেমায়ে হিন্দের সাধারণ সম্পাদক মাওলানা হাকিমুদ্দিন কাসমি, সেক্রেটারি মাওলানা নিয়াজ আহমেদ ফারুকী, স্বামী চন্দ্র দেব জি মহারাজ, আচার্য ফন্টোসোক লামা জি, সরদার দিয়া সিং জি (গুরুগ্রাম) সহ বিভিন্ন ধর্মীয় ও সামাজিক নেতারা এই গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠানে অংশ নেন। অধ্যাপক আখতারুল ওয়াসি, অশোক শর্মা জি, জয় শঙ্কর গুপ্ত (প্রেস কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়া), ডঃ রমেশ কুমার পাসি এবং অন্যান্য সম্মানিত নেতারা এদিনের অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করেন। অংশগ্রহণকারীরা দেশের অগ্রগতি ও স্থিতিশীলতায় সমাজের সকলের ত্যাগ ও সেবার প্রশংসা করেন এবং দেশের সাংস্কৃতিক, ভাষাগত ও ধর্মীয় বৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও বিকাশের দায়িত্ব তুলে ধরেন। বক্তারা জোর দিয়ে বলেন, যারা দেশের ক্ষতি বা বিভক্ত করার চেষ্টা করবে তাকে অনুগত বলা যাবে না। সংসদের সংগঠক মাওলানা জাবেদ সিদ্দিকী কাসমী অতিথিদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে গিয়ে বলেন, এ পর্যন্ত সারাদেশে ২২২টির বেশি জমিত সদ্ভাবনা সংসদের আয়োজন করা হয়েছে। জমিয়তে উলেমায়ে হিন্দের সর্বভারতীয় সভাপতি মাওলানা মাহমুদ আসাদ মাদানী জমিয়ত সদ্ভাবনা ফোরাম প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে শান্তি, মানবতা এবং পারস্পরিক সমন্বয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

জমিয়তে উলেমায়ে হিন্দের সেক্রেটারি মাওলানা নিয়াজ আহমেদ ফারুকী বলেছেন যে শান্তি ও সম্প্রীতির পরিবেশ তৈরি করতে সকল ধর্মের অনুসারীদের একসাথে কাজ করা কর্তব্য। স্বামী চন্দ্র দেব জি মহারাজ বলেছিলেন যে কোনও নাগরিককে ভয় পাওয়ার দরকার নেই, আমরা চেষ্টা করছি এবং সারা দেশে ঐক্যের প্রচার করব।

সর্দার দিয়া সিং জি বলেছিলেন যে আমাদের ভালবাসা এবং স্নেহের সাথে বেঁচে থাকা উচিত যাতে জাতি উন্নতি করতে পারে। বিখ্যাত সাংবাদিক জয় শঙ্কর গুপ্ত বলেছেন যে আমাদের ক্ষতগুলি নিরাময় করতে হবে এবং ক্ষতগুলিকে আরও বাড়িয়ে তুলতে দেওয়া হবে না, তবে নিশ্চিত করতে হবে যে কেউ যেন আহত না হয়।

প্রোগ্রাম চলাকালীন অংশগ্রহণকারীরা নিম্নলিখিত পয়েন্টগুলিতে সমাধান করেছিলেন: সকল সমাজ ও ধর্মের মধ্যে সৌহার্দ্য ও সমতা জোরদার করবে। জাতি, সমাজ ও ধর্মের ভিত্তিতে বৈষম্য ও বিদ্বেষের অবসান ঘটাবে। কোনো বৈষম্য ছাড়াই মানুষকে সাহায্য করবে। কোন জাতি, সমাজ, ধর্ম বা ধর্মীয় নেতাদের বিরুদ্ধে অনুচিত শব্দ ব্যবহার করা যাবে না। জাতি, সমাজ, ধর্ম নিয়ে ভুল বোঝাবুঝি ও গুজব এড়িয়ে চলতে হবে। প্রতিদিন এমন কাজ করবে যা মানবতা ও দেশকে শক্তিশালী করবে। সারাদেশে সদ্ভাবনা যাত্রা ও অনুষ্ঠানের আয়োজন করবে। আমরা একসঙ্গে বসে মতবিরোধ বা সমস্যার সমাধান করব। বৃক্ষরোপণ, পরিবেশ রক্ষা, পানি সংরক্ষণ, পরিচ্ছন্নতা ও খাল দিয়ে নদীতে ময়লা ছড়াবে না। অনুষ্ঠান শুরু হয় প্রখ্যাত কবি আরিফ দেহলভীর একটি শুভেচ্ছা কবিতা এবং হাফিজ আফানের একটি দেশাত্মবোধক গানের মাধ্যমে।

নেশা মুক্ত সমাজ গড়তে সভা মাদ্রাসায়

নিজস্ব প্রতিবেদক ● বসিরহাট

আপনজন: মাদকদ্রব্য আমাদের সমাজে চরম বিরূপ প্রভাব যে ফেলে তার প্রমাণ রয়েছে অসংখ্য। দেশের কোনো না কোনো প্রান্তে প্রায় প্রতিনিয়তই মাদকের কারণে পরিবার ও সমাজের ওপর দিয়ে বয়ে যায় দুর্ভোগের কালো ছায়া। মাদকাসক্ত ব্যক্তির হাতে মা, বাবা, স্ত্রী-সন্তান, আত্মীয়স্বজন খুনের ঘটনা ঘটেছে অসংখ্যবার। মাদকের কারণে এ দেশে বহু পরিবার ধ্বংস হচ্ছে।নেশা মুক্ত সমাজ গড়তে এগিয়ে এলো একটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন।অল ইন্ডিয়া প্রয়ামে ইনসানিয়াত বসিরহাট ইউনিটের উদ্যোগে নেশা মুক্ত ক্যাম্পের আয়োজন করা হয়েছে রবিবার দুপুর দুটো নাগাদ বসিরহাটের কাটাখাল খারিজী মাদ্রাসায়।

এদিনের এই শিবিরে বিশিস্টজনদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বসিরহাট উত্তর বিধানসভার বিধায়ক রফিকুল ইসলাম, সংগঠনের প্রধান পৃষ্ঠপোষক এবং প্রধান অতিথি নুরুস সাবাহ ইসমাইল নাদবী, কনভেনার মাওলানা আজিজুর রহমান, অনুষ্ঠানের আহ্বায়ক আসিফুর রহমান ও অধ্যাপক মাওলানা আবুসালেহ নাদোবি।

হাজীদের সম্বর্ধনা জামিয়া কানযুল উলুমে

আজিজুর রহমান ● গলসি

আপনজন: সদ্য হজ করে আসা হাজি সাহেবদের সম্বর্ধনা দিয়ে সম্মানিত করলো জামিয়া কানযুল উলুম নামক একটি মাদ্রাসা। দিনটিকে ঘিরে গত বরিবার একটি বৃহৎ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে বর্ধমানের মেটেল ডিভিসির কালিগ্রামে অবস্থিত ওই মাদ্রাসা কতৃপক্ষ। শুরুতে হেফজ এর ছাত্র রাকিবুল মন্ডলের সুমধুর কন্ঠে কোরআন পাকের কেরাত পাঠ করে অনুষ্ঠানের শুভ সুচনা করা হয়। পরে মাদ্রাসার তালেব -এ- ইলম রা অনুষ্ঠান মঞ্চে কেরাত, গজল, মুকালামা পরিবেশন করে অনুষ্ঠানের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করেন। মাদ্রাসার সেক্রেটারী মুহাম্মদ ইসমাইল মাযাহিরী জানান, এলাকার বহু মানুষ বকরিদের আগে হজে গিয়েছিলেন। তারা আল্লাহর ঘর জিয়ারত করেছেন। পাক ভুমি থেকে ফিরে আসা সেই মানুষ গুলিকে বুকে টেনে নিতেই তাদের ওই ছোট্ট উদ্দ্যোগ। অনুষ্ঠান মঞ্চে এলাকার দশ-পনেরো জন হাজি কে সম্বর্ধনা দেওয়া হয়। এর সাথে সাথে তাদের হাতে একটি করে ব্যাগ তুলে দেয় মাদ্রাসা কতৃপক্ষ। ব্যাগের ভিতরে দেওয়া হয় মাথার রুমার, টুপি, সুরমা, আতর, তাসবি ও মেশওয়াক। শেষে মানব কল্যাণে দুয়া হয়।

চুঁচুড়া হাসপাতাল পরিদর্শন করে সাংসদ রচনা উগরে দিলেন ক্ষোভ

জিয়াউল হক ● চুঁচুড়া

আপনজন: সোমবার চুঁচুড়া সদর হাসপাতালে হঠাৎ পরিদর্শনে এসে ক্ষোভ উগরে দিলেন হুগলির নব নির্বাচিত সাংসদ রচনা বন্দ্যোপাধ্যায়। হাসপাতালের অপরিচ্ছন্নতা নিয়ে সুপার অমিতাভ মণ্ডলকে রীতিমত একহাত নেন তিনি।

প্রকাশ্যেই সুপারকে বলেন, আমার আগে কে ছিল বলতে পারব না, তবে এখন আমি রচনা ব্যানার্জি এসেছি। হাসপাতালে এত অপরিচ্ছন্ন থাকবে কেন! মায়েরা শিশুরা নোংরার পাশে শুয়ে রয়েছে এটা হতে পারে না! আমি চাই হাসপাতাল ঝাঁ চকচকে হোক।

সোমবার সকালে হুগলি জেলাশাসক দপ্তরে প্রশাসনিক বৈঠক করেন রচনা বন্দ্যোপাধ্যায়। দুপুর দুটো নাগাদ তিনি চুঁচুড়ায় হুগলির মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক এর দপ্তরে গিয়ে জেলার স্বাস্থ্যব্যবস্থা সংক্রান্ত খোঁজখবর নেন। সেখান থেকে বেরিয়েই হঠাৎ তিনি ঢুকে পড়েন চুঁচুড়ার ইমামবাড়া সদর হাসপাতালে। ঢুকতে ঢুকতেই মোবাইল হাতে হাসপাতালের অপরিচ্ছন্নতা ক্যামেরাবন্দি করেন। কয়েকজন রোগীর পরিবারের সাথে কথাও বলেন তিনি। হাসপাতালে চলতে চলতেই দেওয়ালের কোনায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা কফ, পানের পিক নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করতে থাকেন। প্রসূতি বিভাগ, ব্লাড ব্যাঙ্ক প্রভৃতি ঘুরে দেখেন। এরপরেই অপরিচ্ছন্নতা নিয়ে রচনা সুপারকে কড়া বার্তা দেন। যদিও রচনার মন্তব্য নিয়ে কিছু বলতে চাননি সুপার অমিতাভ মন্ডল। তবে, তিনি বলেন, সরকারি সীমাবদ্ধতায় যেটুকু পরিষেবা পাওয়া যায় সেটুকুই দেওয়ার চেষ্টা করি।

অন্যদিকে, রচনার হাসপাতাল পরিদর্শনকে স্বাগত এলাকার তৃণমূল বিধায়ক অসিত মজুমদার। তিনি বলেন, মানুষ সরকারি পরিষেবা ঠিকঠাক পেলেই আমি খুশি।

অভিনেত্রী সাংসদকে হাতের কাছে পেয়ে এ দিন অনেকেই ছবি তুলতেও ব্যস্ত হয়ে পড়েন। কমবেশি সকলের আবদার মেটান রচনা।

সকাল ১১ টায় অফিস ফাঁকা ওন্দা ব্লকে!

সঞ্জীব মল্লিক ● বাঁকুড়া

আপনজন: সকাল ১১ টায় অফিস ফাঁকা । বাঁকুড়ার ওন্দা ব্লকের মেদিনীপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের এমনই হাল চোখে পড়ল আমাদের ক্যামেরায় । পঞ্চায়েত অফিস খোলা হাজির একজন গ্রুপ ডি কর্মী , হাজির পঞ্চায়েতের একজন ঝাড়ুদার ।

সময়ে হাজির প্রধান দেবীদাস গাঙ্গুলী । সকাল ১১ টা বাজলেও অফিসে কোন আধিকারিক ও কর্মী নেই একা কুম্ভ রক্ষা করছেন শুধুমাত্র প্রধান । সকাল ১১ টা বাজলেও দেখা নেই কোন আধিকারিকদের । তৃণমূল পরিচালিত এই পঞ্চায়েতের এমনই হাল । সাধারন মানুষ পরিষেবা নিতে এসে বসে আছেন অপেক্ষায় । রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রাজ্যের সরকারী অফিসে কর্মসংস্কৃতি ফেরানোর কথা বলছেন । মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ কে তোয়াক্কা না আসি যাই মাস গেলে মাইনে পায় সরকারী কর্মীদের সময়ে অফিস না আসার ছবি ধরা পড়ল মেদিনীপুর গ্রাম পঞ্চায়েতে ।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

ঝালদা সংস্কৃতি মঞ্চের সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা

জয়প্রকাশ কুইরি ● পুরুলিয়া

আপনজন: রবিবার ঝালদা হাইস্কুলে হল ঝালদা সংস্কৃতি মঞ্চের সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা। উদ্যোক্তারা জানান এবারে প্রতিযোগিতার বিষয় ছিল কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম। এলাকার প্রাথমিক উচ্চপ্রাথমিক মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক স্কুলের চার শতাধিক ছাত্র-ছাত্রী বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে। ঝালদা সাংস্কৃতি মঞ্চের সম্পাদক সত্যপ্রিয় মাহাতো ও সভাপতি অরূপ কুমার মন্ডল জানান ২০১১ সালের ১৪ই আগস্ট ঝালদা এলাকার সংস্কৃতিপ্রেমী লোকজন গড়ে তোলে ঝালদা সংস্কৃতি মঞ্চ। বিভিন্ন মনীষীকে শ্রদ্ধা জানাতে ও স্মরণ করতে সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার আয়োজন করে এই মঞ্চ। এবারের প্রতিযোগিতার বিষয় ছিল অংকন আবৃত্তি নৃত্য সংগীত যোগাসন কুইজ। শুধু শহর নয় গ্রামের ছেলে মেয়েরাও স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করে ঝালদা সংস্কৃতি মঞ্চের সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায়। সুস্থ প্রতিযোগিতার একটি প্ল্যাটফর্ম পায় প্রতিযোগীরা। সংস্কৃতি মঞ্চের উদ্যোক্তাদের অন্যতম সনাতন খান বিকাশ দত্ত জানান ঝালদা সংস্কৃতি মঞ্চের অনুষ্ঠান মানেই ছাত্র-শিক্ষক অভিভাবক বিভেদ ভুলে একসঙ্গে মধ্যাহ্নভোজনে অংশগ্রহণ করে।

আধাসেনা নিয়োগে জাল ডোমিসাইলে শংসাপত্র বাতিল আদালতের

নুরুল ইসলাম খান ● কলকাতা

আপনজন: সোমবার কলকাতা হাইকোর্টে আধাসেনার নিয়োগ নিয়ে শুনানী ছিল। উল্লেখ্য ২০২১ এবং ২০২২ এর নিয়োগে বহু বহিরাগত জাল ডোমিসাইল দিয়ে চাকরি পেয়েছিলেন। তাদের বিরুদ্ধে বাংলা পক্ষ সোচ্চার হয়ে আইনি পথে হাঁটে।তারফলে আজকের এই রায়ে অনেকের চাকরি বাতিল করিয়েছে মহামান্য আদালত।

ফলে এটি বাংলা পক্ষ সংগঠনের বিরাট জয় বলে মত ব্যক্ত করেছেন সাধারণ সম্পাদক গর্গ চ্যাটার্জী ও শীর্ষ পরিষদ সদস্য কৌশিক মাইতি। তাদের দাবি সেই শূন্যপদে চলতি বছর লিস্টে থাকা ভূমিপুত্রদের নিয়োগ চেয়েছে৷ তাই ওই শূন্য পদে নতুন করে নিয়োগে স্থগিতাদেশ দিল হাইকোর্ট। বঞ্চিত বাঙালি ছেলেমেয়েরা আবার চাকরি পেতে পারে বলে হাইকোর্ট জানিয়েছে। বলা ভালো কেন্দ্রীয় আধাসেনায় বাংলার রাজ্য কোটায় বাংলার স্থায়ী বাসিন্দাদের বঞ্চিত করে জাল ডোমিসাইল ও জাল কাস্ট সার্টিফিকেট দিয়ে চাকরি দখল করছিল বিহার ও ইউপির বহিরাগতরা৷ বাংলা পক্ষ ময়দানে নেমে লড়াই করে। বিভিন্ন জায়গায় জাল চাকরিপ্রার্থীদের ধরে পুলিসে দেওয়া হয়, এফআইআর হয় এবং বিভিন্ন এসডিও অফিসে অভিযান করে বাংলা পক্ষ।

হাইকোর্টে মামলাও করা হয়েছিল, যার প্রেক্ষীতে সিবিয়াই তদন্তও হয়। এর ফলে সিআরপিএফ ৫৫০০ জন সম্ভাব্য জাল চাকরিপ্রার্থীর তালিকা প্রকাশ করে। আমরা চাই এই ৫৫০০ চাকরি ওই বছরগুলোয় লিস্টে থাকা বাংলার যোগ্য চাকরি প্রার্থীদের নিয়োগ হোক । আজকেই হাইকোর্টের রায়কে আমরা স্বাগত জানাচ্ছি। বাংলা পক্ষ ভূমিপুত্র চাকরি প্রার্থীদের স্বার্থে ভবিষ্যতেও লড়াই করবে।

বহরমপুরে রক্তদান শিবির

আপনজন: বহরমপুর ইন্দ্রপ্রস্থ প্রগতি ক্লাবের এবং পশ্চিমবঙ্গ যৌথ সংগঠনের উদ্যোগকে ও সহযোগিতায় মানবতার পাশে আমরা সংগঠনের পক্ষ থেকে একটি স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়। উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ যৌথ সংগঠনের কোঅর্ডিনেটর ইউসুপ মন্ডল, সংগঠনের সহ-সম্পাদক জাহিদুল ইসলাম, আজিজুল হক, স্বরূপ সাহা, মধুসূদন বাবু, সম্রাট দত্ত, কেশিয়ার আনন্দ দাস প্রমুখ।

বনদপ্তরের ব্যাঘ্র দিবস

আপনজন: দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা বনদপ্তরের উদ্যোগে সোমবার কুলতলীর মৈপিঠ কোস্টাল থানার বৈকুণ্ঠপুর উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গনে মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে ব্যাঘ্র দিবস পালিত হয়।

ছবি ও তথ্য: হাসান লস্কর

কুমিরের মুখ থেকে চেষ্টা করেও বাবাকে বাঁচাতে না পারায় বিমর্ষ ছেলে

চন্দনা বন্দ্যোপাধ্যায় ● সুন্দরবন

আপনজন: বাবাকে কুমিরের মুখ থেকে চেষ্টা করেও বাঁচাতে পারলো না ছোট ছেলেটা সুন্দরবনে। বাবাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছিল কুমির। পিছন থেকে সে দৃশ্য দেখে আর স্থির থাকতে পারেনি কিশোর ছেলে। সমস্ত সাহস নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল বাবাকে বাঁচাতে। বাবার হাত টেনে ধরা কুমিরের চোয়াল ঠেলে দাঁতের পাটির মধ্যে হাত ঢুকিয়ে দিয়েছিল সে! কিন্তু শেষপর্যন্ত জল-দানবের সঙ্গে লড়াইয়ে আর পেরে ওঠেনি কিশোর। বাবাকে টেনে নিয়ে চলে যায় কুমির। একদিন পর নদীতে ভেসে উঠল মৎস্যজীবী বাবার ক্ষতবিক্ষত মৃতদেহ। ময়নাতদন্তের জন্য দেহ পাঠানো হয়েছে কাকদ্বীপে। পাথরপ্রতিমার মৎস্যজীবীর মৃত্যুতে শোকের পাশাপাশি প্রতিবেশীদের মুখে মুখে ফিরছে কিশোরের সাহসী পদক্ষেপের কথাও। আর ছেলে ভুলতেই পারছে না বাবার এই মৃত্যুকে।রবিবার আসাউদ্দিন মোল্লা নামে এক মৎস্যজীবী তাঁর ছোট ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে কাঞ্চন কৃট নদীতে মাছ ধরতে যান। তিনি গোবর্ধনপুর কোস্টাল থানার সত্যদাসপুর এলাকার বাসিন্দা। আচমকা কুমির নদীতে চলে আসে এবং আসাউদ্দিনের হাত ধরে টেনে নিয়ে যায়। এমন সময়ে ছেলেটি বাবাকে বাঁচাতে ঝাঁপিয়ে পড়ে। কুমিরের দাঁতের পাটিতে হাত ঢুকিয়ে বাবার হাতটি বের করে আনার চেষ্টা করে। কিন্তু ব্যর্থ হয় সে। কুমির আসাউদ্দিনকে টেনে নিয়ে চলে যায়। খবর পেয়ে বনদপ্তরের কর্মীরা নদীতে তল্লাশি চালিয়েও তাঁকে খুঁজে বের করতে পারেনি।এর পর সোমবার বেলায় নদীতে ভেসে ওঠে আসাউদ্দিনের ক্ষতবিক্ষত মৃতদেহ। পরিবারের কাছে খবর পৌঁছতেই শোকে ভেঙে পড়ে গোটা গ্রাম। কিন্তু তারই মাঝে কিশোর ছেলের বাবাকে বাঁচানোর রোমহর্ষক কাহিনির কথা বলছেন সকলে।তার কথায়, ”আমি পিছন থেকে দেখছি, বাবার হাত ধরে কুমির টেনে নিয়ে যাচ্ছে। বাবা চিৎকার করছে। আমি নিজে কুমিরের দাঁতকপাটির ভিতর হাত ঢুকিয়ে বাবার হাতটা ছাড়াতে যাই। কিন্তু পারছিলাম না। বাবা বলে, লোকজন ডাকতে। আমি ডাকতে গিয়ে দেখলাম বাবা আর নেই।” চোখের সামনে বাবা এভাবে কুমিরের পেটে চলে গেল! সে দৃশ্য যেন ভুলতেই পারছে না কিশোর।

শ্রীপৎ সিং কলেজের ৭৫ বছরে ‘কভার’ ডাক বিভাগের

সারিউল ইসলাম ● মুর্শিদাবাদঃ

আপনজন: আগামী ১লা আগস্ট মুর্শিদাবাদের জিয়াগঞ্জ শ্রীপৎ সিং কলেজের ৭৫ বছর প্লাটিনাম জুবলি পূর্তি উপলক্ষে ভারতীয় ডাক বিভাগের পক্ষ থেকে বিশেষ কভার উন্মোচন করা হল। সোমবারের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কলকাতা জোনের পোস্টমাস্টার জেনারেল অশোক কুমার সিং, মুর্শিদাবাদ সার্কেলের সুপারিনটেনডেন্ট সমর দেবনাথ, শ্রীপৎ সিং কলেজের অধ্যক্ষ ডঃ কমল কৃষ্ণ সরকার, শ্রীপৎ সিং দুগারের বংশধর তথা কলেজ গভর্নিং বডির সদস্য সঞ্জয় সিং দুগার, প্লাটিনাম জুবলি অনুষ্ঠানের আহ্বায়ক ডঃ আব্দুল কাদের আহমেদ। এছাড়াও অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কলেজের অধ্যাপক অধ্যাপিকা এবং ছাত্র-ছাত্রীরা। ৭৫ বছর পূর্তি উপলক্ষে শ্রীপৎ সিং কলেজ কর্তৃপক্ষ আবেদন করে ভারতের ডাক বিভাগের কাছে একটি বিশেষ কভার প্রকাশের জন্য। সেই আবেদন গ্রহণ করে ভারতীয় ডাক শ্রীপৎ সিং কলেজের ছবি সহ বিশেষ কভার প্রকাশ করে সোমবার।

শহীদুল্লাহ-আলোচনা সভা রাহানা মাদ্রাসায়

এম মেহেদী সানি ● আমডাঙ্গা

আপনজন: উত্তর ২৪ পরগনা আমডাঙ্গা কে এস এইচ রাহানা সিনিয়র মাদ্রাসার দৃষ্টিনন্দিত অডিটোরিয়াম হলে অনুষ্ঠিত হয় ভাষাবিদ ডঃ মুহাম্মদ শহীদুল্লাহর স্মরণে আলোচনা সভা ও ক্যুইজ প্রতিযোগিতা। কোরআন তেলওয়াতের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা করা হয়। ড. মোহাম্মদ শহীদুল্লাহর কর্ম ও শিক্ষা জীবন নিয়ে অনুষ্ঠিত প্রশ্নোত্তর প্রতিযোগিতায় মাদ্রাসার শিক্ষার্থীরা অংশগ্রহণ করে। শিক্ষকরা শিক্ষার্থীদের অনুপ্রাণিত করতে বক্তব্য রাখেন। উপস্থিত ছিলেন মাদ্রাসার সুপারেনটেনডেন্ট জনাব মাওলানা মুফতি সিরাজুল হক মল্লিক, সহকারি প্রধান শিক্ষক নুরুল হক, মহম্মদ কালিমুল্লাহ, শেখ মিরাজ, মুফতি সাইফুদ্দিন, মাওলানা মোফাজ্জল হক, সেখ হাসানুজ্জামান, মাওলানা রেজাওয়ানুল করিম, হাফেজ সিরাজুল ইসলাম, শ্যামাপ্রসাদ ব্যানার্জি, শ্রীমতি রাখি দেবনাথ, সুমিত রায়, মাওলানা আব্দুল মালেক, মাওলানা আবু বকর, সেখ সামসুল হক প্রমূখ । উদ্যোক্তাদের অন্যতম মাদ্রাসার সহকারী শিক্ষক ও সিরাতের রাজ্য সম্পাদক আবু সিদ্দিক খান বলেন, ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ আমাদের দেশের গর্ব তথা বাংলার গর্ব । বিশ্বজুড়ে খ্যাতি রয়েছে তাঁর। জুলাই মাসে তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং এই মাসেই তিনি মৃত্যুবরণ করেছিলেন সেই স্মরণে মোহাম্মদ শহীদুল্লাহর উপর আলোচনা সভা ও ক্যুইজ প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়।

অনিয়মিত ট্রেন চলাচল, টিকিয়াপাড়ায় বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদক ● হাওড়া

আপনজন: প্রতিদিনই দীর্ঘক্ষন দেরিতে ট্রেন চলাচলের প্রতিবাদে রেল অবরোধ যাত্রীদের। সোমবার বিকেলে প্রায় আড়াই ঘন্টা অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখায় যাত্রীরা।যার জেরে দক্ষিণ পূর্ব রেলের হাওড়া-খড়গপুর শাখার ট্রেন চলাচল ব্যহত হয়।

জানা গিয়েছে, দক্ষিণ পূর্ব রেলের খড়গপুর শাখায় প্রায় এক বছর ধরে ট্রেন চলাচল অনিয়মিত। লোকাল ট্রেন কখনো আধঘন্টা কখনো এক ঘন্টা দেরিতে চলাচল করে। শুধু তাই নয় কখনো কখনো আড়াই ঘন্টা দেরিতে লোকাল ট্রেন চলে।

এক ঘন্টার পর পৌঁছতে সময় লাগে সাড়ে তিন ঘন্টা। এর ফলে বেসরকারি সেক্টরে বহু মানুষ নাস্তানাবুদ হয়ে উঠেছে। সোমবার সপ্তাহে প্রথম দিনেই প্রায় আড়াই ঘন্টা ট্রেন লেটের প্রতিবাদে টিকিয়াপাড়া স্টেশনে রেল ট্র্যাকে নেমে অবরোধ করল কয়েক হাজারো নিত্য যাত্রী। নিত্যযাত্রীদের অভিযোগ ট্রেনের কোনো রকম ঘোষণা ছাড়াই দীর্ঘক্ষণ লেট হয় প্রতিদিন। এদিন ও তার ব্যতিক্রম হয়নি। বাধ্য হয়ে অবরোধ করল তারা। হাওড়া- টিকিয়াপাড়া স্টেশনে এই অবরোধ চলে। প্রায় এক ঘণ্টা অবরোধ চলার পর রেল কর্তৃপক্ষের আশ্বাসে অবরোধ উঠে যায়। ধীরে ধীরে ট্রেন চলাচল ওই শাখায় স্বাভাবিক হয়। সপ্তাহের প্রথম দিন এই যাত্রী বিক্ষোভের দরুন সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরতে সাধারন মানুষকে চরম দুর্ভোগের সম্মুখীন হতে হয়।

বাঘ-বিধবাদের উদ্যোগে বাঘদিবস

সুভাষ চন্দ্র দাশ ● সুন্দরবন

আপনজন: চম্পা মহিলা সোসাইটির উদ্যোগে বাঘ বিধবাদের নিয়ে সোমবার প্রত্যন্ত সুন্দরবনের বালি ১ পঞ্চায়েতের মথুরাখন্ড দ্বীপে পালিত হল আন্তর্জাতিক বাঘ দিবস। এছাড়াও বাঘ বাঁচানোর শপথ নিয়ে তিন কিমি এক বর্ণাঢ্য পদযাত্রা,স্কুলের কচিকাঁচাদের নিয়ে অঙ্কন প্রতিযোগিতা এমনকি নদী সংলগ্ন এলাকায় ম্যানগ্রোভ রোপণ করা হয়। শপথ গ্রহণ করা হয় ,‘সুন্দরবনের রত্ন ,নেব বাঘের যত্ন’। এদিন প্রদীপ প্রজ্জোলন করে আন্তর্জাতিক বাঘ দিবস অনুষ্ঠানের সূচনা করেন বিশিষ্ট সমাজসেবী তথা শিক্ষারত্ন প্রাপ্ত প্রাক্তন শিক্ষক অমল নায়েক। উপস্থিত ছিলেন বাঘ বিধবা মা বৃহস্পতি বিশ্বাস, মঙ্গলী মন্ডল, বনিতা মন্ডল,কানন মন্ডল,সুষমা গায়েনরা। এছাড়া ছিলেন মথুরাখন্ড সুরেন্দ্র স্মৃতি বিদ্যানিকেতনের প্রধান শিক্ষক স্বপন মন্ডল, বনমালী মন্ডল, নীলমাধব সরকার, বিভাস মন্ডল প্রমুখ।

গ্রামীণ ডাক্তার নিয়ে সেমিনার

আপনজন: দি সরারহাট নার্সিংহোমের ৩০ বছর পূর্তি উপলক্ষে গ্রামীণ চিকিৎসকদের নিয়ে এক সেমিনারের আয়োজন করা হয়। চিকিৎসা বিজ্ঞানের অগ্রগতি সম্পর্কে তুলে ধরা হয় গ্রামীণ চিকিৎসকদের সামনে।

সহজে অ্যান্টাসিড নয়

ডা. পার্থসারথি মল্লিক
(হোমিওরত্ন)

এক সমীক্ষায় জানা গেছে আমাদের দেশের প্রায় ৮ শতাংশ লোক অ্যাসিড রিফ্লাক্সের সমস্যায় ভোগেন। এছাড়া ডিওডেনাল আলসার, ইরিটেবল বাওয়েল সিনড্রোম (আইবিএস)-সহ অন্যান্য কিছু কারণেও মুখ অ্যাসিডিটি হতে পারে। মূলত খাদ্যাভাস ও বদলে যাওয়া লাইফ স্টাইলের ফলে এই সমস্যা হয়। আসলে ভোজনরসিক বাঙালি সব সময়ই ভালোমন্দ খাওয়ার ছুতো খোঁজে। ইচ্ছেমতো যখন তখন যা খুশি খেলে পাকস্থলীর ওপর তো তার প্রভাব পড়ে। যখন তখন খাবার খাওয়া, মশলাদার ও ভাজা খাবার, এক্সারসাইজ না করা, সেডেন্টারি লাইফ অর্থাৎ নাগাড়ে চুপচাপ শুয়ে বসে থাকা আর খেয়ে যাওয়া অ্যাসিডিটির ঝুঁকি বাড়ানোর পাশাপাশি ওজন বাড়িয়ে দেয়। অন্যদিকে অতিরিক্ত মনের চাপ, ধূমপান আর মদ্যপানেও অ্যাসিডিটির ঝুঁকি বাড়ে। মাছ, মাংস বেশি খেলে আর ফল বা সবজি কম খেলেও অ্যাসিডিটির ঝুঁকি বাড়ে। অনেকেই ইচ্ছেমতো ব্যথার ওষুধ খান। এঁদেরও হজম সংক্রান্ত গোলমালের সঙ্গে সঙ্গে অ্যাসিডিটির সমস্যা বেশি দেখা যায়। অ্যাসিডিটি হলে বেশিরভাগ লোকেই ভাবেন অ্যান্টাসিড খেলেই সমস্যা চলে যাবে যখন তখন যা খুশি খাবার অভ্যেস, সিগারেট আর মদ্যপান করলে এই সমস্যা থেকেই যায়। অবশ্য এসব কারণ ছাড়াও পেপটিক আলসার, হায়াটাস হার্নিয়া, হরমোনের তারতম্য বা পেটে টিউমার থাকলে অ্যাসিডিটির সম্ভাবনা থাকে। তাই লাগাতার কোনো কারণ ছাড়া এই সমস্যা চলতে থাকলে ডাক্তারের পরামর্শ নেওয়া উচি, তবে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে অ্যাসিডিটির কারণ ডিম ফ্রাই অর্থাৎ ভাজা খাবার খাওয়া আর যখন তখন খাওয়া হয়ে যায় খিদে না থাকলেও ভোজনবিলাস। সামনে খাবার দেখলে খিদে না পেলেও খেয়ে ফেললে সমস্যার ঝুঁকি থাকে। অ্যাসিডিটির ভয়ে ভাজা খাবার একদম মানা তা নয়। সবাই খাওয়া যেতে পারে। অ্যাসিডিটি হয়েছে ব্যাপারটা অনেকে বুঝতে পারেন না। মুখ টক হয়ে যাওয়া, গলা বুক জ্বালা, বদহজম; কনস্টিপেশন ছাড়াও অনেক সময় অ্যাসিডিটির কারণে প্রচণ্ড মাথা ব্যথা করে, বমি পায়, কারোর কারোর বমিও হয়। আর সার্বিকভাবে খুব শরীর খারাপ লাগে। যাঁরা ঘন ঘন চা কফি পান করেন বা অ্যাসিডিটি কমাতে কোলা জাতীয় পানীয় খান, তাঁদের এই সমস্যা বেশি হয়। অতিরিক্ত নুন খেলে আর খাবারে ফাইবার (শাক, সবজি, ফল) না থাকলেও অ্যাসিডিটির প্রবণতা বাড়ে। অনেকে আছেন যাঁরা কথায় কথায় অ্যান্টাসিড খেয়ে অ্যাসিড কমানোর চেষ্টা করেন। কিন্তু কখনোই অকারণে অ্যান্টাসিড খাবেন না। প্রয়োজনে হোমিওপ্যাথি ওষুধ খান।

মানসিক চাপ থেকে মুক্ত থাকার উপায়

আপনজন ডেস্ক: আমাদের দৈনন্দিন জীবনের একটি স্বাভাবিক অংশ হলো মানসিক চাপ। তবে এর থেকে মুক্ত থাকতে পারলে আমাদের সুস্থতার ক্ষেত্রে একটি উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন আসতে পারে। মানসিক চাপ থেকে মুক্ত থাকার বেশ কয়েকটি উপায় রয়েছে। তো আর দেরি না করে জেনে নিন সেসব উপায়গুলো কী কী।

ধ্যান: ধ্যান মানসিক চাপ থেকে বেঁচে থাকার বড় একটি উপায়। এর মাধ্যমে আপনি মানসিক চাপ ভুলে নির্বিঘ্নে কাজে মনযোগ দিতে পারবেন। জামা ইন্টারন্যাশনাল মেডিসিনের প্রকাশিত এক গবেষণার মতে, ধ্যান মানসিক চাপের কারণগুলো থেকে আপনাকে বের করে আনতে পারবে।

ব্যায়াম: মানসিক চাপ থেকে বাঁচতে ব্যায়াম একটি প্রাকৃতিক উপায়। এর মাধ্যমে মস্তিস্কে এন্ডোরফিন ও কেমিক্যাল বৃদ্ধি পায়। এটি এক ধরনের প্রাকৃতিক ব্যাথানাশক। এর মাধ্যমে মানসিক অবস্থার উন্নতি হয়। দৌঁড়ানো বা জগিং, সাঁতার কাটা, সাইকেল চালানো, সিঁড়ি আরোহণ ও হাঁটতে পারলে মানসিক চাপ অনেকাংশেই কমতে পারে।

প্রকৃতির সঙ্গে যুক্ত থাকা: প্রকৃতির মাঝে সময় কাটালে মানসিক চাপ অনেকটাই কমে যায়। আপনি যেকোনো পার্কে ২০ মিনিট সময় কাটিয়ে শরীরকে সুস্থ রাখতে পারেন। প্রকৃতিতে হাঁটার ফলে শরীরে কর্টিসল হরমোনের মাত্রা কমতে পারে।

সুষম খাবার গ্রহণ: একটি সুষম খাবার মানসিক চাপ মোকাবিলা করতে অনেকটাই সাহায্য করতে পারে। মাছের মধ্যে থাকা ওমেগা-৩ ফ্যাটি অ্যাসিডের মতো পুষ্টি এবং ফল ও শাকসবজিতে পাওয়া অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট চাপ নিয়ন্ত্রণে আনতে সাহায্য করতে পারে।

শ্বাস-প্রশ্বাসের ব্যায়াম: গভীর শ্বাস-প্রশ্বাসের ব্যায়াম শরীরকে আরাম দেয়। প্রতিদিন কয়েক মিনিট এই ব্যায়াম করলে আপনি অনেক কঠিন রোগ থেকেও নিজেকে দূরে রাখতে পারবেন। এছাড়া এটি আপনার স্নায়ুতন্ত্রকে সক্রিয় রাখবে। সাইকোফিজিওলজি জার্নালে প্রকাশিত এক গবেষণায় দেখা যায়, শ্বাস-প্রশ্বাসের ব্যায়াম মানসিক চাপ কমাতে এবং প্রশান্তি বাড়াতে সাহায্য করে।

অ্যারোমাথেরাপি: মানসিক স্বাস্থ্য ভালো রাখতে অ্যারোমাথেরাপি অনেক উপকারী। মানসিক স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য বিভিন্ন উদ্ভিদের নির্যাস ও সুগন্ধিযুক্ত তেল ব্যবহার করে এ থেরাপি দেওয়া হয়। ল্যাভেন্ডার, ক্যামোমাইল ও গোলাপের মতো সুগন্ধিযুক্ত তেল মানসিক চাপ কমাতে সাহায্য করে এবং মনকে ভালো করতে পারে।

জার্নাল রাখুন: মানসিক চাপ থেকে নিজেকে মুক্ত রাখতে একটি জার্নাল সঙ্গে রাখতে পারেন। এর মাধ্যমে আপনি আপনার মানসিক চাপের ধরন সম্পর্কে জানতে পারবেন। সে অনুযায়ী নিজের মানসিক চাপকেও মোকাবিলা করতে পারবেন।

পরামর্শ নেওয়া: মানসিক চাপ যদি অপ্রতিরোধ্য হয়ে উঠে তবে থেরাপিস্ট বা সাইকোলজিস্টের পরামর্শ নিতে পারেন। তারা আপনার অবস্থা বুঝে পরামর্শ দিবেন। এটি অনেক কার্যকর একটি উপায়।

হোমিওপ্যাথিতে ব্যথার অবসান

ডা. প্রকাশ মল্লিক
এম.ডি. (হোমিও)

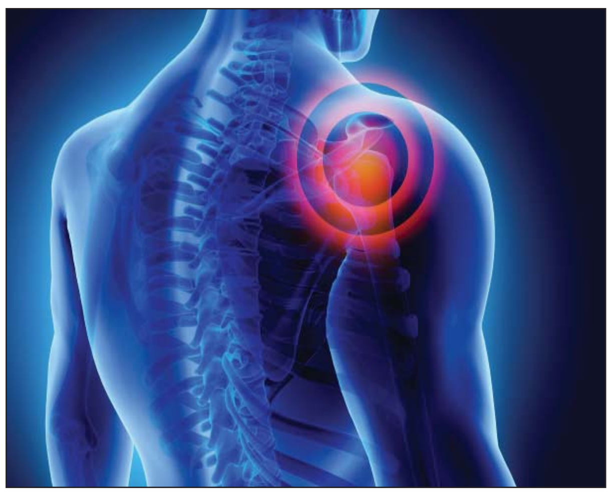

ঘরে ঘরে এখন হাঁটু-কোমরের ব্যথাবেদনার সমস্যা। শুধু বয়স্করাই নন, এই যন্ত্রণার শিকার তরুণ প্রজন্মের একাংশও। বয়স তিরিশ পেরিয়ে গেলেই মেয়েদের এই ধরনের সমস্যা শুরু হয়। যাঁদের দীর্ঘক্ষণ এক জায়গায় বসে কাজ করার পেশা, তাঁদের ক্ষেত্রে এই ব্যথা আরও বেড়ে যাওয়ার প্রবণতা লক্ষ করা যায়।

চিকিৎসার আগে

* সবচাইতে আগে খেয়াল রাখতে হবে কোন বয়সে এই ব্যথা হচ্ছে। এক এক বয়সের জন্য চিকিৎসা কিন্তু ভিন্ন।

* ব্যথা কি শুধু হাঁটু-কোমরে, নাকি সঙ্গে থাইরয়েড, গ্যাস-অম্বল বা অন্য কোনও হরমোনের সমস্যাও আছে? বিষয়গুলি খতিয়ে দেখতে হবে। কারণ অনেকসময় দেখা যায়, কারও পেট পরিষ্কার না হলেও লাম্বার পেন হয়। অর্থাৎ ব্যথাটা মৌলিক নাকি, তাতে শারীরিক সিস্টেমের কোনও যোগ আছে, তা কিছু পরীক্ষার মাধ্যমে দেখে নিতে হবে। নার্ভের অসুখ থেকেও এমন ব্যথা হতে পারে।

* হাঁটু-কোমরের ব্যথা হঠাৎ শুরু হল, নাকি অনেকদিন ধরে এই ব্যথা ছিল, তা খেয়াল রাখতে হবে। দু' ক্ষেত্রে দু'রকম চিকিৎসা হবে। স্ট্রেপটোকক্কাস নাকি রিউম্যাটিক নাকি রিউম্যাটয়েড আর্থ্রাইটিস-ঠিক কোন ধরনের অসুখ রোগীর হয়েছে, তা দেখে চিকিৎসা শুরু করা উচিত।

* রোগীর বংশে আর্থ্রাইটিস বা হাড়ের অন্য কোনও অসুখ থাকলে তার ক্ষেত্রে ওষুধ নির্বাচন ও ডোজের বিষয়ে বেশ সচেতন হতে হবে চিকিৎসককে।

* রেনাল সমস্যা থেকেও কোমরের ব্যথা হতে পারে। তাই কিডনির কোনও সমস্যা আছে কি না তা জেনে নিতে হবে। প্রতিটি রোগীর রোগের নির্দিষ্ট প্রকার থাকে। প্রতিটি রোগীর রোগের উপসর্গও আলাদা। বর্ষায় ব্যথা বাড়ছে, নাকি হাঁটাহাঁটিতে বাড়ছে দেখতে হয়। কারও কারও ক্ষেত্রে শীতে বাড়ে বা সিঁড়ি ভাঙলে বাড়ে। অনেক সময়, রোগীর ঘুম থেকে ওঠার পর ব্যথার ভাব বেশি থাকে। সেক্ষেত্রে চিকিৎসা আলাদা। হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় ওষুধের কোনও পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া নেই। নিয়ম মেনে চললে রোগ অনেকটা ভালো থাকে।

* এই ধরনের অসুখ ফেলে রাখলে খুব বাড়ে। তাই ব্যথা হলে চিকিৎসা শুরু করতে হবে। হোমিওপ্যাথিতে এই রোগের বেশ কিছু ভালো ওষুধ রয়েছে। তবে রোগীর নানা উপসর্গ ও রোগের প্রকার বুঝে সেইসব ওষুধ নির্দিষ্ট ডোজ মেনে প্রদান করতে হবে। হোমিওপ্যাথিতে ওষুধের চেয়েও বেশি গুরুত্বপূর্ণ ওষুধের ডোজ। রোগীর উপসর্গ দেখে যেমন ওষুধ পড়বে, তেমন রোগীর শরীর ও শারীরিক নানা অবস্থার উপর ভিত্তি করে তার ডোজ নির্ধারিত হবে।

ব্যথা বেদনায় প্রচলিত কিছু ওষুধ

রাসটক্স: সকালে ঘুম থেকে উঠলে ব্যথা বাড়লে রাসটক্স কার্যকরী। হাঁটুর ব্যথাতেও এই ওষুধ বেশ ফলদায়ী। **ব্রায়োনিয়া:** হাঁটাহাঁটি করলে বা কাজ করতে করতে হাঁটুতে ব্যথা বাড়তে শুরু করলে ব্রায়োনিয়া উপকারী।

অ্যাসিকিউলাস হিপ্পোকাস্টেনাম: তরুণ বয়সে কোমরে ব্যথা প্রায় সবসময়েই থাকছে বা কাজ করলে ব্যথা আরও বাড়ছে, এমন ক্ষেত্রে অ্যাসিকিউলাস হিপ্পোকাস্টেনাম ভালো কাজে আসে। এছাড়া মেয়েদের মেনস্ট্রুয়েশন-এর সমস্যার কারণে কোমরে ব্যথা হলেও এই ওষুধ উপযোগী।

সিপিয়া: বয়স্ক বা মধ্যবয়সি মহিলাদের কোমরে ব্যথা হলে সিপিয়া খুব ভালো কাজ করে। সিপিয়ার সঙ্গে আবার মহিলাদের মানসিক সমস্যারও যোগ আছে। মেনোপজ হওয়ার সময়টা অনেক মহিলা খিটখিটে হয়ে পড়েন। প্রিয় মানুষকেও হয়তো পছন্দ হয় না। অকারণে রাগ হয়। মেয়েদের শীররের সঙ্গে প্রাকৃতিক এই সমস্যাগুলি যুক্ত। সিপিয়া কোমরের ব্যথা কমায়। এই ধরনের সমস্যাগুলোর উপরও ভালো কাজ করে।

খুজা: বর্ষায় ব্যথাবেদনা বাড়লে রোগীকে খুজা দেওয়া হয়।

জরুরি কথা: ব্যথাবেদনাকে অবহেলা না করে সঠিক সময়ে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা শুরু করা গেলে, কোনও পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া ছাড়াই রোগমুক্তি সম্ভব। তবে অবশ্যই রোগীকে চিকিৎসকের পরামর্শ মেনে নির্দিষ্ট ডোজে ওষুধ খেয়ে যেতে হবে। রোগ অনেকটা আরোগ্যের পথে এলে তৎকালীন উপসর্গ ও শরীরের অবস্থা বুঝে চিকিৎসক ওষুধ বন্ধ করবেন।

থাইরয়েডের ওষুধ চলাকালে যেসব খাবার না খাওয়াই ভালো

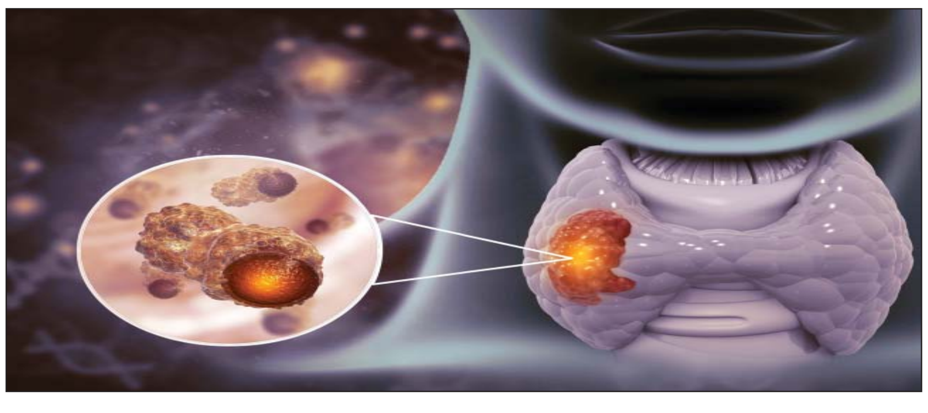

আপনজন ডেস্ক: থাইরয়েড একটি ছোট, প্রজাপতির আকারের গ্রন্থি যা গলার মাঝখানে অর্থাৎ ভয়েস বক্সের নিচে এবং শ্বাসনালীর (ট্রাকিয়া) চারপাশে আবৃত। এটি একটি অন্তঃক্ষরা গ্রন্থি। থাইরয়েড গ্রন্থি হরমোন তৈরির মাধ্যমে দেহের প্রায় সকল বিপাকীয় প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করে।

অল্প পরিশ্রম করেই হাঁপিয়ে উঠছেন, ওজন বেড়ে যাচ্ছে, চুল ঝরে যাচ্ছে, মুখের জেল্লা হারিয়ে যাচ্ছে– থাইরয়েডের সমস্যা বাড়লে এমন উপসর্গ দেখা যায় রোগীর শরীরে। এই রোগ এক বার শরীরে বাসা বাঁধলে খাওয়াদাওয়ায় কিছু নিয়ম মেনে না চললেই বিপদ। কয়েকটি খাবার কিন্তু থাইরয়েডের রোগীদের জন্য মারাত্মক হতে পারে। তাই থাইরয়েডকে বাগে আনতে কোন খাবারগুলি এড়িয়ে চলবেন জেনে নিন।

১. সয়াবিন: বেশ কিছু গবেষণায় দেখা গেছে, সয়াজাতীয় কোনো খাবার খেলে থাইরয়েডের ওষুধ ঠিক মতো কাজ না-ও করতে পারে। তাই থাইরয়েড থাকলে সয়াবিন, সয়ার দুধ, টফুর মতো খাবার মেপে খাওয়াই ভালো।

২. বাঁধাকপি-ফুলকপি: কপির মতো যে কোনও খাবারে থাইরয়েডের ওষুধের কার্যকারিতা কমিয়ে দিতে পারে। অনেকেই ওজন ঝরাতে ফুলকপি, ব্রকলি ও কেল পাতার মতো শাকসবজি রাখেন ডায়েটে। কিন্তু থাইরয়েড থাকলে এগুলি এড়িয়ে চলাই শ্রেয়।

৩. প্যাকেটজাত ও প্রক্রিয়াজাত খাবার: যে খাবার বাজারে তৈরি প্যাকেটবন্দি তাতে বাড়তি লবণ চিনি এবং তেল থাকবেই। প্রক্রিয়াজাত খাবারেও লবণ থাকে। তাই এই ধরনের খাবার এড়িয়ে চলুন।

৪. কফি: থাইরয়েড থাকলেও অত্যধিক কফি বা ক্যাফিনজাতীয় কোনো খাবার এড়িয়ে যেতে হবে। তবে একদম ছেড়ে দেওয়ার প্রয়োজন নেই। সকালের দিকে খেতে পারেন। তবে থাইরয়েডের ওষুধ খাওয়ার আধা ঘণ্টার মধ্যে একেবারেই খাবেন না।

৫. মিষ্টি: থাইরয়েড থাকলে চিনি বা বাড়তি মিষ্টি দেওয়া হয়েছে এমন খাবার ডায়েট থেকে বাদ দিতে হবে। থাইরয়েডের সমস্যা থাকলে ওজন নিয়ন্ত্রণ করা কঠিন হয়ে পড়ে। তাই চিনি এড়িয়ে চলাই ভালো।

কথা বলার সময় থুতু বের হওয়া কীসের লক্ষণ, কী করবেন

আপনজন ডেস্ক: অনেকেই আছেন কথা বলার সময় থুতু ছিটকায়। অফিস মিটিং বা বন্ধুদের সামনে তাড়াহুড়ো করে কিছু বলতে গেলেন, এমন সময় সামনে থাকা ব্যক্তির গায়ে থুতু ছিটকে পড়ল। আপনিও অপ্রস্তুত, আর তিনি হয়তো মনে মনে বিরক্তি বোধ করছেন। অন্যরা হয়তো আপনাকে নিয়ে হাসাহাসি করছেন। অনেকেই এমন পরিস্থিতিতে পড়েন। এক-আধদিন এমন হতে পারে। কিন্তু যখন তখন কথা বলার সময় যদি থুতু ছিটকে বেরোয়, তাহলে সচেতন হতে হবে।

কথা বলার সময় মুখ বেঁকে যাওয়া, মুখগহ্বরে জটিল রোগ অথবা বড় কোন অসুখ থেকে উঠলে এমন হতে পারে। কিন্তু কোন অসুখ ছাড়াই যদি এমন সমস্যা দেখা দেয় তাহলে বুঝতে হবে রোজকার যাপনে এমন কিছু ভুল হচ্ছে, যা এই সমস্যার কারণ। আমাদের মুখগহ্বরে তিন জোড়া লালা গ্রন্থি রয়েছে– 'প্যারোটিড', 'সাবম্যান্ডিবুলার' ও 'সাবলিঙ্গুয়াল'।

তাছাড়া আরও অজস্র ছোট ছোট লালা গ্রন্থি রয়েছে। কথা বলার সময়ে, খাবার খাওয়ার সময়ে এই লালা গ্রন্থিগুলি থেকে লালা রস নিঃসরণ হয়। লালা মুখের ভিতরকে পিচ্ছিল ও আর্দ্র রাখে, খাবার গিলতে সাহায্য করে। লালা নিঃসরণের নির্দিষ্ট হার আছে। কিন্তু যদি বেশিমাত্রায় ক্ষরণ শুরু হয়, তখনই তা ছিটকে মুখ থেকে বেরিয়ে আসতে শুরু করে।

এই সমস্যা হওয়ার অনেক কারণ আছে। অনেকেই আছে কথা বলার সময় জিভ জড়িয়ে যায়। সেক্ষেত্রে লালা ক্ষরণের হার বেড়ে যায়। যারা বড় অসুখ থেকে উঠছেন অথবা পাওয়ারফুল এমন ওষুধ খাচ্ছেন যা মুখের পেশীকে দুর্বল করে দেয়, তাদের এই ধরনের সমস্যা হতে পারে।

খুব বেশি চিনি জাতীয় খাবার খেলেও, লালা নিঃসরণের হার বেড়ে যায়। তাই এমন খাবার এড়িয়ে চলুন, যাতে খুব বেশি চিনি দেওয়া আছে। প্যাকেটজাত পানীয়তেও চিনির মাত্রা বেশি। তাই সেসব খাওয়াও বন্ধ করতে হবে। খুব বেশি ঝাল খেলে বা রোজ বেশি মশলা দিয়ে রান্না খাবার খেলে লালা ক্ষরণের হার বেড়ে যেতে পারে। টক জাতীয় খাবার, আচার এসব বেশি খেলেও এই সমস্যা দেখা দিতে পারে।

১. কথা বলার আগে ঢোক গিলে নিন। কথা বলার সময়ে খেয়াল রাখুন, মুখে বেশি লালা জমে যাচ্ছে কি না। তাহলে থুতু গিলে কথা বলুন।

২. বেশি তাড়াহুড়ো করে কথা বলবেন না। ধীরেসুস্থে কথা বলুন। দ্রুত কথা বললে, লালা নিঃসরণের হার বেড়ে যায়। মুখের পেশিগুলিও অনিয়ন্ত্রিত থাকে। ফলে তখন থুতু ছিটকে বেরোবেই।

৩. খুব বেশি চিনি বা মিষ্টিজাতীয় খাবার, ভাজাভুজি খাবেন না।

৪. থুতু বেরোনোর সমস্যা থাকলে, বাড়িতে কাছের মানুষজনের সামনে কথা বলে অভ্যাস করুন লালা নিঃসরণ আটকাতে। দেখুন কতটা ধীরে কথা বললে এই সমস্যা হবে না। প্রয়োজনে পানি খেয়ে নিন। মুখের ভিতর লবঙ্গ রেখেও চেষ্টা করতে পারেন।

৫. যদি দেখেন, এই সমস্যা দূর হচ্ছে না, কথা বলার সময়ে মুখের পেশি কাঁপছে অথবা ঠোঁট বেঁকে যাচ্ছে, তাহলে চিকিৎসকের কাছে যেতেই হবে। অনেক সময়ে এটি পারকিনসন্স রোগেরও পূর্বলক্ষণ হতে পারে।

অল্টারনেটিভ মেডিসিন

ওজন কমাতে উপকারী তরমুজের বীজ

আপনজন ডেস্ক: ত্বকের সুস্বাস্থ্যের জন্য তরমুজ বেশ উপকারী। গ্রীষ্মকালীন এই ফলের রস আমাদের ত্বকের পানিশূন্যতা দূর করে। তরমুজে রয়েছে প্রচুর ভিটামিন এ, বি, সি। ভিটামিন এ শুধু ত্বক নয়, চোখ, চুল, নখ, দাঁতসহ সব অঙ্গের পুষ্টির জন্য খুবই জরুরি। গ্রীষ্মকালীন এই ফলে পানি রয়েছে শতকরা প্রায় ৯৩-৯৫ ভাগ। এছাড়াও তরমুজের বীজ খেলে ওজন নিয়ন্ত্রণে থাকে, সে কথা অনেকেই জানেন না। পুষ্টিবিদেরা বলছেন, তরমুজের বীজে প্রচুর পরিমাণে খনিজ রয়েছে। প্রোটিন, ভিটামিন, ভালোমানের ফ্যাট, সেই সঙ্গে ম্যাগনেশিয়াম, পটাশিয়াম, জিঙ্ক এবং আয়রনের মতো জরুরি বেশ কিছু খনিজ রয়েছে এই বীজে। এসব খনিজ বিপাকহার বৃদ্ধি করতে সাহায্য করে। এছাড়া রয়েছে ওমেগা-৩ এবং ওমেগা-৬ ফ্যাটি অ্যাসিড। হার্ট ভালো রাখার পাশাপাশি ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখতেও সাহায্য করে এই উপাদানগুলি। ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখতে প্রোটিনের বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। কারণ, এই উপাদানটি বার বার খিদে পাওয়ার প্রবণতা রুখে দেয়। যেহেতু তরমুজের বীজে প্রোটিনের পরিমাণ বেশি, তাই ডায়েটে এই বীজ রাখাই যায়।

তরমুজের বীজে ফাইবারের পরিমাণও বেশি। এটি কোষ্ঠ পরিষ্কার রাখতে সাহায্য করে। হজম সংক্রান্ত সমস্যা ঠেকিয়ে রাখতেও সাহায্য করে এই বীজ। পেট ভরবে, কিন্তু বেশি ক্যালোরি শরীরে যাবে না। এমন খাবারের সন্ধানে থাকেন স্বাস্থ্য সচেতনেরা। সে দিক থেকেও তরমুজের বীজ নিরাপদ। কারণ, এই বীজে ক্যালোরি প্রায় নেই বললেই চলে।

কীভাবে খাবেন তরমুজের বীজ?

শুকনো খোলায় ভাজা তরমুজের বীজ সামান্য লবণ, গোলমরিচ ছড়িয়ে খাওয়া যেতেই পারে। সকালে স্মুদি খাওয়ার অভ্যাস রয়েছে অনেকের। সেই পানীয় তরমুজের বীজ মিশিয়ে খেতে পারেন। এছাড়া ফ্রুট স্যালাডের উপরেও এই বীজ ছড়িয়ে খেতে পারেন।

কাঁচা আদা ও জলের ৮ উপকারিতা

আপনজন ডেস্ক: রান্না ও ওষুধ হিসেবে আদার শক্তিশালী একটি স্বাস্থ্য উপকারিতা রয়েছে। যুগ যুগ ধরে এই মশলাটি স্বাস্থ্যকে ভালো রাখতে এবং নির্দিষ্ট কিছু রোগের চিকিৎসার জন্য মানুষের কাছে অধিক পরিচিত। এই আদা অনেকভাবেই খাওয়া যায়। এবারের প্রতিবেদনে কাঁচা আদা জলের উপকারিতা তুলে ধরা হলো।

কেন আদা-জল খাবেন

আদা ভিটামিন সি, ভিটামিন বি ৬, পটাসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম, ম্যাঙ্গানিজ সহ প্রয়োজনীয় পুষ্টিতে সমৃদ্ধ। সেই সঙ্গে জিঞ্জেরল ও শোগাওলের মতো শক্তিশালী অ্যান্টিঅক্সিডেন্টও রয়েছে আদায়। এই পুষ্টি ও যৌগগুলো শরীরের জ্বালাপোড়া প্রতিরোধ, হজম ও রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে অবদান রাখে। এ ছাড়া এটি বমি বমি ভাব কমায়, ইমিউন ফাংশনকে সমর্থন করে এবং ডিটক্সিফিকেশনে সাহায্য করে। প্রতিদিনের খাদ্যতালিকায় আদা অন্তর্ভুক্ত করার আরো কিছু কারণ রয়েছে।

হজমশক্তি বাড়ায়: কাঁচা আদার মধ্যে জিঞ্জেরল ও শোগাওলের মতো সক্রিয় যৌগ রয়েছে। এটি হজমকারী এনজাইমগুলোকে বৃদ্ধি করে। আর এই এনজাইমগুলো খাদ্যকে আরো ভাঙ্গতে সাহায্য করে। এছাড়া পেট ফুলে যাওয়া, গ্যাস ও বদহজমের ঝুঁকিও কমায়। খাওয়ার পরে আদা জল পান করলে হজম আরো ভালো হয় এবং অস্বস্তি দূর হয়।

বমি বমি ভাব কমায়: বমি বমি ভাব কমাতে আদা ব্যাপকভাবে ব্যবহার হয়। কাঁচা আদার জলে থাকা যৌগগুলো পেটের আস্তরণকে ঠাণ্ডা করতে এবং বমি বমি ভাব বন্ধ করতে সাহায্য করে। বিশেষ করে পেট ফোলাভাব ও অস্বস্তির দূর করে। প্রতিদিনের রুটিনে আদা জল যোগ করে এসব সমস্যা থেকে দ্রুত পরিত্রাণ পেতে পারেন।

পেটের জ্বালাপোড়া কমায়: পেটে জ্বালাপোড়ায় ভোগা রোগিদের জন্য কাঁচা আদার জল প্রশান্তির কারণ হতে পারে। আদা পাকস্থলীর অ্যাসিডের উৎপাদন কমাতে সাহায্য করে এবং নিম্ন খাদ্যনালীর স্ফিঙ্কটারের সঠিক কার্যকারিতা বৃদ্ধি করে। খাবারের পরে আদা জল খেলে বেশি উপকার পাওয়া যেতে পারে।

পরিপাক ক্ষমতা বাড়ায়: আদার থার্মোজেনিক বৈশিষ্ট্য পরিপাকে হার বাড়াতে সাহায্য করতে পারে। খাওয়ার পর কাঁচা আদার জল শরীরের ক্যালোরি বার্ন করার ক্ষমতা বাড়ায় এবং ওজন নিয়ন্ত্রণে সহায়তা করে। এ ছাড়া খাদ্যকে শক্তিতে রূপান্তর করতে সাহায্য করে। শরীরে অতিরিক্ত চর্বি জমা থেকেও বাঁচাতে পারে।

রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়: আদা হল অ্যান্টিঅক্সিডেন্টের একটি পাওয়ার হাউস। এতে রয়েছে অ্যান্টি-ইনফ্লেমেটরি রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে সাহায্য করে। কাঁচা আদার পানিতে থাকা ভিটামিন ও খনিজ পদার্থ অসুস্থতার বিরুদ্ধে শরীরকে রক্ষা করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এ ছাড়া সাধারণ সর্দি ও ফ্লুতে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা কমাতে পারে।

শরীরকে বিষমুক্ত করে: কাঁচা আদার পানি শরীর থেকে টক্সিন নির্মূল করার মাধ্যমে ডিটক্সিফিকেশনে সাহায্য করতে পারে। আদা প্রস্রাব উৎপাদনে সাহায্য করে এবং শরীর থেকে খারাপ পদার্থ বের করে দেয়।

রক্ত সঞ্চালন বাড়ায়: আদা রক্তনালীগুলোকে শিথিল ও প্রসারিত করে রক্ত সঞ্চালন বাড়ায়। এর ফলে অক্সিজেন ও পুষ্টি শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ ও টিস্যুতে পৌঁছে যায়।

রক্তে শর্করার মাত্রায় ভারসাম্য রাখে: কাঁচা আদার জল রক্তে শর্করার মাত্রা স্থিতিশীল করতে সাহায্য করতে পারে। এটি ডায়াবেটিক বা প্রিডায়াবেটিক উপকারী। আদা ইনসুলিন সংবেদনশীলতা বাড়াতে ও গ্লুকোজের মাত্রা নিয়ন্ত্রণ করতে সাহায্য করে। এ ছাড়া রক্তে শর্করার স্পাইক ও ক্র্যাশ কমিয়ে আনে। নিয়মিত সেবন রক্তে শর্করার মাত্রায় ভারসাম্য রাখতে সাহায্য করে।

কাঁচা আদার জল তৈরি করবেন যেভাবে।

১. এক টুকরো তাজা আদার মূল নিন।
২. আদা খোসা ছাড়িয়ে নিন এবং ছোট টুকরো টুকরো করে নিন।
৩. ২-৩ কাপ পানি ফুটিয়ে আদা কুচি দিয়ে দিন।
৪. এটি ৫-১০ মিনিট সিদ্ধ করুন।
৫. আদার টুকরো ছেঁকে নিন এবং এবং কিছুটা ঠাণ্ডা করে পান করুন।

মেধা অন্বেষণ ২০২৪

৪র্থ থেকে ১০ম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের জন্য

বিশেষ সহযোগিতায়

অনুসন্ধান কলকাতা ও বেস এডুকেশনাল হাব

মনোবিজ্ঞানীরা বলেন, শিশুর যথাযথ বিকাশে তিনটি বিষয় খুবই গুরুত্বপূর্ণ – মেধার উন্মেষ, দক্ষতা নির্ণয় ও সুস্থ প্রতিযোগিতা। এদিকে লক্ষ্য রেখে সমস্ত বর্গের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য বেস এডুকেশনাল হাব আয়োজন করেছে ট্যালেন্ট সার্চ ২০২৪ প্রতিযোগিতা। চতুর্থ থেকে দশম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের জন্য। অনুসন্ধান কলকাতার সহায়তায়। ট্যালেন্ট সার্চ-এর প্রশ্নপত্র কেমন হয় এবং তা নিয়মিত অনুশীলনের জন্য প্রতি সপ্তাহে অংশ বিশেষ প্রকাশিত হবে প্রতি সোমবার আপনজনের 'স্টাডি পয়েন্ট' বিভাগে। এগুলি সংগ্রহে রেখো, প্রিয় ছাত্র-ছাত্রী

নবম শ্রেণী

ইংরেজি

1. I ______ on this line before I realised my mistake.
   (a) am working (b) was worked (c) had been working (d) worked
2. Some of the rice ______ still left.
   (a) is (b) are (c) were (d) have been
3. ______ is a democratic country.
   (a) their (b) our (c) ours (d) hours
4. He confided ______ me.
   (a) about (b) on (c) in (d) of
5. Synonym of "incorrigible" is ______?
   (a) commendable (b) incorruptible (c) unchangeable (d) overbearing
6. ______ event is scheduled according to plan .
   (a) each (b) several (c) all (d) every
7. Let not his insulting words be minded. The correct voice change of this sentence is
   (a) Don't be insulted his words. (b) Don't mind his insulting words. (c) Don't insult him with his words. (d) Do mind his insulting words.
8. Convert the direct speech to indirect - She said, "Thank you !"
   (a) She said to me thanks you. (b) She said thank you to me. (c) She thanked me. (d) She said that thank.
9. "Our old Rolls Royce has become a white elephant."— here a white elephant means
   (a) antique item or possession (b) any traditional possession (c) a unique item or possession (d) a costly but useless possession
10. The antonym of DEARTH is
   (a) Abundance (b) Shortage (c) Famine (d) Insufficiency

গণিত

1. $(a+b)^2 = a^2+2ab+b^2$ বিস্তৃতিটির সহগগুলো যথাক্রমে 1, 2, 1. অনুরূপে $(a+b)^4$ বিস্তৃতিটির সহগগুলো হল—
   (a) 1, 4, 1 (b) 1, 4, 4, 1 (c) 1, 2, 4, 2, 1 (d) কোনোটিই নয়
2. দু'টি বৃত্ত পরস্পরকে বহিঃস্পর্শ করলে, উহার মধ্যে কতগুলো সাধারণ স্পর্শক থাকবে?
   (a) একটি (b) দুটি (c) তিনটি (d) অসংখ্য
3. $\frac{1}{20}+\frac{1}{30}+\frac{1}{42}+\frac{1}{56}+\frac{1}{72}+\frac{1}{90}$ মান কত হবে?
   (a) $\frac{1}{2520}$ (b) $\frac{1}{420}$ (c) $\frac{1}{40}$ (d) $\frac{3}{20}$
4. $3x - 2y = 12$ রেখা এবং অক্ষদ্বয় দিয়ে গঠিত ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল কত হবে?
   (a) 2 বর্গ একক (b) 24 বর্গ একক (c) 12 বর্গ একক (d) 6 বর্গ একক
5. একটি অষ্টভুজের কর্ণ সংখ্যা কয়টি?
   (a) 20টি (b) 8টি (c) 28টি (d) 48টি
6. কোনো একটি পরীক্ষায়, 90% পরীক্ষার্থী গণিতে পাশ করে, 80% পরীক্ষার্থী বিজ্ঞানে পাশ করে এবং 70% পরীক্ষার্থী উভয় বিষয়ে পাশ করে। উভয় বিষয়ে ফেল করে কতজন পরীক্ষার্থী?
   (a) 140 জন (b) 240 জন (c) কেউ না (শূন্য জন) (d) নির্ণয় করা অসম্ভব
7. $a+\frac{1}{a}=2$ হলে $\frac{49a^2+1}{25a^2+20a+1}$ এর মান কত?
   (a) 50 (b) $1\frac{2}{23}$ (c) $1\frac{7}{9}$ (d) $8\frac{1}{3}$
8. একটি ত্রিভুজ, একটি সামান্তরিক এবং একটি রম্বস একই ভূমি এবং একই সমান্তরাল যুগলের মধ্যে অবস্থিত। যদি উহাদের ক্ষেত্রফল যথাক্রমে T, P, R হয়, তবে নিচের কোন সম্পর্কটি সঠিক?
   (a) T = P = R (b) T = R = 2P (c) T = 2R = P (d) 2T = P = R
9. একটি আয়তক্ষেত্রের দৈর্ঘ্য 5% বাড়ানো হল এবং প্রস্থ 5% কমানো হল। আয়তক্ষেত্রটির ক্ষেত্রফল শতকরা কত হারে পরিবর্তিত হবে?
   (a) কোনো পরিবর্তন হবে না। (b) 0.25% কমবে (c) 25% কমবে (d) 0.25% বাড়বে
10. x একটি ধনাত্মক যুগ্ম পূর্ণসংখ্যা হলে, $5x - 7 < 2x + 8$ এর সমাধান হবে....
   (a) $x < 5$ (b) 0, 2, 4 (c) 2, 4 (d) 1, 2, 3, 4

সাধারণ জ্ঞান

1. 'আনন্দ মঠ'-এর লেখক কে?
   (a) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (b) বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (c) শরৎ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (d) মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়
2. পরমাণুর নিউক্লিয়াসের ভেতর অবস্থিত নিউট্রনের আবিষ্কারক হলেন—
   (a) রাদারফোর্ড (b) নীলস্ বোর (c) জেমস চ্যাডউইক (d) জে জে টমসন
3. কেলভিন চক্র ঘটে—
   (a) ক্লোরোপ্লাস্টে (b) মাইটোকনড্রিয়ায় (c) ক্লোরোপ্লাস্টের গ্রানায় (d) ক্লোরোপ্লাস্টের স্ট্রোমায়
4. কর্কট ক্রান্তি রেখার উপর সূর্য লম্বভাবে কিরণ দেয়—
   (a) 21 মার্চ (b) 21 জুন (c) 21 জুলাই (d) 21 ডিসেম্বর
5. 'Renaistre' থেকে রেনেসাঁস শব্দটির উৎপত্তি। 'Renaistre' শব্দটি হল—
   (a) ইংরেজি শব্দ (b) গ্রিক শব্দ (c) ল্যাটিন শব্দ (d) রুশ শব্দ
6. সপ্তম আশ্চর্যের অন্যতম 'মাচু পিচু' কোন্ দেশে অবস্থিত?
   (a) পেরু (b) মিশর (c) বলিভিয়া (d) চিলি
7. টেস্ট ক্রিকেটে সর্বপ্রথম দশ হাজার রান করেন—
   (a) ব্রায়ান লারা (b) শচিন তেণ্ডুলকর (c) ডন ব্র্যাডম্যান (d) সুনীল গাভাসকার
8. আমেরিকার বর্তমান প্রেসিডেন্ট হলেন—
   (a) বরিস জনসন (b) জো বাইডেন (c) ইমানুয়েল মাঁকড় (d) জাস্টিন ট্রুডো
9. 'কথাকলি' নামক ধ্রুপদী নৃত্যটি ভারতের কোন্ রাজ্যের সঙ্গে যুক্ত?
   (a) কেরালা (b) তামিলনাড়ু (c) অন্ধ্রপ্রদেশ (d) আসাম
10. ভারতে নির্মিত প্রথম পরমাণু চুল্লির নাম কী?
   (a) আর্যভট্ট (b) অপ্সরা (c) উর্বশী (d) রোহিনী

বিজ্ঞান

1. এই শ্রেণির উদ্ভিদের গুচ্ছমূল, শাখাহীন কাণ্ড ও পাতায় সমান্তরাল শিরাবিন্যাস বর্তমান। উদ্ভিদের শ্রেণিটি চিহ্নিত করো—
   (a) মসবর্গ (b) একবীজপত্রী গুপ্তবীজী (c) দ্বিবীজপত্রী গুপ্তবীজী (d) ফার্ণবর্গ
2. 'GERL' কমপ্লেক্স যা দ্বারা গঠিত—
   (a) গলগি বস্তু (b) এন্ডোপ্লাজমীয় জালক (c) লাইসোজোম (d) উপরের সবকটিই
3. ফুসফুসের আবরণীকে বলে—
   (a) প্লুরা (b) ক্যাপসুল (c) পেরিকার্ডিয়াম (d) মেনিনজেস
4. নিম্নলিখিত যে প্রাণীটির রেচন অঙ্গ ফ্লেম কোশ, সেটিকে শনাক্ত করো—
   (a) মানুষ (b) কেঁচো (c) ফিতাকৃমি (d) প্রজাপতি
5. মানুষের ঘাম, অশ্রু, লালায় উপস্থিত অ্যান্টিবডিটি—
   (a) IgA (b) IgM (c) IgG (d) IgD
6. একটি মিটার স্কেলের লঘিষ্ঠ ধ্রুবক হল—
   (a) 10^{-2}m (b) 10^{-3}m (c) 10^{-4}m (d) 10^{-1}m
7. একটি সরলরৈখিক পথে গতিশীল কণার দ্রুতি এবং বেগের মানের অনুপাত—
   (a) 1 এর থেকে ছোটো (b) 1 এর থেকে বড়ো (c) 1 এর সমান (d) 1 এর সমান বা বড়ো
8. রাদারফোর্ডের α কণা বিক্ষেপণ পরীক্ষা দ্বারা যা আবিষ্কৃত হয়—
   (a) ইলেকট্রন (b) প্রোটন (c) নিউট্রন (d) পরমাণুর গঠন
9. প্রতিধ্বনি সৃষ্টির জন্য প্রয়োজন শব্দের—
   (a) প্রতিফলন (b) প্রতিসরণ (c) শোষণ (d) এদের কোনোটিই নয়
10. m ভরের একটি বস্তুর ভরবেগ (p) এবং গতিশক্তি (E) এর মধ্যে সম্পর্ক হল—
   (a) $p^2 = \sqrt{2mE}$ (b) $p = \sqrt{2mE}$ (c) $\frac{p^2}{2m^2} = E$ (d) $\frac{p}{2m^2} = E$

রিজনিং

1. শূন্যস্থানে কোন সংখ্যাটি বসবে? 80, 10, 70, 15, 60, ______
   (a) 20 (b) 25 (c) 30 (d) 50
2. বেমানান শব্দটি বাছাই করো—
   (a) Just (b) fair (c) equitable (d) biased
3. Safe : Secure :: Protect : ______
   (a) Lock (b) Guard (c) Sure (d) Conserve
4. রাম, রহিম ও আজহার হল তিনজন ভাই। যদি নিচের বিবৃতিগুলি সত্য হয় তবে কে ছোট ভাই? রাম সবচেয়ে বড়। আজহার বড় নয়। রহিম সবচেয়ে ছোটো নয়।
   (a) রহিম (b) রাম (c) আজহার (d) রহিম ও আজহার
5. AMB, CLB, BKC, DJC, ______
   (a) EID (b) CJD (c) EIF (d) EJF
6. 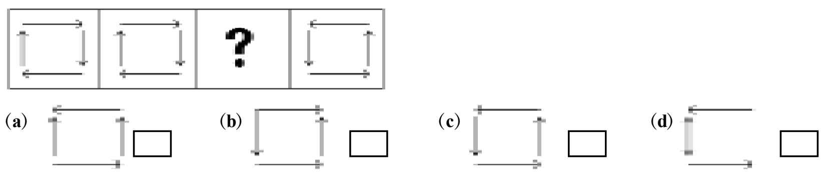
   (a) (b) (c) (d)
7. যদি P এর অর্থ ÷, Q এর অর্থ ×, R এর অর্থ +, S এর অর্থ – হলে 18Q12P4R5S6 এর মান কত?
   (a) 36 (b) 53 (c) 59 (d) 65
8. বেমানান শব্দটি বাছাই করো—
   (a) Car (b) Scooter (c) Bus (d) Bicycle
9. নিচের কোন চিত্রটি দ্বারা society, family ও friends এর সম্পর্ককে বোঝায়—
   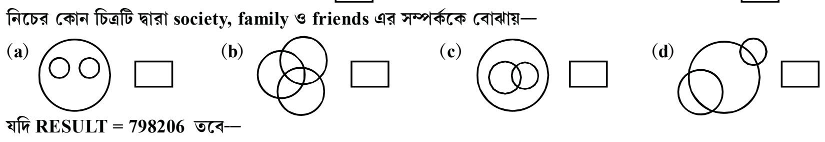
   (a) (b) (c) (d)
10. যদি RESULT = 798206 তবে—
   (a) 680 (b) 092

উত্তর

নবম শ্রেণি

ইংরেজি — 1 (c), 2 (d), 3 (c), 4 (c), 5 (c), 6 (d), 7 (b), 8 (c), 9 (d), 10 (a) গণিত — 1 (d), 2 (d), 3 (d), 4 (c), 5 (a), 6 (c), 7 (b), 8 (d), 9 (b), 10 (c) সাধারণ জ্ঞান — 1 (b), 2 (c), 3 (d), 4 (b), 5 (c), 6 (a), 7 (d), 8 (b), 9 (a), 10 (b) বিজ্ঞান — 1 (b), 2 (d), 3 (a), 4 (c), 5 (a), 6 (b), 7 (c), 8 (d), 9 (a), 10 (b) রিজনিং — 1 (a), 2 (d), 3 (b), 4 (c), 5 (b), 6 (c), 7 (b), 8 (d), 9 (a), 10 (c)

প্যারিস অলিম্পিক

নাদালকে উড়িয়ে দিলেন জোকোভিচ

আপনজন ডেস্ক: রোঁলা গারোর লাল সুরকির কোর্টের সঙ্গে রাফায়েল নাদালের সম্পর্কটা আত্মিক। এই কোর্টেই রেকর্ড ১৪বার ফ্রেঞ্চ ওপেনের শিরোপা উঁচিয়ে ধরেছেন স্প্যানিশ এই কিংবদন্তি। সেখানেই কিনা প্যারিস অলিম্পিকের একক ইভেন্টে থামতে হলো দ্বিতীয় রাউন্ডে। আরেক কিংবদন্তি নোভাক জোকোভিচের কাছে হেরে স্বপ্ন থেমেছে নাদালের।
ড্রয়ের পর থেকেই আলোচনায় ছিল দুই টেনিস কিংবদন্তি নোভাক জোকোভিচ ও রাফায়েল নাদালের ম্যাচ। যদিও লড়াইটা সহজেই জিতেছেন রেকর্ড ২৪ বারের গ্র্যান্ড স্ল্যামজয়ী জোকোভিচ। সরাসরি সেটে নাদালকে হারিয়ে তৃতীয় রাউন্ডে উঠেছেন এই সার্বিয়ান তারকা।
দ্বিতীয় রাউন্ডে জোকোভিচের জয় ৬-১ ও ৬-৪ গেমে।
প্রথম সেট ৬-১ ব্যবধানে জিতে নেওয়ার পর দ্বিতীয় সেটেও ৪-০ ব্যবধানে এগিয়ে গিয়েছিলেন জোকোভিচ। এরপর ঘুরে দাঁড়ান নাদাল। টানা দুটি ব্রেক পয়েন্ট তুলে নেওয়ার সঙ্গে নিজের সেটে পয়েন্ট আদায় করলে ম্যাচ দাঁড়ায় ৪-৪ এ। কিন্তু এরপর নিজের সার্ভে পয়েন্ট নিতে পারেননি। ব্রেক পয়েন্ট আদায় করে ফের এগিয়ে যান জোকোভিচ। পরে নিজের সার্ভিসে পয়েন্ট তুলে ম্যাচও জিতে নেন তিনি।
একক ইভেন্টে বাদ পরলেও দ্বৈতে নাদাল খেলছেন কার্লোস আলকারাজকে নিয়ে।

মেসির ফেরার তারিখ নিয়ে ধোঁয়াশা, যা বললেন সুয়ারেজ

আপনজন ডেস্ক: চোটের সঙ্গে যেন ঘর বেঁধেছেন লিওনেল মেসি। সাম্প্রতিক সময়ে এই কারণে বারবার সংবাদের শিরোনাম হয়েছেন আর্জেন্টাইন মহাতারকা। সবশেষ কোপা আমেরিকার ফাইনালে চোটে পড়ে মাঠ ছাড়েন মেসি। সেদিন চোট পেয়ে মাঠ ছাড়ার পর কাঁদতেও দেখা গিয়েছিল তাঁকে।
সেই ম্যাচ শেষে মেসির ফোলা পায়ের ছবি বেশ ভাইরালও হয়। পরে জানা যায়, এই চোট অনির্দিষ্টকালের জন্য মাঠ থেকে ছিটকে দিয়েছে তাঁকে। চোটে ছিটকে যাওয়ার পর মেসিকে দেখা যায় ইন্টার মায়ামির সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে। সবচেয়ে বেশি ৪৫ ট্রফি জয়ের জন্য দেওয়া সেই সংবর্ধনা অনুষ্ঠানেও খুঁড়িয়ে হাঁটতে দেখা যায় তাঁকে। মেসির এমন অবস্থা দুশ্চিন্তায় ফেলেছে তাঁর ভক্তদেরও। এদিকে এখন পর্যন্ত মেসির ফেরার নির্দিষ্ট তারিখ জানা না যাওয়ায় তৈরি হয়েছে ধোঁয়াশা। এমনকি তাঁর ইন্টার মায়ামির সতীর্থরাও জানেন না মেসি কবে চোট কাটিয়ে মাঠে ফিরবেন। এর আগে মেসির ইন্টার মায়ামি সতীর্থ জুলিয়ান গ্রেসেল বলেছিলেন, মেসির ফেরার তারিখ তাঁদের কাছেও গোপন রাখা হয়েছে।
এই গোপনীয়তার কারণ নিয়ে অবশ্য বিস্তারিত কিছু বলেননি তিনি। সে সময় গ্রেসেল বলেছিলেন, ‘সত্যি কথা বলতে, তার ফেরার দিনক্ষণ নিয়ে আমি কিছু জানি না। ভেতরের খবর আমার কাছে নেই। এটা গোপন রাখা হয়েছে।’
মেসির ফেরার তারিখ নিয়ে এই ধোঁয়াশার মধ্যে কথা বলেছেন তাঁর সতীর্থ ও কাছের বন্ধু লুইস সুয়ারেজও। নির্দিষ্ট কোনো তারিখের কথা না বললেও মেসি দ্রুত ফিরবেন বলে জানিয়েছেন এ উরুগুয়েন স্ট্রাইকার, ‘সবাই জানে এই ক্লাবের প্রতি ও নিজের দেশের প্রতি সে কতটা নিবেদিতপ্রাণ। তার আকাঙ্ক্ষা সব সময় মাঠে থাকা। দিন যত যাচ্ছে, তার মাঠে ফেরার সময়ও ঘনিয়ে আসছে। আমরা সবাই তো তাকে মাঠেই দেখতে চাই।’
গত বছর লিগস কাপ দিয়েই ইন্টার মায়ামির হয়ে যাত্রা শুরু করেছিলেন মেসি। শুধু তাই নয়, এই ট্রফি জিতিয়ে মায়ামিকে নিজেদের ইতিহাসে প্রথমবারের মতো শিরোপাও এনে দেন তিনি। সেই একই প্রতিযোগিতা এবার মেসিকে ছাড়াই শুরু করল ইন্টার মায়ামি। মেসিকে ছাড়া প্রথম ম্যাচে অবশ্য জয় নিয়েই মাঠ ছাড়ে মায়ামি।

ইসরায়েলের তিন অ্যাথলেটকে হত্যার হুমকি দেওয়া হয়েছে। ছবিতে ইসরায়েলের অলিম্পিক বহর

ভারতীয় তারকার জয় বাতিল করে দিল অলিম্পিক কর্তৃপক্ষ

আপনজন ডেস্ক: প্যারিস অলিম্পিক ২০২৪ এ গুয়াতেমালার কেভিন কর্ডনকে হারিয়ে দারুণ জয় পেলেও দুঃসংবাদ শুনতে হলো ভারতীয় শাটলার লক্ষ্য সেনকে। প্রতিপক্ষ কর্ডন ইনজুরিতে পড়ায় লক্ষ সেনের অর্জিত জয়টি বাতিল করে দেয় অলিম্পিক কর্তৃপক্ষ। কনুইয়ের চোটের কারণে প্যারিস অলিম্পিক থেকে নিজের নাম প্রত্যাহার করে নিয়েছেন কর্ডন। অলিম্পিকের নিয়ম অনুযায়ী, প্রতিপক্ষের ইনজুরির কারণে লক্ষ্য সেনের এই জয় গণণা করা হবে না।
ব্যাডমিন্টন ওয়ার্ল্ড ফেডারেশন (বিডব্লিউএফ) একটি বিবৃতিতে বলেছে, ‘গুয়েতেমালার পুরুষ ব্যাডমিন্টন খেলোয়াড় কেভিন কর্ডন বাম কনুইতে চোটের কারণে প্যারিস ২০২৪ অলিম্পিক গেমস থেকে নাম প্রত্যাহার করেছেন।’
জয়টি বাতিল হওয়ায় এখন গ্রুপ পর্বের পরের ম্যাচে বেলজিয়ামের জুলিয়েন ক্যারাগির বিপক্ষে খেলতে হবে লক্ষ্যকে। এরপর ইন্দোনেশিয়ার জোনাথন ক্রিস্টির বিপক্ষে খেলবেন তিনি। এই গ্রুপে একমাত্র খেলোয়াড় হিসেবে তিনটি ম্যাচ খেলতে হবে লক্ষ্যকে।

আইসিসির বোর্ড সভা ঢাকায়, পরবর্তী সভাপতি হতে পারেন জয় শাহ!

আপনজন ডেস্ক: ২০১৪ সালের পর আগামী অক্টোবরে তৃতীয়বারের মতো ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেট কাউন্সিল (আইসিসি) বোর্ড সভা হবে ঢাকায়। বোর্ড সভা বসার খবরটি দিয়েছেন বিসিবি সভাপতি নাজমুল হাসান পাপন।
নাজমুল হাসান বলেন, ‘আইসিসির পরের বোর্ড মিটিং ঢাকায় হবে। এখানে নির্বাচনটাও হওয়ার কথা। নির্বাচন হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। অক্টোবরে বর্তমানে যিনি চেয়ারম্যান আছেন, তার শেষ বোর্ড মিটিং। আমাদের নির্বাচনী ইশতেহার দিয়ে দেওয়ার কথা। এটা এর মধ্যেই হয়ে যাওয়ার কথা।
আগামী অক্টোবরে বাংলাদেশে বাংলাদেশে হতে যাচ্ছে নারী টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের আসর। তখনই বসবে বোর্ড সভা। এই সভায় হতে পারে পরবর্তী আইসিসি সভাপতি নির্বাচনও।
১৯৯৮ সালে মিনি বিশ্বকাপের সময় প্রথমবার ঢাকায় বসেছিল আইসিসি বোর্ড সভা।
এরপর দ্বিতীয়বার আইসিসির সভা ২০১৪ সালে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের আয়োজন করে বাংলাদেশ। এবার দশ বছর পর এই বোর্ড সভার আয়োজক হচ্ছে বাংলাদেশ।
শোনা যাচ্ছে, পরবর্তী আইসিসির বোর্ড সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পেতে পারেন বিসিসিআইয়ের সেক্রেটারি জয় শাহ।

রেকর্ডের কথা জানতেনই না স্টোকস

আপনজন ডেস্ক: টেস্ট ক্যারিয়ারে গতকালের আগে একবারই ইনিংস ওপেন করতে নেমেছিলেন বেন স্টোকস। সেটিও ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষেই। ২০২০ সালে ওল্ড ট্রাফোর্ডে খেলেছিলেন ৫৭ বলে ৭৮ রানের অপরাজিত ইনিংস। ফিফটি করেছিলেন ৩৬ বলে, কোনো ইংলিশ ওপেনারের ক্ষেত্রে তখন যেটি ছিল দ্রুততম।
গতকাল এজবাস্টনে আবার ইনিংস ওপেন করতে এসে ইংল্যান্ডের হয়ে দ্রুততম ও সব মিলিয়ে যৌথভাবে তৃতীয় দ্রুততম ফিফটির রেকর্ডই গড়ে ফেললেন স্টোকস। সেই ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষেই এবার মাত্র ২৪ বলে ফিফটি পূর্ণ করেছেন ইংল্যান্ড অধিনায়ক। ১০ উইকেটের জয়ে অপরাজিত ছিলেন ২৮ বলে ৫৭ রানে।
স্টোকস ছাড়িয়ে গেছেন সাবেক অধিনায়ক ইয়ান বোথামকে। ১৯৮১ সালে ভারতের বিপক্ষে দিল্লিতে ২৮ বলে ফিফটি করেছিলেন বোথাম, এত দিন যা ছিল ইংল্যান্ডের দ্রুততম ফিফটি। তবে বোথামকে যে ছাড়িয়ে গেছেন, সেটি নাকি স্টোকস জানতেনই না। গতকাল ম্যাচ শেষে স্টোকস বলেছেন, ‘আমি সত্যিই রেকর্ডের ব্যাপারে জানতাম না। পল কলিংউড (ইংল্যান্ডের সহকারী কোচ) ড্রেসিংরুমে আমাকে বলেছে যে ইংল্যান্ডের হয়ে এখন আমার দ্রুততম ফিফটি। সে-ই রেকর্ড উল্টেপাল্টে দেখে। বিফিকে (বোথাম) ছাড়িয়ে যেতে পেরে দারুণ লাগছে। এক বোতল শ্যাম্পেন পেলে ভালো হয় এখন!’
২০২০ সালে ওল্ড ট্রাফোর্ডে দ্রুত রান তুলে ইনিংস ঘোষণা করার ‘তাগিদ’ ছিল ইংল্যান্ডের, যে কারণে ওপেনিংয়ে নেমেছিলেন স্টোকস। গতকাল অবশ্য কিছুটা বাধ্য হয়েই নামতে হয় তাঁকে, নিয়মিত ওপেনার জ্যাক ক্রলি চোট পাওয়ায়।
তবে স্টোকস শুরু থেকেই আক্রমণাত্মক থাকতে চেয়েছেন, ‘আমি নেমে সব সময়ই অতি ইতিবাচক থাকতাম। একপর্যায়ে শুধু চার বা ছক্কা মারার চেষ্টাই করেছি। একটা শট ব্যাটের মাঝবরাবর লাগার পর মনে হয়েছে, হ্যাঁ, এবার কিছু একটা হতে পারে।’
৫ উইকেট নেন মার্ক উড
৫ উইকেট নেন মার্ক উডএএফপি
স্টোকসের অমন ঝোড়ো ব্যাটিংয়ের আগে গতকাল ছিল মার্ক উডের গতি প্রদর্শনীর দিন। ওয়েস্ট ইন্ডিজের শেষ ৫টি উইকেটই নেন এই ফাস্ট বোলার, ৬ ওভারের ওই স্পেলে দেন মাত্র ৯ রান। ম্যাচ শেষে উডের দারুণ প্রশংসা করে স্টোকস বলেছেন, ‘অসাধারণ স্পেল! তার সিংহহৃদয়, আর অধিনায়ক হিসেবে তো আপনি ঠিক সেটিই চাইবেন। তার যে স্কিল আর এক্স-ফ্যাক্টর আছে। দেখে মনে হচ্ছিল, প্রতি বলেই উইকেট নেবে।’
স্টোকস এরপর বলেন, ‘সে দুর্দান্ত। স্পেলের পর স্পেল, বলের পর বল করে যাওয়া আর দলের জন্য সম্ভাব্য সবকিছুই উজাড় করে দেওয়াটা তার ধরন। কিন্তু আজ (গতকাল) বিকেলের স্পেলটি সত্যিই দারুণ ছিল! শুধু যে দ্রুতগতির ছিল তা নয়, স্কিলও ছিল অনেক। এটি এসেছেও এমন সময়ে, যখন আমার মনে হচ্ছিল

মৌসুম শুরুর আগেই এল ক্লাসিকো দেখবে ফুটবল ভক্তরা

আপনজন ডেস্ক: মৌসুম শুরুর আগে এল ক্লাসিকো খেলবে রিয়াল মাদ্রিদ-বার্সেলোনা। তার আগে পরে ম্যানচেস্টার সিটি ও এসি মিলানের সঙ্গে দুটি প্রীতি ম্যাচ খেলবে বার্সেলোনা। তিনটি ম্যাচ খেলতে ইতোমধ্যে যুক্তরাষ্ট্রের অরলান্ডোতে গেছে হানসি ফ্লিকের শিষ্যরা।
বাংলাদেশ সময় রবিবার (৩ আগস্ট) ভোরে নিউজার্সিতে এল ক্লাসিকো হবে।
তার আগে মঙ্গলবার (৩০ আগস্ট) অরলান্ডোত ম্যানসিটির বিপক্ষে প্রথম ম্যাচ খেলবে বার্সেলোনা। ৭ আগস্ট (ভোরে) বাল্টিমোরে তারা খেলবে এসি মিলানের বিপক্ষে।
১০ ফুটবলারকে ছাড়াই অরলান্ডোতে গেছে নতুন কোচ হানসি ফ্লিকের বার্সেলোনা। এই সফরে নেই লামিনে ইয়ামাল। বার্সেলোনার হয়ে গত মৌসুমে ৩৮টি ম্যাচ খেলেছেন তিনি। তারপর ইউরো সহ জাতীয় দলের হয়েও খেলেছেন ১৪ ম্যাচ। ব্যস্ত মৌসুম শেষে আপাতত ছুটি দেওয়া হয়েছে তাকে। ছুটি পেয়েছেন আরেক তরুণ ফরোয়ার্ড ফেরান তোরেসও।
এছাড়াও চোটের কারণে নেই রোনাল্ড আরাউহো, গাভি, পেদ্রি, ডি ইয়ং ও আনসু ফাতি। স্পেনের হয়ে অলিম্পিক ফুটবলে অংশ নেওয়ায় দলের সাথে নেই পাউ কুবার্সি, ফেরমিন লোপেজ ও এরিক গার্সিয়া।
ওই ১০জনকে ছাড়াই ৩১ সদস্যের দল নিয়ে যুক্তরাষ্ট্র গেছেন নতুন কোচ হানসি ফ্লিক। রাফিনহা ও ইকাই গুন্দোয়ান দলের সঙ্গে যোগ দেবেন আলাদা করে।
এদিকে রিয়াল মাদ্রিদ ১ আগস্ট (ভোরে) এসি মিলান, ৭ আগস্ট চেলসির সঙ্গে খেলবে আরও দুটি ম্যাচ।

তিন দিন শেষে সোনা জয়ে শীর্ষে জাপান

প্যারিস অলিম্পিক

আপনজন ডেস্ক: শুক্রবার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনের মধ্য দিয়ে শুরু হয়েছে অলিম্পিক গেমস-২০২৪। তিন দিন শেষে ফ্রান্স ও জাপান দুই দেশেরই সুযোগ ছিল রোববার দিন সোনার পদকে সবার ওপরে ওঠার। দিনের শেষে সোনার লড়াইয়ে যে মুখোমুখি হয়েছিল দুই দেশের প্রতিযোগী। ফেন্সিংয়ে পুরুষ ইপেই ব্যক্তিগত সোনার লড়াইয়ের সেই ম্যাচে শেষ হাসি হেসেছে জাপান।
চারটি সোনা জিতেছে অস্ট্রেলিয়াও। রুপা জয়েও সমান দুই দেশ। দুই দেশই জিতেছে ২টি রুপা। তবে জাপান এগিয়ে গেছে ব্রোঞ্জ জয়ে এগিয়ে থাকায়।
জাপান ৪টি স্বর্ণ, ২টি রৌপ্য ও ১টি ব্রোঞ্জসহ মোট ৯টি পদক জিতেছে। অস্ট্রেলিয়া ৪টি স্বর্ণ ও ২টি রৌপ্যসহ মোট ৬টি পদক জিতেছে। আর যুক্তরাষ্ট্র ৩টি স্বর্ণ, ৬টি রৌপ্য ও ৩টি ব্রোঞ্জসহ মোট ১২টি পদক জিতেছে। চতুর্থ স্থানে আছে আয়োজক ফ্রান্স।
তারা জিতেছে ৩টি স্বর্ণ, ৩টি রৌপ্য ও ২টি ব্রোঞ্জ।

ভারত ও বাংলাদেশে পরের দুই এশিয়া কাপ

আপনজন ডেস্ক: ভারত সর্বশেষ এশিয়া কাপ ক্রিকেট আয়োজন করেছিল ১৯৯০ সালে। ২৫ বছর পর আবারও ভারতে ফিরতে যাচ্ছে এই টুর্নামেন্ট। আজ এশিয়ান ক্রিকেট কাউন্সিল এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছে, আগামী বছর ভারতের মাটিতে টি-টোয়েন্টি সংস্করণের এশিয়া কাপ অনুষ্ঠিত হবে। ২০২৬ সালের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের কথা মাথায় রেখে ২০২৫ সালের এশিয়া কাপ হবে টি-টোয়েন্টি সংস্করণে। এরপরের এশিয়া কাপ অনুষ্ঠিত হবে ২০২৭ সালে, আয়োজক বাংলাদেশ। এর আগে ২০১৬ সালে বাংলাদেশ সর্বশেষ এশিয়া কাপ আয়োজন করেছিল। সেটি ছিল টি-টোয়েন্টি সংস্করণের এশিয়া কাপ। ২০২৭ সালের এশিয়া কাপ হবে ওয়ানডে সংস্করণে। একই বছর দক্ষিণ আফ্রিকা, জিম্বাবুয়ে ও নামিবিয়ায় ওয়ানডে বিশ্বকাপ অনুষ্ঠিত হবে। গত বছরের সেপ্টেম্বরে পাকিস্তান ও শ্রীলঙ্কা মিলিয়ে হাইব্রিড মডেলে হয়েছে এশিয়া কাপের সর্বশেষ আসর। টুর্নামেন্টের আয়োজক দেশ পাকিস্তানই ছিল, তবে ভারত পাকিস্তানে খেলতে যেতে রাজি না হওয়ায় পাকিস্তান ও শ্রীলঙ্কায় যৌথভাবে হয়েছে এশিয়া কাপ। ২০২৫ ও ২০২৭ সালের এশিয়া কাপও হবে ছয় দলের অংশগ্রহণে। ভারত, শ্রীলঙ্কা, পাকিস্তান, বাংলাদেশ ও আফগানিস্তান খেলবে সরাসরি। ষষ্ঠ দলটি আসবে বাছাইপর্ব খেলে।

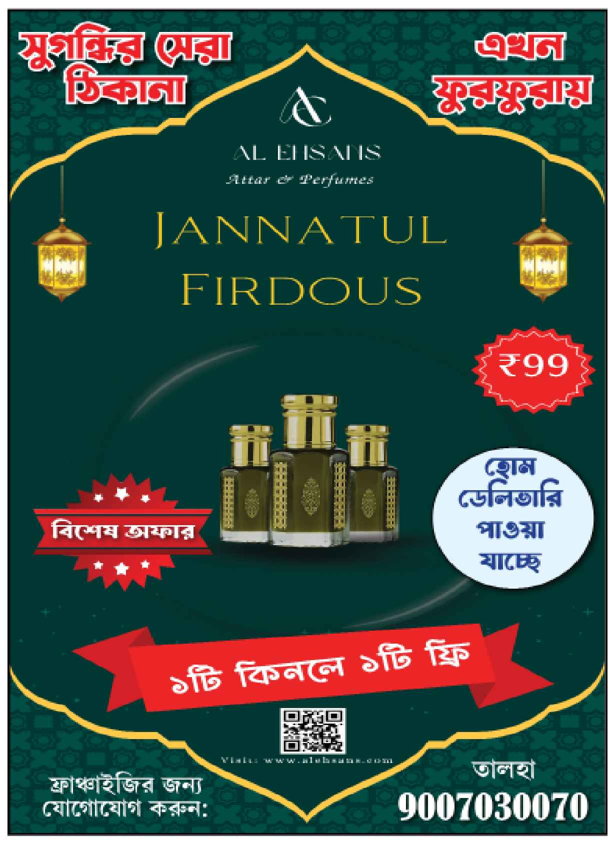

মুদ্রক, প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী জাইদুল হক কর্তৃক ৯৪/২ কলিন স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬ থেকে প্রকাশিত ও সমর প্রিন্টেক, ২৯ তপসিয়া রোড সাউথ, কলকাতা-৭০০০৪৬ থেকে মুদ্রিত। **সম্পাদকীয় দফতর:** আপনজন পাবলিকেশন, ৬ কিড স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬। সম্পাদক: **জাইদুল হক।**
Printed, Published and owned by Zaidul Haque, Published from 94/2 Collin Street, Kolkata-700016, Printed at Samar Printech, 29 Topsia Road South, Kolkata-700046. **Editorial Office:** 6 Kyd Street, Kolkata-700016. M: 9748892902 **Editor: Zaidul Haque**